

ঋগ্বেদ সংহিতা ।

ষষ্ঠ অষ্টক ।

প্রথম অধ্যায় ।

১২ মন্ত্র ।

ইন্দ্র দেবতা । কথগোত্রীয় পরুত ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি অত্যন্ত সোমপায়ী, হে বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ! তুমি হুষ্টি হইয়া সম্যকরূপে অবগত হইয়া থাক । তুমি যে রূপ (মদ) যুক্ত হইয়া রাক্ষসগণকে নিহত করিতেছ, তুমি সেইরূপ (মদযুক্ত হইলে) আমরা তোমার নিকট যাক্ষা করি ।

২। যে রূপ (মদ) যুক্ত হইয়া তুমি অজিরাগোত্রোৎপন্ন অধিষ্ঠকে ও তমোনিবারক এবং সকলের নেতা (সূর্য্যকে) রক্ষা করিয়াছ, যে রূপ মদযুক্ত হইয়া তুমি সমুদ্রকে রক্ষা করিয়াছ, তুমি সেইরূপ মদযুক্ত হইলে আমরা তোমার নিকট যাক্ষা করি ।

৩। যে মত্ততা বশতঃ তুমি রথের ন্যায় প্রভূত হৃষ্টিজল সিঙ্কুর অভি-
মুখে প্রেরণ কর, তুমি সেইরূপ মদযুক্ত হইলে আমরা যজ্ঞমার্গ প্রাপ্তির জন্য তোমার নিকট যাক্ষা করি ।

৪। হে বজ্রবান্ ! যে স্তোমদ্বারা (স্তত হইয়া) তুমি তৎক্ষণাৎ বল-
দ্বারা (আমাদের অভিল্য) পূর্ণ কর, অভীষ্টদানের জন্য য্তের ন্যায় পবিত্র সেই স্তোম (গ্রহণ কর) ।

৫। হে স্তুতিদ্বারা ভজনীয় ইন্দ্র ! এই (স্তোম) গ্রহণ কর, (উহা)
সমুদ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হয় । তুমি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের অভিলষিত
দান করিয়া থাক ।

৬। ইন্দ্রদেব দূরদেশ হইতে আমাদের সখ্যের জন্য (ধন) দান করিয়াছেন এবং দ্ব্যলোক হইতে রুষ্টির ন্যায় (ধন) বিস্তার করতঃ (অভিলষিত) দান করেন ।

৭। যখন ইন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীকে বর্দ্ধিত করেন, তখন তাঁহার পতাকা সমূহ এবং হস্তস্থিত বজ্র (অভিলষিত) দান করে ।

৮। হে ঐরুদ্ধ এবং সাধুগণের পতি ! যখন তুমি সহস্র সংখ্যক মহিষ (১) বধ করিলে, তাঁহার পরেই তোমার বীৰ্য্য ঐভূতরূপে বর্দ্ধিত হইল ।

৯। অগ্নি যেরূপ বন দক্ষ করেন, সেইরূপ ইন্দ্র সূর্য্যের রশ্মি সমূহ দ্বারা প্রতিবন্ধক শত্রুকে দক্ষ করেন, অনভিভবনশীল (ইন্দ্র) প্রবর্দ্ধিত হন ।

১০। তোমার এই স্তুতি গমন করিতেছে; উহা বসন্তাদি কালে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞকর্ম্মবিশিষ্ট, অত্যন্ত অভিনব, পূজাকারী এবং বল্লরূপে প্রীতিকর ।

১১। ইন্দ্র দেবাত্মিলাষী যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অবিচ্ছিন্নভাবে সোমকে পবিত্র করিতেছেন, স্তোত্রের দ্বারা ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিতেছেন এবং স্তোত্রে ইন্দ্রের (গুণসমূহের) ইয়ত্তা করিতেছেন ।

১২। স্তোতার প্রতি ধনদাতা ইন্দ্র গুণকীর্্তনকারী, সোমাত্মিষবকারী বাক্যের ন্যায় ধনদানার্থ ঐরুদ্ধশরীর হইতেছেন । ঐ বাক্য ইন্দ্রের (গুণসমূহের) ইয়ত্তা করিতেছে ।

১৩। স্তোত্রবাহক মনুষ্যগণ যে ইন্দ্রকে অত্যন্ত হৃষ্ট করে, তাঁহার মুখে, হৃতের ন্যায় যজ্ঞের হব্য সেক করিব ।

১৪। অদिति স্বয়ং শোভমান ইন্দ্রের উদ্দেশে রক্ষার্থ যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনেকের প্রশংসিত স্তোত্র সৃষ্টি করিতেছেন ।

১৫। যজ্ঞবাহকগণ রক্ষার্থ এবং প্রশংসার জন্য ইন্দ্রকে স্তুত করিতেছেন । হে দেব ইন্দ্র ! সম্প্রতি বিবিধ কর্ম্মবান্ হরিদ্রয় যজ্ঞে যাচ্ছা আছে, (তাঁহার উদ্দেশে তোমায় বহন করিতেছে) ।

(১) সাধারণ মহিষ অর্থে মহান রত্নাদি অমূল্য করিয়াছেন, কিন্তু মহিষ শব্দের ঐতিহাসিক অর্থ প্রাণ করাই সঙ্গত । ইন্দ্র অনেক মহিষ তক্ষণ করেন, তাঁহার উল্লেখ অমরা পূর্বেই পাঁছিয়াছি ।

১৬। হে ইন্দ্র! বিষ্ণু, অথবা আণ্ড্রিত, অথবা মকংগন (আগত হইলে), যে সোম (পান করিয়া) প্রমত্ত হও, সেই সোমের সহিত আগমন কর।

১৭। হে শক্র! দূরদেশে যে সমুদ্রবৎ সোমে প্রমত্ত হও, আমাদের সোম অভিবৃত হইলে তাহাতে প্রীত হও।

১৮। হে সংপতি! তুমি সোমাভিববকারী যজ্ঞমানের বর্দ্ধয়িতা; তুমি যাহার উক্খমত্রে প্রীত হও, তাহার সোমে প্রীত হও।

১৯। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদের রক্ষার্থ যে ইন্দ্রদেবকে স্তব করিতেছি, সেই ইন্দ্রকে আমার (স্ততিগণ) শীত্র ভজনার্থ ও যজ্ঞার্থ ব্যাপ্ত করক।

২০। হব্য, স্তুতি ও সোমদ্বারা যজ্ঞে প্রাপনীয় এবং সর্বাণেক্ষা সোম-পানকারী ইন্দ্রকে স্তোতাগণ বর্দ্ধিত করিতেছেন এবং ব্যাপ্ত করিতেছেন।

২১। ইন্দ্রের ধনদান প্রভুত, ইন্দ্রের কীর্তি বহুতর; উহা হব্যদায়ী যজ্ঞমানের জন্য সমস্ত ঘন ব্যাপ্ত করিতেছেন।

২২। দেবগণ রক্তের হননার্থ ইন্দ্রকে ধারণ করিয়াছিলেন; স্তুতিসকল সম্যক্ বলার্থ ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে।

২৩। আমরা মহিমায় মহানু ও আহ্বানশ্রবণকারী ইন্দ্রকে স্তোত্রদ্বারা এবং অর্চনামন্ত্রদ্বারা সম্যক্ বললাভার্থ পুনঃ পুনঃ স্তব করিতেছি।

২৪। দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ যে বজ্রবানু ইন্দ্রকে পৃথক করিতে পারে না, সেই ইন্দ্রের বল হইতে বললাভার্থ জগৎ দীপ্ত হয়।

২৫। হে ইন্দ্র! যুদ্ধে দেবগণ যখন তোমাকে সম্মুখে ধারণ করিয়াছিল, তখনই কমনীয় হরিদয় তোমাকে বহন করিয়াছিল।

২৬। হে বজ্রী! জলাবরণকারী রক্তকে যখন বলদ্বারা হনন করিয়াছিলে, তখনই কমনীয় হরিদয় তোমায় বহন করিয়াছিল।

২৭। তোমার বিষ্ণু যখন বলদ্বারা তিনপদ বিহরণ করিয়াছিল, তখন তোমার কমনীয় অশ্বদয় তোমায় বহন করিয়াছিল।

২৮। হে ইন্দ্র! তোমার কমনীয় হরিদয় যখন প্রতিদিন প্রবৃদ্ধ হয়, তাহার পরই তোমাকর্তৃক সমস্ত ভুবন নিয়মিত হয়।

২৯। হে ইন্দ্র ! তোমার মরুৎরূপ প্রজাগণ যখন সমস্ত ভূতজাতিকে নিয়মিত করে, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত কর ।

৩০। যখন এই নির্মল জ্যোতিঃ সূর্য্যকে দু্যলোকে স্থাপিত করিয়াছে, তখনই তুমি সমস্ত ভুবন নিয়মিত করিয়াছ ।

৩১। হে ইন্দ্র ! যেমন লোকে বন্ধুকে উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপ মেধাবী এই প্রীতিকরী হুস্তৃতিকে পরিচর্য্যার সহিত যজ্ঞে তোমার নিকট লইয়া যাইতেছে ।

৩২। যজ্ঞে এই ইন্দ্রের তেজঃ প্রীত হইলে, সমবেত স্তোতাগণ যখন প্রকৃষ্টরূপে স্তব করে, তখন নাতিস্বরূপ যজ্ঞের অভিষব স্থানে (ধন প্রদান কর) ।

৩৩। হে ইন্দ্র ! তুমি উত্তম বীৰ্য্যযুক্ত, উত্তম গোযুক্ত এবং উত্তম অশ্ব-যুক্ত (ধন) আমাদিগকে প্রদান কর। আমি অগ্রে জ্ঞানলাভের জন্য হোতার ন্যায় (যজ্ঞে স্তব করিয়াছিলাম) ।

১৩ বৃক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । কণ্ঠগোত্রীয় নারদ ঋষি ।

১। সোম অভিবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র যজ্ঞকর্ত্তা ও স্তোতাকে পবিত্র করেন, ইন্দ্রই রুক্মিকর বল্লাভার্থ মহান্ হইয়াছেন ।

২। ইন্দ্র প্রথম ব্যোম প্রদেশে দেব সদনে (যজমানের) বর্দ্ধয়িতা, তিনি কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন; অত্যন্ত যশোযুক্ত এবং জলন্নাভার্থ জয় করেন ।

৩। বলবান্ ইন্দ্রকে বল্লাভকর সংগ্রামে আহ্বান করিতেছি। হে ইন্দ্র ! সুখ অভিলষিত হইলে, তুমি আমাদের বর্দ্ধমার্থ সখা হও ।

৪। হে স্তুতিভাক্ত ইন্দ্র ! তোমার উদ্দেশে সোমাবিষবকারী যজমানের প্রদত্ত আহুতি গমন করিতেছে। তুমি মত্ত হইয়া উহার যজ্ঞে বিরাজ কর ।

৫। হে ইন্দ্র ! সোমোত্তিষককারীগণ, যে ধন তোমার নিকট প্রত্যাশা করে, তুমি অবশ্য সেই ধন আমার দান কর। আরও বিচিত্র, স্বর্ণপ্রাপক ধন আমাদের জন্য আহরণ কর।

৬। হে ইন্দ্র ! বিশেষদর্শী স্তোতা যখন তোমার উদ্দেশে শত্রুর প্রসহনসমর্থ স্তুতি করে, যখন বাক্যসকল তোমায় প্রীত করে, তখন সখার ন্যায় (সকল গুণ) তোমায় আরোহণ করে।

৭। হে ইন্দ্র ! পূর্বকালের ন্যায় স্তোত্র উৎপাদন কর, স্তোতার আচ্ছাদন প্রবণ কর। যখনই সোমদ্বারা প্রমত্ত হও, তখনই মুকাণ্যকার যজমানের উদ্দেশে ফল বহন কর।

৮। ইন্দ্রের স্মৃত বাক্য নিম্নাভিগামী জলের ন্যায় বিচার করিতেছে; স্বর্ণপতি ইন্দ্র এই স্তুতিদ্বারা পরিকীৰ্ত্তিত হইতেছেন।

৯। বশী এক ইন্দ্রই মনুষ্যসমূহের পালয়িতা বলিয়া উক্ত হন। তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধনকারী ও রক্ষণেচ্ছুগণের সহিত সোমোত্তিষবে প্রমত্ত হও।

১০। হে স্তোতা বিপশিৎ ! বিখ্যাত ইন্দ্রকে স্তব কর; উইঁর শত্রু-পরাজয়কারী অশ্বদ্বয় নমস্কারকারী হবিষ্যানের গৃহে গমন করে।

১১। হে ইন্দ্র ! তোমার বুদ্ধি মহাফলপ্রদ, তুমি স্নিগ্ধরূপ, শীত্ৰগামী অশ্বের সহিত যজ্ঞে আগমন কর। যে হেতু উহাতেই তোমার সুখ।

১২। হে বলবত্তম, সৎপতি ইন্দ্র ! আমরা স্তুতি করিতেছি, আমা-দিগকে ধন প্রদান কর। স্তোতাগণকে বিনাশরহিত ব্যাপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১৩। হে ইন্দ্র ! সূর্য্য উদিত হইলে তোমাকে আচ্ছাদন করি, দিবসের মধ্যভাগে তোমাকে আচ্ছাদন করি। তুমি প্রীত হইয়া গমনশীল অশ্বের সহিত আগমন কর।

১৪। হে ইন্দ্র ! শীত্ৰ আগমন কর, শীত্ৰ গমন কর, গব্যামিশ্রিত অতি-বৃত্ত সোমে প্রীত হও। অনন্তর আমি যেরূপ জানিতেছি, সেইরূপ পূর্ব-কৃত বিস্তৃত যজ্ঞ নিষ্পন্ন কর।

১৫। হে শত্রু! হে ব্রহ্মহনু! যদি দূরদেশে থাক, যদি সমীপে থাক, যদি বা অন্তরীক্ষে থাক, সকল স্থান হইতে সোম পান করতঃ রক্ষাকারী হও।

১৬। আমাদের স্তুতিসমূহ ইন্দ্রকে বর্জিত করুক, অভিবৃত্ত সোমসমূহ ইন্দ্রকে বর্জিত করুক, হব্যযুক্ত মনুষ্যাগণ ইন্দ্রের প্রতি রত হইয়াছে।

১৭। মেধাবী রক্ষাভিলাষীগণ সেই ইন্দ্রকেই তৃপ্তিকর আহুতিসমূহ দ্বারা বর্জিত করে, পৃথিবী (স্থিত সমস্তলোক) শাখার ন্যায় বর্জিত করে।

১৮। দেবগণ ত্রিকাক্ষ যজ্ঞে চৈতন্যদাতা ইন্দ্রকে যাগ করিয়াছিলেন, আমাদের স্তুতিসমূহ সর্বদা বর্জয়িতা সেই ইন্দ্রকেই বর্জিত করুক।

১৯। (হে ইন্দ্র)! তোমার স্তোতা অনুকূলকর্মা হইয়া কালে কালে উক্থসমূহ উচ্চারণ করে; তুমি অদ্ভুত, শুদ্ধ ও পাবক বলিয়া স্তুত হও।

২০। যাঁহাদের উদ্দেশে বিশিষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্তোত্র উচ্চারণ করেন, সেই কন্দের অপত্য (মকংগণ) চিরন্তন স্থানসমূহে আছেন।

২১। (হে ইন্দ্র)! যদি তুমি আমার সখ্য প্রদান কর ও এই (সোমরূপ) অন্ন পান কর; তাহা হইলে আমরা সমস্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিতে পারিব।

২২। হে স্তুতিভাক্ত ইন্দ্র! কখন তোমার স্তোতা অত্যন্ত মুখী হইবে? কখন আমাদের গোসমূহ, অশ্বসমূহ ও নিবাসভূত (ধন) দান করিবে?।

২৩। হে জরারহিত (ইন্দ্র)! মৃত্যু ও মৈতল্যসমর্থ অশ্বদ্বয় তোমার রথ (আমাদের নিকট আনয়ন করুক; তুমি অত্যন্ত মদযুক্ত, আমরা তোমার নিকট যাত্রা করিতেছি।

২৪। মহান্ ও বলকর্তৃক স্তুত সেই ইন্দ্রের নিকট তৃপ্তিকর আহুতিদ্বারা যাত্রা করি। তিনি ঐত্বিকর কুশোপরি উপবেশন করুন, অনন্তর দ্বিবিধ (হর্য স্বীকার করুন)।

২৫। হে বলকর্তৃক স্তুত (ইন্দ্র)! তুমি ঋষিগণকর্তৃক স্তুত, রক্ষাকার্য্যদ্বারা (আমাদিগকে) বর্জিত কর এবং আমাদের অভিযুগে প্রবুদ্ধ অন্ন দান কর।

২৬। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র ! তুমি এই প্রকারে স্তুতিকারীর রক্ষক হইয়া থাক ; আমি যজ্ঞহেতু তোমার স্তোত্রপ্রাপ্য অমুগ্রহ লাভ করি ।

২৭। হে ইন্দ্র ! প্রসিদ্ধ ও হর্ষান্বিত ও বিস্তীর্ণ ধনবিশিষ্ট অশ্বদ্বয়কে যোজিত করতঃ এই যজ্ঞে সোমপানার্থে আগমন কর ।

২৮। তোমার যে কদ্রপুত্র (মরুৎগণ আছেন) তাঁহারা শ্রেয়নীয়, (এই যজ্ঞে) আগমন করুন ; আর মরুৎগণযুক্ত প্রজাগণও আমাদের হব্যান্তি-মুখে আগমন করুন ।

২৯। ইন্দ্রের এই হিংসক (মরুৎপ্রভৃতি প্রজাগণ) দুালোকে যে স্থানে (আছে), তাহা সেবা করেন এবং যাহাতে আমরা (ধন) লাভ করিতে পারি, এরূপ যজ্ঞে নাভি প্রদেশে সন্নিহিত থাকেন ।

৩০। যজ্ঞগৃহে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর, এই ইন্দ্র স্রষ্টব্য ফলার্থে যজ্ঞ আনুপূর্বরূপে পরিদর্শন করিয়া নিস্পন্ন করেন ।

৩১। হে ইন্দ্র ! তোমার এই রথ অভীক্ষবর্ষী, তোমার অশ্বদ্বয় অভীক্ষবর্ষী, হে শতক্রতু ! তুমি অভীক্ষবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীক্ষবর্ষী ।

৩২। (অভিষব) প্রস্তুত অভীক্ষবর্ষী, মত্ততা অভীক্ষবর্ষী, এই অভিষৃত সোম অভীক্ষবর্ষী, যে যজ্ঞ (তোমার নিকট) গমন করিতেছে উহা অভীক্ষবর্ষী, তোমার আহ্বান অভীক্ষবর্ষী ।

৩৩। হে বজ্রবান্ ! তুমি অভীক্ষবর্ষী, আমি (হব্য) সেচক, আমি নানা-বিধ স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি । যে হেতু তুমি তোমার উদ্দেশে (কৃত) স্তুতি গ্রহণ কর, অতএব তোমার আহ্বান অভীক্ষবর্ষী ।

১৪ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । কধগোত্রীয় গোহৃক্তি ও অশ্বহৃক্তি নামক ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! যেৰূপ একমাত্র তুমিই ধনস্বামী, সেইরূপ যদি আমি ঐশ্বর্যযুক্ত হই, তবে আমার স্তোতা যেন গোহৃক্ত হয় ।

হে শক্তিমান্ ! যদি আমি গোপতি হই, তবে এই স্তোতাকে দান করিতে ইচ্ছা করিব এবং (প্রার্থিত ধন) দান করিব ।

৩। হে ইন্দ্র! তোমার সত্যপ্রিয় এবং প্রবর্দ্ধক (স্তুতিরূপ) দেখু সোমভিষবকারীকে গাভী ও অশ্ব দান করে।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত হইয়া ধন দান করিতে ইস্হা কর, তখন তোমার ধর্মের নিবারণ দেবতা নাই, মনুষ্যও নাই।

৫। যজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিয়াছে, যে হেতু তিনি দু্যলোকে মেঘকে শয়িত করতঃ পৃথিবীকে (রুষ্টি দানে) বিবর্দ্ধিত করিয়াছেন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি বর্দ্ধমানু এবং (শক্রগণের) সমস্ত ধনের জেতা, আমরা তোমার রক্ষা লাভ করিব।

৭। সোমজনিত মত্ততা হইলে ইন্দ্র দীপ্তিমানু অন্তরীক্ষকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যে হেতু তিনি বলকে ভেদ করিয়াছেন।

৮। তিনি ওহা মধ্যে লুপ্তায়িত গাভীসমূহ প্রকাশিত করতঃ অন্ধিরাগণকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলকে অধোমুখ করিয়াছিলেন।

৯। ইন্দ্র দু্যলোকের নক্ষত্রসমূহকে দৃঢ়াবয়ব ও দৃঢ় করিয়াছেন; দৃঢ় (নক্ষত্র সকলকে) কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না।

১০। হে ইন্দ্র! সমুদ্রের উর্দ্ধির ন্যায় তোমার স্তোত্র সকল গীত্র গমন করে, তোমার প্রমত্ততা বিশেষরূপে দীপ্তি পায়।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধনীয়, তুমি উক্ণদ্বারা বর্দ্ধনীয়, তুমি স্তোতাগণের কল্যাণকর।

১২। কেশরবিশিষ্ট হরিদ্রয়, সোমপানার্থী শোভনদানযুক্ত ইন্দ্রকে যজ্ঞের নিকট বহন করিতেছে।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি জলের ফেনাদ্বারা নমুচির মন্তক ছিন্ন করিয়াছিলে ও সমস্ত শক্রগণকে জয়(১) করিয়াছিলে।

(১) পূর্ব কালে ইন্দ্র অসুরগণকে জয় করিয়া নমুচিকে ধরিতে পারেন নাই। নমুচি তাঁহাকে ধরিয়াছিল। সে ইন্দ্রকে ধরিয়া বলিল “আমি তোমার ছাড়িয়া দিতে পারি, যদি তুমি দিনে অথবা রাত্রে শুক অথবা আর্ত্র আশ্বদ্বারা আমার না বিনাশ কর” সুতরাং ইন্দ্র তাহাকে সন্ধ্যাকালে কেনাদ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন।

নায়গ। কিন্তু এ উপাখ্যান পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

১৪। হে ইন্দ্র ! তুমি মায়াধারা সর্বত্র প্রসরণশীল, ছ্যালোকে আরো-
হণেচ্ছ দন্দাগণকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলে।

১৫। হে ইন্দ্র ! তুমি সোম পান করতঃ উৎকৃষ্টতর হইয়া সোমোত্তি-
ষবহীন জনসংঘদিগের পরস্পর বিরোধীকরতঃ (২) বিনাশ কর।

১৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গোহৃতী এবং অশ্বহৃতী ঋষি।

১। অনেকের আভূত, অনেকের স্তুত, সেই ইন্দ্রকে স্তব কর, বাঁক্যদ্বারা
মহান্ ইন্দ্রের পরিচর্যা কর।

২। দুই স্থানে ইন্দ্রের পূজনীয় মহাবল দাণ্ডাপৃথিবীকে ধারণ করেন,
শীঘ্রগমনকারী মেঘ এবং গমনশীল জলকে বীর্ষ্যদ্বারা ধারণ করেন।

৩। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র ! তুমি শোভা পাইতেছ, তুমি জেতবা
এবং প্রবণযোগ্য (ধন) নিয়ত করিবার জন্য একাকী রত্নগণকে বধ
করিতেছ।

৪। হে বজ্রবান্ ! তোমার হর্ষের প্রশংসা করি, উহা অভিলাষপ্রদ,
সংগ্রামে শক্রদিগের অভিভবকর, স্থানপ্রদ এবং অশ্বগণের দ্বারা সেবনীয়।

৫। হে ইন্দ্র ! যে হর্ষদ্বারা আয়ুকে ও মনুকে সূর্য্যাদি দান করিয়া-
ছিলে, সেই হর্ষে হৃষ্ট হইয়া তুমি প্রবুদ্ধ বজ্রের কর্তা হইয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র ! পূর্বকালের ন্যায় অদ্যও উৎকৃষ্ট মত্তোচ্চারণকারীগণ
তোমার সেই বলের প্রশংসা করে। তুমি ও পজ্জ'ন্য যাহাদের স্বামী প্রতি
দিবস সেই জল জয় কর।

৭। হে ইন্দ্র ! স্তুতি তোমার সেই বৃহৎ বীর্ষ্য, তোমার সেই বল কর্ম্ম,
এবং বরনীয় বজ্রকে তীক্ষ্ণ করিতেছে।

৮। হে ইন্দ্র ! ছ্যালোক তোমার বল বর্দ্ধিত করিতেছে, পৃথিবী
তোমার যশ বর্দ্ধিত করিতেছে, অস্তরীক্ষ ও মেঘ তোমার প্রীত করে।

(২) সোমোত্তিষববিহীন লোক বোধ হয় বজ্রবিরোধী অনার্য্যগণ।

৯। হে ইন্দ্র! মহানু, নিবাসহেতু বিষ্ণু, মিত্র ও বরুণ তোমার স্তুতি করিতেছে। মরুৎগণ তোমার মত্ততার পর মত্ত হইতেছে।

১০। তুমি বর্ষক এবং দেবজন মধ্যে সর্বাণেক্ষ দাতা, তুমি সূন্দর পুস্ত্রাদির সহিত সমস্ত ধন ধারণ কর।

১১। হে বহুস্তুত ইন্দ্র! তুমি একাকী মহানু শত্রুসমূহকে বিনাশ কর। কেহ ইন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর কর্ম প্রাপ্ত হয় না।

১২। হে ইন্দ্র! যে যুদ্ধে তোমাকে স্তোত্রদ্বারা রক্ষার্থে নানা প্রকারে স্তুতি করে, সেই যুদ্ধে আমাদের স্তোতাগণকর্তৃক আহত হইয়া শত্রুবল জয় কর।

১৩। (হে স্তোতা)! আমাদের মহাগৃহের জন্য পর্যাপ্ত ও পরি-
ব্যাপ্ত রূপকে স্তুতিদ্বারা ব্যাপ্ত করতঃ কর্মপালক ইন্দ্রকে জেতব্য ধনের
জন্য স্তুতি কর।

১৬ বৃক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ইরিত্বিষ্ঠ ঋষি।

১। মরুৎগণের মধ্যে সত্রাট ইন্দ্রকে স্তব কর। তিনি স্তুতিদ্বারা স্তব্য, নেতা, শত্রুদিগের অভিভাবিতা ও সর্বাণেক্ষ দাতা।

২। জলের তরঙ্গনমূহ সমুদ্রে যে রূপ শোভা পায়, উকৃৎসকল সেই-
রূপ ইন্দ্রে শোভাপায়, সমস্ত অবগীয় তাঁহাতে শোভা পায়।

৩। উত্তম স্তুতিদ্বারা ধনলাভার্থ সেই ইন্দ্রের পরিচর্যা করিতেছি।
তিনি প্রশংসনীয়গণের মধ্যে শোভাপান, সংগ্রামে মহৎকার্য করেন এবং
তিনি বলবানু।

৪। যে ইন্দ্রের মত্ততা মহৎ, গম্ভীর, বিজীর্ণ, শত্রুতারক ও শূরণের
যুদ্ধে হর্ষযুক্ত।

৫। ধনপ্রাপ্ত হইলে সেই ইন্দ্রকেই গন্ধপাত বচনের জন্য আহ্বান
কর। ইন্দ্র যাহাদের তাহার জয়লাভ করে।

৬। সেই ইন্দ্রকেই বলকর স্তোত্রদ্বারা ঈশ্বর করা হয় ; মনুষ্যগণ কর্ম-
দ্বারা তাঁহাকে ঈশ্বর করেন । এই ইন্দ্রই ধনের কর্তা হন ।

৭। ইন্দ্র সকলের অধিক, তিনি ঋষি, তিনি বহুলোকের কর্তৃক আহূত,
তিনি মহৎকার্যের দ্বারা মহানু ।

৮। তিনি স্তোমার্হ, তিনি আহ্বানযোগ্য, তিনি সাধু, তিনি শত্রুগণের
অবসাদকর, তিনি বহুকর্মা, তিনি এক হইয়াও শত্রুগণের অভিভবিতা ।

৯। চর্যগিগণ এবং লোকসকল তাঁহাকে অচ্চ'নামস্ত্রদ্বারা বদ্ধিত
করে, সামমন্ত্রদ্বারা বদ্ধিত করে এবং গায়ত্রমন্ত্রদ্বারা বদ্ধিত করে ।

১০। তিনি প্রশস্য ধনপ্রাপক, যুদ্ধে জ্যোতিঃ প্রকাশক, আয়ুধদ্বারা
শত্রুগণের অভিভবকর ।

১১। তিনি পুরয়িতা এবং বহুকর্তৃক আহূত ; তিনি আমাদিগকে
সমস্ত শত্রুগণ হইতে নৌকাদ্বারা নির্বিঘ্নে পার করুন ।

১২। হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে বলের দ্বারা ধন প্রদান কর,
আমাদিগকে পথ প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, আমাদের অভিযুখে মুখ প্রদান
কর ।

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা । ইরিষিষ্ঠ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! আগমন কর, তোমার জন্য (সোম) অভিবৃত্ত হইয়াছে,
এই সোম পান কর, আমাদের এই কুশোপরি উপবেশন কর ।

২। হে ইন্দ্র ! মন্ত্রদ্বারা যোজিত, কেশরবিশিষ্ট হরিদ্রয় তোমাকে
আনয়ন করুক, তুমি (যজ্ঞে) আসিয়া আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর ।

৩। আমরা স্তোত্রা, আমরা যোগ্য স্তোত্রদ্বারা তোমায় আহ্বান
করিতেছি ; আমরা সোমযুক্ত এবং অভিবৃত্ত সোমবিশিষ্ট, আমরা সোম-
পারিকে আহ্বান করিতেছি ।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা অভিযুক্ত সোমযুক্ত, আমাদের অভিযুক্তে আগমন কর, আমাদের সুন্দর স্তুতি অবগত হও, হে শিপ্রযুক্ত! তুমি অন্ন ভক্ষণ কর।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার কৃষ্ণিহয়ে সোম সেক করিতেছি, সোমক্রমে সমস্ত গাত্র ব্যাপ্ত করক; মধুর সোম জিহ্বা দ্বারা গ্রহণ কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি সুদাতা, এই মাধুর্য্যবান্ সোম তোমার শরীরের জন্য স্বাদু হউক, ইহা তোমার হৃদয়ের জন্য সুখজনক হউক।

৭। হে লোকপতি ইন্দ্র! স্ত্রীর ন্যায় সংরত এই সোম তোমার নিকট গমন করক(১)।

৮। বিস্তীর্ণ কন্দরবিশিষ্ট, স্থূল উদরযুক্ত ও সুবাহু ইন্দ্র (সোম-রূপ) অন্নজনিত হর্ষ উদর হইলে শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের স্বামী হইয়া আমাদের অগ্রে গমন কর; হে রত্নহা! তুমি শত্রুগণকে বধ কর।

১০। হে ইন্দ্র! যাহার দ্বারা তুমি সোমভিষবকারীকে ধন দাও, তোমার সেই অক্লশ দীর্ঘ হউক।

১১। হে ইন্দ্র! এই সোম তোমার জন্য বেদিতে আস্তীর্ণ, (কুশে) বিশেষরূপে শোভিত হইয়াছে; এক্ষণে ঐ সোমের অভিযুক্তে আগমন কর। নিকটে গমন কর ও পান কর।

১২। হে শক্তিযুক্ত গোবিশিষ্ট, প্রখ্যাত পূজাবিশিষ্ট (ইন্দ্র)! তোমার সুখের জন্য সোম অভিযুক্ত হইয়াছে, হে আখণ্ড! উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা তুমি আহৃত হইয়াছ।

১৩। হে শৃঙ্গরবার পুত্র ইন্দ্র(২)! তোমরা যে উৎকৃষ্ট রক্ষক, কুণ্ড পার্ধ্য(৩) (যজ্ঞ) আছে তাহাতে (ঋষিগণ) মন দিয়াছিলেন।

(১) স্ত্রী যেরূপ সংরত হইয়া স্বামীর নিকট আসিয়া তাহার স্নেহ বর্জন করে, এই সোম তোমার সেইরূপ করক, এই বোধ হয় ঋকের মর্ম্ম।

(২) শৃঙ্গরবা এক জন ঋষির ন্যায়, ইন্দ্র তাহাকে পিতা বলিয়াছিলেন।

(৩) যে যজ্ঞে কুণ্ডে সোম পান করা যায়, তাহার নাম কুণ্ডপারী যজ্ঞ।

১৪। হে বাস্তোঽশ্বতি! সূগা দৃঢ় হউক, আমরা সোম সম্পাদক, আমাদের স্বক্কে রক্ষা সমর্থক বল হউক, ক্ষরণশীল, বহু পুরীভেদক ইন্দ্র ঋষিদিগের মিত্র হউন।

১৫। সর্পের ন্যায় সংশ্রিত যাগযোগ্য, গোপ্রাপক ইন্দ্র, একাকী হইয়াও বহুতর শক্রকে অভিভূত করেন। (স্তোতা) ভরণশীল ব্যাপ্তিকারী ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিতেছে।

১৮ সূক্ত।

অষ্টম ঋকের অশ্বিধ্বয় দেবতা; নবম ঋকের অগ্নি, সূর্য্য, ও বায়ু দেবতা;
অবশিষ্টের আদিত্য দেবতা। ইরিষিষ্ঠ ঋষি।

১। এই সকল আদিত্যগণের নিকট মমুষ্য অপূর্ব সুখ যাক্কা করে।

২। এই আদিত্যগণের পথ শক্রকর্তৃক অপ্রতিগত ও অহিংসিত, অতএব সেই পালনশীল মার্গ সুখবর্দ্ধক।

৩। আমরা যে বিস্তীর্ণ সুখ যাক্কা করি, সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা আমাদেরকে সেই সুখ প্রদান ককন।

৪। হে দেবী, বহুলোকের প্রিয় অদिति! তুমি প্রতিপালন করিলে কেহ হিংসা করিতে পারে না। তুমি প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও সুখপ্রদ দেবগণের সহিত সুন্দরভাবে আগমন কর।

৫। অদিতির সেই পুত্রগণ ছেটাগনকে পৃথক করিতে জানেন, বিস্তীর্ণ কর্মকর্তা রক্ষকগণ পাপ হইতে আমাদেরকে পৃথক করিতে জানেন।

৬। অদिति আমাদের পশুগণকে দিবাভাগে রক্ষা ককন, অদ্বীপ অদिति রাত্রিকালেও রক্ষা ককন, সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল রক্ষাদারা আমাদেরকে পাপ হইতে রক্ষা ককন।

৭। স্তুতিযোগ্য অদिति রক্ষার সহিত দিবাভাগে আমাদের নিকট আগমন ককন; সেই অদिति শান্তিকর সুখ বিধান ককন, শক্রগণকে ছুড়ি-ছুত ককন।

৮। প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন, আমাদের হইতে পাপ পৃথক্ করুন এবং শক্রগণকে দূরীভূত করুন ।

৯। অগ্নি নানী অগ্নিদ্বারা আমাদের সুখ বিধান করুন, সূর্য্য সুখ-প্রদ হইয়া তাপদান করুন, বায়ু তাপশূন্য হইয়া বাহিত হউন ও শক্র-গণকে দূরীভূত করুন ।

১০। হে আদিত্যগণ! রোগ দূরীভূত কর, শত্রুদিগকে দূরীভূত কর, দুৰ্ম্মতি দূরীভূত কর । আদিত্যগণ আমাদের পাপ হইতে পৃথক্ করুন ।

১১। হে আদিত্যগণ! হিংসককে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, দুৰ্ম্মতিকে আমাদের নিকট হইতে দূর কর, হে সৰ্ব্বজগণ! শত্রুদিগকে আমাদের নিকট হইতে পৃথক্ কর ।

১২। হে সুদানশীল আদিত্যগণ! তোমাদের যে কল্যাণ, পাপী স্তোতাকেও পাপ হইতে মুক্ত করে, আমাদের পাপ হইতে মুক্ত করে, সেই কল্যাণ প্রদান কর ।

১৩। যে কোন মনুষ্য আমাদের পক্ষসভাবে হিংসা করে, সে আপনার কার্য্যের দ্বারাই হিংসিত হউক ; সে ব্যক্তি অপগত হউক ।

১৪। যে দুষ্কৃতিশালী মনুষ্য আমাদের আঘাতকারী এবং কপটাচারী, সে নিধন প্রাপ্ত হউক ।

১৫। হে বাসপ্রদ আদিত্য দেবগণ! তোমার পরবুদ্ধি স্তোত্রের নিকট থাক, অতএব কপট ও অকপট উভয় প্রকার মনুষ্যকেই অবগত হও ।

১৬। আমরা মেঘসম্বন্ধীয় ও জলসম্বন্ধীয় সুখ ভজন করিতেছি । হে ন্যাসাপৃথিবী! পাপকে আমাদের নিকট হইতে দূর দেশে প্রেরণ কর ।

১৭। হে বসু আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর, সুখকর নৌকায় আমাদের নিকটে সমস্ত ছুরিত হইতে পার কর ।

১৮। হে আদিত্যগণ! তোমরা সুন্দর তেজোবিশিষ্ট আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের জন্য এবং জীবনের জন্য দীর্ঘতম আয়ুঃ প্রেরণ কর ।

১৯। হে আদিত্যগণ! আমাদের অনুষ্টিত যজ্ঞ তোমাদের সমীপে বর্ত্তমান, তোমরা আমাদের সুখী কর । তোমাদের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া আমরা সর্বদা তোমাদেরই হইব ।

২০। মৰুৎগণের পালয়িতা ইন্দ্রদেব, অশ্বিদ্বয়, মিত্র ও বরুণদেবের নিকট ব্রহ্ম শীতাদি নিবারক গৃহ মঙ্গলার্থ যাক্রা করি ।

২১। হে মিত্র ! হে অর্য্যমা ! হে বরুণ ! হে মৰুৎগণ ! তোমরা সকলে হিংসারহিত পুত্রাদিবিশিষ্ট স্তুতিযোগ্য শীত, আতপ ও বর্ষা এই তিনের নিবারক গৃহ প্রদান কর ।

২২। হে আদিত্যগণ ! যে মনুষ্যগণ মৃত্যুর বন্ধুস্বরূপ, তাহাদের জীবনার্থ আয়ুঃ উত্তমরূপে বর্ধিত কর ।

১৯ সূক্ত ।

ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশের ত্রসদস্য রাজার দান দেবতা ; ৩৪ ও ৩৫ ঋকের আদিভ্য দেবতা ; অবশিষ্টের অগ্নি দেবতা । কণ্ণগোত্রীয় সোতরি ঋষি ।

১। হে স্তোতা ! প্রসিদ্ধ অগ্নির স্তব কর, তিনি (হব্য) স্বর্গে লইয়া যান ; ঋত্বিকৃগণ স্বামী অগ্নিদেবের নিকট গমন করেন এবং দেবগণকে হব্য প্রদান করেন ।

২। হে মেধাবী সোতরি ! বিভূত দানবিশিষ্ট, বিচিত্র দীপ্তমান্ সোমসাধ্য এই যজ্ঞের নিয়ন্তা এই পুরাতন অগ্নিকে যাগ করিবার জন্য স্তুতি কর ।

৩। হে অগ্নি ! তুমি যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে দেব, হোতা, অমর এবং এই যজ্ঞের সুকর্তা ; আমরা তোমার ভজনা করি ।

৪। অম্বের প্রদানকারী, সুভগ, সুদীপ্তকারী, উৎকৃষ্ট জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে স্তব করি । তিনি আমাদের জন্য ছালোকে মিত্র ও বরুণের স্মৃণ লক্ষ্য করিয়া এবং জলদেবতাগণের স্মৃণার্থ যজ্ঞ ককন !

৫। যে মনুষ্য সমিধদ্বারা অগ্নির পরিচর্যা করে, যে আহুতিদ্বারা ও বেদদ্বারা (পরিচর্যা করে), যে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট হইয়া নমস্কারদ্বারা (পরিচর্যা করে) ।

৬। তাহারই ব্যাপ্তিশীল অশ্বগণ বেগবান্ হয়, তাহারই বশঃ সর্বা-পেক্ষা দীপ্ত হয়, দেবকৃত ও মর্ত্যকৃত পাপ তাহার নিকট যাইতে পারে না ।

৭। হে বলের পুত্র! হে অন্নপতি! তোমার (অন্নভূত) অগ্নি সমূহের দ্বারা উত্তমায়িত্বুক্ত হইব। তুমি সুবীর, তুমি আমাদিগকে কামনা কর।

৮। প্রশংসাকারী অতিথির ন্যায় অগ্নি স্তোতাগণের হিতকর, রথের ন্যায় কলপ্রাপক। হে অগ্নি! তোমাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেমসমূহ আছে, তুমি ধনের রাজা।

৯। হে স্তুভগ অগ্নি! যে মনুষ্য যজ্ঞ করে, সে সত্যকল প্রাপ্ত হউক, সে প্রশংসনীয় হউক, সে স্তোত্রদ্বারা ভজনাশীল হউক।

১০। হে অগ্নি! যাহার যজ্ঞের জন্য তুমি উর্দ্ধ হইয়া থাক, সে নিবাস-শীল বীরযুক্ত হইয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সে অশ্বের দ্বারা (জয়) ভোগ করে, সে প্রশংসনীয় হউক, সে মেধাবী ও বীরগণের সহিত মিলিত হয়।

১১। বিশ্বের বরণীয়, রূপবান্ অগ্নি যাহার গৃহে স্তোত্র এবং অন্ন ধারণ করেন, তাহার হব্য দেবগণে ব্যাপ্ত হয়।

১২। হে বলের পুত্র বসু অগ্নি! মেধাবী অথবা স্তোতার হব্য দামে তুরাবান্ অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য দেবগণের নিম্নে এবং মর্ত্যগণের উপরি ব্যাপ্ত কর।

১৩। যে হব্য দান ও নমস্কারের দ্বারা শৌভন বলযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করে, অথবা স্তুতিদ্বারা ক্ষিপ্রগামি তেজোবিশিষ্ট অগ্নির পরিচর্যা করে, (সে সমৃদ্ধ হয়)।

১৪। যে মনুষ্য এই অগ্নির অবয়বের সহিত অখণ্ডনীয় অগ্নিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্যা করে, সে কর্মের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ হইয়া দ্যোতমান অন্নদ্বারা জলের ন্যায় সমস্ত লোককে অতিক্রম করে।

১৫। হে অগ্নি! যে ধন গৃহে রাক্ষসাদিকে অভিভূত করে এবং পাপবুদ্ধি ব্যক্তির ক্রোধ অভিভূত করে, সেই ধন আহরণ কর।

১৬। যে অগ্নির তেজের দ্বারা বকণ, মিত্র ও অর্যমা আলোক দান করেন, নাসত্যদ্বয় এবং ভগ যাহার দ্বারা আলোক দান করেন, আমরা বলের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক স্তোত্রজ্ঞ হইয়া এবং ইন্দ্রকর্তৃক রক্ষিত হইয়া হে অগ্নি! তোমার সেই তেজের পরিচর্যা করি।

১৭। হে মেধাবী দ্যুতিমান্ অগ্নি! যে মেধাবীগণ মহুষাদিগের নাক্ষিত্ররূপ, সুন্দরকর্মযুক্ত অগ্নিকে ধারণ করে, তাহারাই উৎকৃষ্ট ধ্যান-যুক্ত হয়।

১৮। হে সুভগ! তাহারাই তোমার জন্য বেদী প্রস্তুত করে, ছাত্রাভিপ্রদান করে, দ্যুতিমান্ দিনে অভিষবার্থ উদ্যোগ করে, তাহারাই বলের দ্বারা প্রভূত ধন লাভ করে, তাহারাই তোমাতে অভিলାষ প্রাপ্ত হয়।

১৯। আহূত অগ্নি আমাদের কল্যাণকর হউন। হে সুভগ অগ্নি! তোমার দান আমাদের কল্যাণকর হউক, যজ্ঞে কল্যাণকর হউক, স্তুতি কল্যাণকর হউক।

২০। হে অগ্নি! সংগ্রামে মন কল্যাণকর কর, তুমি এই মনের দ্বারা সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত কর, অভিভবকারী শত্রুদিগের প্রভূত ও স্থির বল পরাজিত কর, আমরা অভিগমনসাধন হবোর দ্বারা তোমার ভজনা করিব।

২১। আমরা স্তুতিদ্বারা মনুকর্তৃক আহিত অগ্নিকে পূজা করি, তিনি সর্দাপেক্ষা যজ্ঞকারী, হব্যবাহন, ঈশ্বর ও দূতরূপে দেবগণকর্তৃক প্রেরিত হন।

২২। তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট, নিত্যতরুণ, শোভমান্ অগ্নির উদ্দেশে, হে স্তোতা! অনববিষয়ে গান কর। অগ্নি স্নাত্ত বাক্যদ্বারা স্তুত ও যত-দ্বারা আহূত হইয়া (স্তোতাকে) শোভনবীর্য্য দান করে।

২৩। যতের দ্বারা আহূত অগ্নি যখন উজ্জ্বল এবং নিম্নে শব্দ সম্পাদন করেন, তখন অমুর(১) (সূর্য্যের) ন্যায় আপনার রূপ প্রকাশ করেন।

(১) ষষ্ঠ অষ্টকে অমুর শব্দ আট বার ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—

৮ মণ্ডলের	১৯ হুক্তের	২৩ স্বকে	সূর্য্য	সম্বন্ধে।
"	২০	"	১৭	" মেঘ বা বল "
"	২৫	"	৪	" মিত্র ও বরুণ "
"	২৭	"	২০	" দেবগণ "
"	৪২	"	১	" বরুণ "
"	৯০	"	৬	" ইন্দ্র "
"	৯৬	"	৯	" বলবান্ শত্রু "
"	৯৭	"	১	" " " "

অতএব শেষের হইট স্থান ভিন্ন আর সকল স্থানেই অমুর শব্দ দেবগণের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২৪। যে মনুকর্তৃক আহিত দ্যোতমান্ অগ্নি সুরগন্ধি মুখের দ্বারা হব্য প্রেরণ করেন, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, দেবহোতা, দীপ্তিমান্, মরণরহিত সেই অগ্নি ধনের পরিচর্যা করেন ।

২৫। হে বলের পুত্র আহুত, অনুকূলদীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি ! আমি(২) মর্ত্য, আমি যেন তুমি হইতে পারি ।

২৬। হে বসু ! তোমাকে মিথ্যাণবাদের জন্য ভিরঙ্কার করিব না, হে(সত্য) ! তোমায় পাপের জন্য ভিরঙ্কার করিব না । আমার স্তোতা (অনভিমত বচনদ্বারা) তোমার প্রতি আক্রোশ করিবেনা । দুর্বৃদ্ধি-শত্রু যেন আমাদের না হয়, সে যেন পাপ বুদ্ধিদ্বারা আমাদের বাধা দিতে না পারে) ।

২৭। পুত্র পিতার উদ্দেশে গেরূপ করে, আমাদের পোষক অগ্নি যজ্ঞগৃহে দেবগণের উদ্দেশে সেইরূপ আমাদের হব্য প্রেরণ করেন ।

২৮। হে বসু ! তোমার নিকটবর্তী রক্ষাদ্বারা, আমি মর্ত্য, আমি যেন সর্বদা ঐতি সেবা করিতে পারি ।

২৯। হে অগ্নি ! তোমার পরিচর্যাদ্বারা তোমার ভজনা করিব, তোমায় হব্যদানদ্বারা ও তোমার প্রশংসাদ্বারা তোমার ভজনা করিব, হে বসু ! তুমি শ্রুতবুদ্ধি, তোমাকেই আমার রক্ষক বলিয়া বলে । হে অগ্নি ! দানার্থ হৃদয় হও ।

৩০। হে অগ্নি ! তুমি যাহার সখ্য গ্রহণ কর, তোমার বীরযুক্ত এবং অন্নপূর্ণ রক্ষাদ্বারা সে প্রবর্তিত হয় ।

৩১। হে সোমসিক্ত, দ্রবণবান্, নীড়বান্, কমনীয়, ঋতুজাত দীপ্ত অগ্নি ! তোমার জন্য সোম গৃহীত হইতেছে; তুমি মহতী উদাসমূহের প্রিয়, রাত্ৰিকালের বস্তুতে প্রকাশিত হও ।

৩২। সোভরিগণ রক্ষার্থ অগ্নির নিকট গমন করিতেছে, তিনি সহস্র তেজোবিশিষ্ট, সত্রাট্ এবং ত্রসদস্যুর স্তুত ও সুন্দররূপে আগমন করেন ।

(২) মূলে “যং অগ্নে মর্ত্যঃ হংসাং অহং” আছে । মর্ত্য মনুষ্য অমর অগ্নির ন্যায় হইবার অভিলাষ করিতেছেন । ২১ ও ২৪ শ্লোক হইতে প্রকাশ হইতেছে, যে মনু অগ্নি পূজার একজন অনুষ্ঠান কর্তা ।

৩৩। হে অগ্নি ! অন্য অগ্নি সকল তোমার শাখাসদৃশ নিকটে থাকে
মনুষ্যাগণের মধ্যে আমি তোমার বল স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করতঃ অন্য স্তোতার
ন্যায় দ্যোতমানু অন্ন প্রাপ্ত হইব ।

৩৪। হে দ্রোহরহিত, উত্তম দানবিশিষ্ট আদিত্যগণ ! সমস্ত হবি-
ষানগণের মধ্যে যাহাকে পায় লইয়া যাও (সেই ফল লাভ করে) ।

৩৫। হে শোভমান, শক্রগণের অভিভাবিতা আদিত্যগণ ! তোমরা
মনুষ্যাগণের বিনাশকর শক্রবর্গকে (অভিভূত কর) । হে বরুণ ! হে মিত্র !
হে অর্য্যমা ! সেই আমরা তোমাদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞের নেতা হইব ।

৩৬। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যা আমাকে ৫০ জন বন্ধু প্রদান করিয়া-
ছেন ; তিনি দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর্য্য এবং সংপতি ।

৩৭। সুনিবাসবিশিষ্ট নদীর ঘাটে, শ্যামবর্ণদিগের নেতা, পূজনীয় ধন-
দানাহ ২১০ সংখ্যক গোসমূহের পতি ত্রসদস্যা অন্ন ও ধন দান করিয়া-
ছিলেন (৩) ।

২০ সূক্ত ।

মরুৎগণ দেবতা । সোতরি ঋষি ।

১। হে প্রস্থানশীল মরুৎগণ ! তোমরা আগমন কর, হিংসা করিও
না, তোমরা সমান ক্রোধবিশিষ্ট হইয়া দৃঢ় পর্ব্বতকেও কম্পিত কর ; আমা-
দিগের অন্যত্র থাকিও না ।

২। হে দীপ্তনিবাসযুক্ত কদ্রপুত্র মরুৎগণ ! সুন্দর দীপ্তিযুক্ত দৃঢ়
নেত্রিবৃক্ষ রথে আগমন কর । হে সকলের স্পৃহনীয়গণ ! তোমরা
সোতরিকে কামনা করতঃ অন্নের সহিত অন্য আমাদের যজ্ঞে আগমন
কর ।

৩। কর্মবান ও বিষ্ণু ও অভিলষণীয় (জলের) সেক্তা কদ্রপুত্র
মরুৎগণের উগ্র বল জানি ।

৪। হে সুন্দর আয়ুধযুক্ত দীপ্তিযুক্তগণ ! তোমরা যখন কম্পিত কর, তখন দীপ সকল পতিত হয় ; স্থাবর পদার্থ দুঃখ প্রাপ্ত হয় ; দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হয়, গমনলীল জল প্রগত হয় ।

৫। হে মরুৎগণ ! তোমরা গমন করিলে অচ্যুত মেঘ ও বৃক্ষাদি অত্যন্ত শব্দ করে, পৃথিবী কম্পিত হয় ।

৬। হে মরুৎগণ ! তোমাদের দলের গমনার্থ দ্বালোক রহৎ অন্তরীক ত্যাগ করতঃ উল্লগত হইয়াছেন । বলবলযুক্ত নেতা মরুৎগণ দীপ্ত আভরণ আপন শরীরে ধারণ করিতেছেন ।

৭। দীপ্ত বলবান্, বর্ষণরূপ ও অকুটিলরূপ নেতা মরুৎগণ অন্নের উদ্দেশে মহাশোভা ধারণ করিতেছে ।

৮। সোতরি ঋষিগণের শব্দদ্বারা হিরণ্যর রথের মধ্যদেশে মরুৎগণের বাণ ব্যক্ত হইতেছে । গোমাতৃক সুজন্মা, মহানুভাব মরুৎগণ আমাদের অন্ন ভোগ ও প্রীতিপ্রদ হউন ।

৯। হে সোমবর্ষী অশ্বযুগল ! রুক্তিপ্রদ মরুৎগণের বলার্থ হব্য আহরণ কর । ঐ বলদ্বারা তাঁহারা সেক্তা ও প্রকৃষ্ট গমনযুক্ত হইবেন ।

১০। নেতা মরুৎগণ সেচনসমর্থ, অশ্বযুক্ত, রুক্তিপ্রদরূপযুক্ত, রুক্তিপ্রদ, নাভিযুক্ত রথে হব্যের নিকট অনায়ামে গ্যেনপক্ষীর ন্যায় আগমন করুন ।

১১। মরুৎগণের অভিব্যঞ্জক আভরণ একরূপই । দীপ্যমান সুবর্ণ-ময় হার শোভা পাইতেছে । বাহুর উপরি ভাগে আয়ুধ সকল অত্যন্ত দ্রুতলাভ করিতেছে ।

১২। উগ্র রুক্তিপ্রদ, উগ্রবাহুযুক্ত মরুৎগণ আপনার শরীরে যত্ন করেন না । হে মরুৎগণ ! তোমাদের রথে ধনু সকল ও আয়ুধ সকল স্থির এবং দৃঢ় হইয়াছে, অতএব সেনামুখে তোমাদেরই জয় হয় ।

১৩। উদকের ন্যায় সর্বত্রবিস্তীর্ণ দীপ্ত বহুসংখ্যক মরুতের নাম এক হইয়াই পৈতৃক দীর্ঘস্থায়ী অন্নের ন্যায় ভোগার্থ পর্য্যাপ্ত হয় ।

১৪। তাহাদিগকে বন্দনা কর, মরুৎগণের উদ্দেশে স্তুতি কর । আমরা আর্ঘ্য স্বামীর হীন সেবকের ন্যায় কম্পোৎপাদক মরুৎগণের হীন সেবক, তাঁহাদের দান মহত্বযুক্ত ।

১৫। হে মরুৎগণ! তোমাদের রক্ষা লাভ করিয়া স্তোতা অতীত দিবসসমূহে স্তুতগ হইয়াছে, যে স্তোতা, সে অবশ্য (তোমাদেরই) হয়।

১৬। হে নেতাগণ! তোমরা হব্যভক্ষণার্থে যে ইবিমান্ ব্যক্তির হব্যের নিকট গমন কর, হে কম্পোৎপদবা! মরুৎগণে দ্ব্যতিমান্ অন্ন এবং অন্ন সন্তোগদ্বারা তোমাদের দেয় সুখ তাহাদের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়।

১৭। কত্বের পুত্র অশুরের বিধাতা(১), নিত্য তরুণ মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া যাহাতে আমাদের কামনা করেন, এই স্তোত্র সেইরূপ হউক।

১৮। যে সুন্দর দানবিশিষ্ট (যজমান) মরুৎগণকে পূজা করে, যাহারা সেতাগণকে হব্যদ্বারা পূজা করে, আমরা এই উভয় প্রকারের লোকের সদৃশ, আমাদের উদ্দেশে অত্যন্ত ধনপ্রদ মনে আগমন করতঃ মিলিত হও।

১৯। হে সোভরি! নিত্যতরুণ, অত্যন্ত রুষ্টিপ্রদ, পাবক মরুৎগণকে অত্যন্ত নূতন বাণ্যদ্বারা সুন্দররূপে, কৃষকগণ ষেরূপ, বলীবর্দের স্তব করে, সেইরূপ স্তব কর।

২০। সমস্ত যুদ্ধে (যোদ্ধাগণ) আত্মহান করিলে মরুৎগণ অভিভবকর হয়। আত্মহানযোগ্য মল্লের ন্যায় সম্প্রতি আত্মাদকর, রুষ্টিপ্রদ, অত্যন্ত যশস্বী মরুৎগণকে আমরা বাণ্যদ্বারা বন্দনা করি।

২১। হে সমান ক্রোধশীল মরুৎগণ! গোসমূহ একজাতি বলিয়া সমান বন্ধুযুক্ত হইয়া চারিদিকে পরস্পর লেহন করিতেছে।

২২। হে নৃত্যকারী, বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল আভরণযুক্ত মরুৎগণ! মনুষ্যও তোমাদের সখ্য উদ্দেশে গমন করিতেছে। অতএব আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও। সর্বদা ধারণীয় যজ্ঞে তোমাদের বন্ধুত্ব সর্বদাই আছে।

২৩। হে সুন্দর, দানশীল, গমনশীল সখা কগন! মরুৎ সমৃদ্ধি ঔষধ আনিয়ন কর।

(১) সায়ণচার্য্য এই স্থলে অশুর শব্দে মেঘ অর্থ করিয়াছেন। প্রকৃত অর্থ বোধ হয় বল বা বলবান্।

২৪। হে মকংগণ! যাহাদ্বারা সমুদ্রকে রক্ষা কর, যাহাদ্বারা (যজমানের শত্রুকে) হিংসা কর, যাহাদ্বারা ভৃশঃজকে কৃপা প্রদান করিয়াছিলে, হে সুখোৎপাদক শত্রুরহিণীগণ! সেই কল্যাণকর সর্বপ্রকার রক্ষাদ্বারা আমাদের সুখ উৎপাদন কর।

২৫। হে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মকংগণ! সিন্ধুনদে, অসিক্লীতে(২), সমুদ্রে ও পার্বতে যে ঐশ্ব্য আছে।

২৬। তোমরা সেই সকল ঐশ্ব্য জানিয়া আমাদের শরীরার্থ আনয়ন কর। তদ্দ্বারা আমাদের চিকিৎসা কর। হে মকংগণ! আমাদের মধ্যে যাহাতে রোগীর রোগ শাস্তি হয়, সেইরূপে বাধা প্রাপ্ত অঙ্গ পূর্ণ কর।

(২) অর্থ কৃষ্ণবর্ণী নদী। আধুনিক চিনাব (Chenab) নদী। ১০। ৭৫। ৫ শ্লোকের টীকা দেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

২১ হুক্ত।



শেষ ছুইটি ঋকের চিত্ত রাজার দান দেবতা ; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।

কথের পুত্র সোতরি ঋষি।

১। হে অপূর্ব ইন্দ্র! আমরা তোমাকে স্থূল ব্যক্তির ন্যায় পোষণ করতঃ রক্ষা লাভের অভিলাষে সংগ্রামে তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি নানা রূপধারী।

২। হে ইন্দ্র! যজ্ঞ রক্ষার্থ তোমার নিকট যাইতেছি। এই ইন্দ্র শক্রদিগের অভিভবকর, তিনি যুবা এবং উগ্র, তিনি আমাদের অভিযুগ্মে আগমন করুন। আমরা সখা, হে ইন্দ্র! তুমি ভজনীয় ও রক্ষাকারী, আমরা তোমাকেই বরণ করিতেছি।

৩। হে অশ্বপতি, গোপতি, উর্বরাপতি, সোমপতি ইন্দ্র! আগমন কর। এই সকল সোম তোমারই, তুমি পান কর।

৪। আমরা বন্ধুরহিত মেধাবী, তুমি বন্ধুমানু। তোমারই সঙ্গে বন্ধুতা করিব। হে অভিলাষপ্রদ ইন্দ্র! তোমার যে তেজ আছে। সেই সমস্ত তেজের সহিত সোম পানার্থ আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র! গব্যামিশ্রিত মদকর স্বর্গপ্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তোমার সোমে পক্ষীসমূহের ন্যায় নিযম হইয়া আমরা তোমারই স্তব করিতেছি।

৬। হে ইন্দ্র! এই স্তোত্রের সহিত তোমার অভিযুগ্মে তোমারই স্তব করিব। তুমি কেন ঝাড়ুদার চিন্তা করিতেছ? হে হরিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদের অভিলাষ আছে, তুমি দাতা, আমাদের কৰ্ম্ম তোমারই নিকটে আছে।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার রক্ষা লাভ করিয়া আমরা নূতনই হইব। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! পূর্বে জানিতাম না, যে তুমি মহানু। সস্রতি জানিয়াছি।

৮। হে শূর ইন্দ্র! আমরা তোমার সখিত্ব জানিয়াছি, তোমার ভোজ্য জানিয়াছি। হে বহুবান্ ইন্দ্র! তোমার সখ্য ও ধন যাক্কা করিতেছি। হে বাসশ্রদ, সুন্দর হনুবিশিষ্ট ইন্দ্র! গোযুক্ত সমস্ত অগ্নে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর।

৯। হে সখাগণ! যে ইন্দ্র পূর্বকালে এই প্রশস্ত ধন আমাদের দিয়াছিলেন, আমাদের রক্ষার্থ তাঁহাকেই স্তব করিতেছি।

১০। হরিদ্রণ অশ্বযুক্ত, সাধুগণের পালক, শত্রুগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে, যে কেহ আনন্দিত হয়, সেই স্তব করে। মঘবা ইন্দ্র তাঁহার স্তোতা বলিয়া আমাদের শত গোসমূহ ও অশ্বসমূহ আনয়ন করিয়া দিল।

১১। হে অভিল্যষণ ইন্দ্র! আমাদের সহায় লাভ করিয়া গোবিশিষ্ট লোকদিগের সহিত যুদ্ধে অতি ক্রোধাস্থিত শত্রুকে নিরাকৃত করিব।

১২। হে পুরুহূত ইন্দ্র! আমাদের হিংসাকারীগণকে যুদ্ধে জয় করিব। পাপযুক্ত লোককে পরাভূত করিব। মরুৎগণের সাহায্যে রত্নকে বধ করিব। কৰ্ম্ম বর্দ্ধিত করিব। হে ইন্দ্র! আমাদের কৰ্ম্ম সকল রক্ষা কর।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হইতে বন্ধুরহিত। তুমি যে বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর, সে কেবল যুদ্ধদ্বারা (লাভ করিয়া থাক)।

১৪। হে ইন্দ্র! ধনবান্ মানবকে বন্ধুতার জন্য কেন আশ্রয় কর না? সুরাশ্রমত ব্যক্তি তোমার হিংসা করে। যখন মনুষ্যের কার্পণ্য দূর কর, তখনই সে পিতার ন্যায় তোমায় আহ্বান করে।

১৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার মত দেবতার বন্ধুত্বে বঞ্চিত হইয়া সোমভিষবশূন্য যেন না হই। সোম অভিষূত হইলে একত্রে উপবেশন করিব।

১৬। হে গোশ্রদ ইন্দ্র! আমরা তোমার। আমরা যেন ধন শূন্য না হই। অন্যের কাছে যেন গ্রহণ করিতে না হয়। তুমি স্বামী, তুমি দৃঢ় ধন আমাদের নিকট স্থাপন কর। তোমার দান কেহই হিংসা করিতে পারে না।

১৭। আমি হব্যদায়ী। ইন্দ্র কি আমার এই ধন দিয়াছেন? সৌভাগ্য-
বতী সরস্বতী কি দিয়াছেন? অথবা হে চিত্র! তুমিই দিয়াছ(১)।

১৮। অন্য যে রাজা সরস্বতীতীরে বাস করে, মেঘ হৃষ্টিদ্বারা
পৃথিবীকে যেরূপ প্রীত করে, সেইরূপ চিত্র রাজাই সহস্র এবং অমৃত ধন-
দানদ্বারা তাহাদিগকে প্রীত করেন।

২২ সূক্ত।

অশ্বিদয় দেবতা। কথের পুত্র সোভরি ঋষি।

১। হে অশ্বিদয়! তোমরা সুন্দর আত্মানযুক্ত ও কল্পবর্তী, তোমরা
দুর্য্যাপর জন্য যে রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্য রক্ষার্থে সেই দর্শনীয়
রথ আত্মান করিতেছি।

২। হে সোভরি! কল্যাণকর স্তুতিদ্বারা এই রথকে প্রসন্ন কর।
ইহা প্রাচীনগণের পোষক, সুন্দর আত্মানযুক্ত ও সকলের স্পৃহনীয়। ইহা
সকলের রক্ষক, যুদ্ধে অগ্রগামী, সকলের পূজনীয়, শত্রুগণের দ্বেষকারী ও
উপদ্রবরহিত।

৩। শত্রুদিগের অত্যন্ত পরাভবকারী, দ্ব্যতিবিশিষ্ট ও হব্যদায়ীর
গৃহগামী, হে অশ্বিদয়! এই কর্ম রক্ষার্থে নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে আমা-
দের অভিমুখ করিব।

৪। তোমাদের রথের এক চক্র স্বর্গে গমন করে। অন্য চক্র তোমা-
দের সহিত গমন করে। তোমরা সকল কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া থাক।
হে জলপতিদয়! তোমাদের কল্যাণকর বুদ্ধি খেতুর ন্যায় আমাদের
অভিমুখে আগমন করুক।

৫। হে অশ্বিদয়! তোমাদের রথে তিনটি বন্ধুর আছে, উহার বলগা
সুবর্ণনির্মিত। উহা প্রসিদ্ধ হইয়া দ্যাবাপৃথিবীকে পরিভব করে। হে
নাসত্যদয়! তোমরা পুরোক্ত রথে আগমন কর।

(১) চিত্র নামক রাজা সরস্বতীতীরে বস্তু করিয়াছিলেন। সোভরি উঁহার
যজ্ঞে বহুধন লাভ করতঃ এই দুইটি ঋকের দ্বারা তাহার দানের ত্তি করিয়াছিলেন।
সারণ।

৬। হে অশ্বিদয়! পুরাতন দ্যুলোকস্থিতজল ময়ূকে প্রদান করতঃ তোমরা লাদ্ভলদ্বারা যব কর্ষণ করিয়াছ(১)। হে জলপতি অশ্বিদয়! তোমাদিগকে অদ্য সুন্দর স্তুতিদ্বারা স্তব করিতেছি ।

৭। হে অন্নধনবিশিষ্ট অশ্বিদয়! যজ্ঞের পথে আমাদের নিকটে আগমন কর। হে অভিলাষপ্রদ দেবদয়; এই পথে ত্রসদস্যুর পুত্র তক্ষিকে প্রভূত ধনদানদ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলে ।

৮। হে নেতা অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদয়! তোমাদের জন্য প্রস্তরদ্বারা এই সোম অভিযুত হইয়াছে, সোমপানার্থ আগমন কর, হব্যদায়ী গৃহে পান কর।

৯। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদয়! তোমরা হিরণ্ময় আয়ুধের আধাররূপ রথে আরোহণ কর।

১০। হে অশ্বিদয়! যাহাদ্বারা পক্ধকে রক্ষা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা অধ্বিগ্ধকে রক্ষা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা বক্র রাজাকে সোমপানে শ্রীত করিয়াছিলে, সেই সমস্ত রক্ষার সহিত শীঘ্র ও সমুদ্র আমাদের নিকটে আগমন কর। আর আতুরের চিকিৎসা কর।

১১। আমরা মেধাবী ও স্বকার্ষ্যে ভ্রাবানু, হে অশ্বিদয়! তোমরা স্বকার্ষ্যে ভ্রাবানু। তোমাদিগকে দিবসের এই কালে স্তুতি দ্বারা আহ্বান করিতেছি।

১২। হে বর্ষণশীল অশ্বিদয়! সেই সমস্ত রক্ষার সহিত নানারূপবিশিষ্ট, সকলের বরণীয় আমাদের এই আহ্বানের অভিযুখে আগমন কর, তোমরা হব্যভিলাষী, অতিশয় ধনদাতা, তোমার যুদ্ধে নানা ভাব ধারণ কর। যাহাদ্বারা কুপকে বর্জিত কর, তাহার সহিত আগমন কর।

১৩। দিবসের এই কালে সেই অশ্বিদয়কে যে অভিবাদন করতঃ তাহাদিগকে স্তব করিতেছি, তাহাদের নিকটেই স্তোত্রদ্বারা যাক্রা করিতেছি।

(১) অর্থাৎ স্বর্গ হইতে বৃষ্টি প্রদান করিয়া মনুষ্যগণকে কৃষি কার্য শিক্ষা করাইয়াছ।

১৪। তাঁহারা জলপতি ও কঙ্গবর্জী। রাত্রে এবং প্রাতঃকালে প্রত্যহই তাহাদিগকে আহ্বান করিব। হে অন্নধন কঙ্গদয়! মনুষ্যশত্রু হস্তে আমাদিগকে প্রদান করিও না।

১৫। হে অশ্বিদয়! লোকের সহিত মিলিত হওয়াই তোমাদের স্বভাব। আমি সুখের যোগ্য, প্রাতঃকালে আমার জন্য সুখ আনয়ন কর। আমি সোভরি, আমি পিতার ন্যায় তোমাদিগকে আহ্বান করিব।

১৬। মনের ন্যায় শীত্ৰগামী, অভিল্যপ্তদ, শত্রুগণের বিনাশক, অনেকের রক্ষক, হে অশ্বিদয়! শীত্ৰগামী বহুসংখ্যক রক্ষাদ্বারা আমাদের রক্ষণার্থ নিকটবর্তী হও।

১৭। হে অশ্বিদয়! তোমরা অত্যন্ত সোম পান করিয়া থাক। তোমরা নেতা এবং দর্শনীয়। আমাদের গৃহ অম্ববিশিষ্ট, গোবিশিষ্ট ও হিরণ্যবিশিষ্ট করিয়া আগমন কর।

১৮। যাহার দান সুন্দর, যাহার বীৰ্য্য সুন্দর, যাহার সুন্দররূপ সকলের বরণীয়, বলবানু ব্যক্তি যাহা অভিভব করিতে পারে না, সেই ধন আমরা ধারণ করিতেছি। হে অন্নধন অশ্বিদয়! তোমাদের আগমন হইলে সমস্ত ধন লাভ করিব।

২৩ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা। ব্যাঘের পুত্র বিশ্বমনা ঋষি।

১। অগ্নি শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করেন, সেই অগ্নিকে স্তুতি কর। যাহার দীপ্তি কেহ গ্রহণ করিতে পারে না; যাহার ধূম সর্বতঃ সঞ্চারিত হয়, সেই অগ্নির পূজা কর।

২। হে সর্বার্থদর্শী বিশ্বমনা ঋষি! মাতঃসর্ষাপুত্র্য যজমানের জন্য রথাদিদাতা অগ্নিকে বাক্যদ্বারা স্তব কর।

৩। শত্রুদিগের বাধাপ্রদ এবং ঋকসমূহের দ্বারা অর্চনীয় অগ্নি যাহা-দিগের অন্ন ও (সোম) রস জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ করেন, তাহারা ধন লাভ করে।

৪। অত্যন্ত দীপ্তিমান, সম্ভাপপ্রদ, দণ্ডবিশিষ্ট, সুন্দর দীপ্তিশালী ও যজ্ঞমানগণের আশ্রিত অগ্নির জরারহিত নূতন তেজ উদ্গাত হইল ।

৫। হে সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি ! সমুখভাগে রূহৎ দীপ্তিদ্বার সুশোভিত হইয়া এবং সূর্যমান হইয়া, তুমি দ্ব্যতিমতী শিখার সহিত উদ্গাত হও ।

৬। হে অগ্নি ! দেবগণকে হব্যের পর হব্য প্রদান করতঃ সুন্দর স্তোত্রের সহিত গমন কর । যেহেতু তুমি হব্যবাহী দূত ।

৭। মনুষ্যাদিগের হোমনিষ্পাদক পুরাতন অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাকে এই বাক্যদ্বারা প্রশংসা করিতেছি । তোমাদের জন্যই তাঁহাকে স্তব করিতেছি ।

৮। অদ্ভুত প্রজাবিশিষ্ট, বহুসদৃশ এবং তৃপ্তিযুক্ত অগ্নির প্রসাদে যজ্ঞ এবং সামর্থ্যপ্রযুক্ত যজ্ঞবিশিষ্ট যজ্ঞমানের মনস্কামনা পূর্ণ হয় ।

৯। হে যজ্ঞাভিলাষীগণ ! এই যজ্ঞের সাধন যজ্ঞবানু অগ্নিকে হব্য-যুক্ত যজ্ঞে স্তুতিবাক্যদ্বারা সেবা কর ।

১০। আমাদের সুনিয়মবদ্ধ যজ্ঞ সকল অঙ্গীরা অগ্নির অভিযুখে গমন করুক । ইনি মনুষ্যগণের মধ্যে হোমনিষ্পাদক ও অত্যন্ত যশস্বী ।

১১। হে জরারহিত অগ্নি ! তোমার দীপ্যমান রূহৎ রশ্মি সকল অভীষ্টবর্ষী হইয়া অশ্বের ন্যায় বল প্রকাশ করিতেছে ।

১২। হে বলপতি ! তুমি আমাদের উদ্দেশে উত্তম বীৰ্য্যযুক্ত ধন দান কর । আমাদের পুত্র ও পৌত্র (যে ধন আছে তাহা) যুদ্ধ কালে রক্ষা কর ।

১৩। মনুষ্যগণের পালক তীক্ষ্ণ অগ্নি প্রীত হইয়া যখনই মনুষ্যের গৃহে অবস্থিত হন, তখনই তিনি সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করেন ।

১৪। হে বীর লোকপতি অগ্নি ! আমার নূতন স্তোত্র শ্রবণ করিয়া মায়াবী রাক্ষসগণকে তাপপ্রদ তেজোদ্বারা দগ্ধ কর ।

১৫। যে হব্যদায়ী ঋত্বিকগণের দ্বারা অগ্নিকে হব্য প্রদান করে, মনুষ্যগণের মায়াদ্বারাও তাঁহাকে বশ করিতে পারে না ।

১৬। আপনাকে ধনবর্ষী করিতে ইচ্ছা করিয়া ব্যাশ্ব নামক ঋষি তোমাকে
প্রীত করিয়াছিলেন। যেহেতু তুমি ধনপ্রদ। আমরাও প্রচুর ধনলাভের
জন্য তাঁহাকে সন্দ্ৰীপিত করি।

১৭। তুমি যজ্ঞশীল, কবিপুত্র, জাতবেদা, উশনা মনুর গৃহে তোমাকে
হোতারূপে উপবেশন করাইয়াছিলেন(১)।

১৮। হে অগ্নি! বিশ্বদেবগণ মিলিত হইয়া তোমাকেই দূত করিয়া-
ছিলেন। হে দেব অগ্নি! তুমি প্রধান, তুমি তৎক্ষণাৎ যজ্ঞাহঁ হইয়াছিলে।

১৯। অমর ও পাবক ও কৃষ্ণবস্মা ও তেজোবিশিষ্ট এই অগ্নিকে বীর-
মনুষ্য দূত করিয়াছে।

২০। আমরা অক্ গ্রহণ করতঃ সুন্দর দীপ্তিযুক্ত, শুভ্রবর্ণ, তেজোবিশিষ্ট
মনুষ্যগণের স্তুতিযোগ্য ও জরারহিত অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি।

২১। যে মনুষ্য হব্যদায়ীগণের দ্বারা অগ্নিকে আহুতি প্রদান করে,
সে প্রচুর পুষ্টিকর বীরবিশিষ্ট অম্বলাভ করে।

২২। দেবগণের প্রথম ও জাতবেদা ও পুরাতন অগ্নির নিকট হব্যযুক্ত
অক্ নমস্কারপূর্বক আগমন করিতেছে।

২৩। আমি বিশ্বমনা ব্যশ্বের ন্যায় স্তুতিদ্বারা প্রশস্যতম, পূজ্যতম
ও শুভদীপ্তিযুক্ত অগ্নির পরিচর্যা করিতেছি।

২৪। হে ব্যাশ্বপুত্র ঋষি! তুমি স্থূল মূপের ন্যায় গৃহভব, মহানু অগ্নিকে
স্তোত্রদ্বারা অর্চনা কর।

২৫। মেধাবীগণ মনুষ্যগণের অতিথি ও বনস্পতিগণের পুত্র, পুরাতন
অগ্নিকে রক্ষার্থ স্তব করিতেছে।

২৬। হে অগ্নি! সমস্ত প্রধান স্তোতাগণের সম্মুখে তুমি কুণোপরি
উপবিষ্ট হও। তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি মনুষ্য প্রদত্ত হব্য স্বীকার কর।

২৭। হে অগ্নি! বরণীয় বহু (ধন) আমাদিগকে দান কর। বহু-
লোকের স্পৃহনীয়, সুন্দর বীর্ষ্যবিশিষ্ট পুত্র পৌত্রাদি সহিত কীৰ্ত্তিযুক্ত ধন
আমাদিগকে দান কর।

(১) লায়ণ উশনাকে ঋষি ও মনুকে রাজা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৮। তুমি বরুণীয়, বাসপ্রদ ও যুবা । যাহারা সুন্দর সাম গান করে, তাহাদের উদ্দেশে সর্বদা ধনানি প্রেরণ কর ।

২৯। হে অগ্নি ! তুমি অত্যন্ত দাতা, তুমি পশুযুক্ত অন্ন, মহাধন ও মহাভোগ আমাদিগকে প্রদান কর ।

৩০। হে অগ্নি ! তুমি যশস্বী, তুমি সত্যবান্, সম্যক্ শোভমান্ ও পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণকে আনয়ন কর ।

২৪ সূক্ত ।

ইক্ষ দেবতা ; শেষ ভিন্দী ঋকের সূর্য্যম রাজার পুত্র বরুণ দানের স্তুতি আছে, অতএব উহাই দেবতা । ব্যম্পুত্র বৈয়ম্ নামক ঋষি ।

১। হে মিত্রভূত ঋত্বিক্গণ ! বজ্রহস্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে এই স্তোত্র করিব । তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা নেতা, সর্বাপেক্ষা শত্রুধ্বংসক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করিব ।

২। হে ইক্ষ ! তুমি বলদ্বারা বিখ্যাত, রত্নকে হনন করতঃ রত্নহী হইয়াছ, তুমি শূর, তুমি ধনদ্বারা ধনবান্ ব্যক্তিদিগেরও অধিক দান করিয়া থাক ।

৩। হে ইক্ষ ! তুমি সূর্য্যমান হইয়া নানাবিধ বিচিত্র অন্নবিশিষ্ট ধন আমাদিগকে প্রদান কর । হে অশ্ববিশিষ্ট ইক্ষ ! তুমি নির্গমন কালেই শক্রগণের বাসপ্রদ হও এবং দাতা হও ।

৪। হে ইক্ষ ! তুমি আমাদের জন্য ধন প্রকাশ কর । হে শক্রনাশক ! তুমি সূর্য্যমান হইয়া সাহসার মনে সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর ।

৫। হে অশ্ববান্ ইক্ষ ! প্রতিযোদ্ধাগণ গোসমূহের অন্বেষণ বিষয়ে তোমার দক্ষিণ হস্ত নিবারণ করে না, বাম হস্তও নিবারণ করে না, প্রতি-রোধকারীগণও করে না ।

৬। হে বজ্রবান্ ইক্ষ ! স্তুতিবাক্যদ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হইব, এই-রূপে লোকে গোসমূহের সঙ্গে গোষ্ঠ প্রাপ্ত হয় । তুমি স্তোতার অভিনাষ পূর্ণ কর, তাহার মানস পূর্ণ কর ।

৭ । হে ইন্দ্র ! তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শত্রুনাশ করিয়াছ, হে উগ্র, বাসপ্রদ ও ধনপ্রদ ! বিশ্বমনা নামক ঋষির সমস্ত কর্মে উপস্থিত হও ।

৮ । হে রত্নহা ! হে শূর ! হে পুরুহূত ইন্দ্র ! নূতন স্পৃহণীয়, গৃহপ্রদ, এই ধন আমরা লাভ করিব ।

৯ । হে সকলের নর্ত্তয়িতা ইন্দ্র ! তোমার বল শক্রগণ অভিভব করিতে পারে না । হে পুরুহূত ! তুমি হব্যদায়ীকে যে দান কর, তাহা কেহ হিংসা করিতে পারে না ।

১০ । হে অতিশয় পূজনীয়, শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্র ! মহাফললাভার্থ উদর সিক্ত কর । হে মঘবা ! তুমি দৃঢ় শত্রুপুর সকল ধনলাভার্থ নষ্ট কর ।

১১ । হে বজ্রবান্ মঘবা ইন্দ্র ! আমরা পূর্বের তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের নিকট আশা করিয়াছিলাম । তোমার ধন ও বক্ষা আমাদের প্রদান কর ।

১২ । হে নর্ত্তয়িতা, স্তুতিভাক্ত ইন্দ্র ! অন্ন, দ্ব্যতিমান্, যশ ও বল-লাভার্থ তোমা ভিন্ন আর কাহারও কাছে বাইব না ।

১৩ । তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেই সোম সিঞ্চন কর, তিনি সোমময় মধু পান করেন, তিনি আপনার মহত্ব ও অম্বের সহিত ধনাদি প্রেরণ করেন ।

১৪ । হরিগণের অধিপতি ইন্দ্রের স্তুত করি । তিনি আপনার বল অন্যকে প্রদান করেন, তুমি স্তোত্রকারী বাশ্ব ঋষির পুত্রের স্তুতি শ্রবণ কর ।

১৫ । হে ইন্দ্র ! পূর্বকালে তোমা অপেক্ষা অধিক ধনবান্, সাধার্থ্যবান্, আশ্রয়দাতা এবং স্তুতিবিশিষ্ট আর কেহ জন্মে নাই ।

১৬ । হে অধর্যু ! তুমি মদকর অম্বের সর্বাপেক্ষা মদকর অংশ ইন্দ্রের জন্য সেক কর, এই বীর ও বর্দ্ধনশীল ইন্দ্রকেই লোকে স্তুত করে ।

১৭ । হে হরিগণের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র ! তোমার পূর্বকালীন স্তুতি সকলকেই বলদ্বারা অথবা ধন আছে বলিয়া অতিক্রম করিতে পারে না ।

১৮ । আমরা অন্নভিলাষী হইয়া যে সকল যজ্ঞের ঋত্বিকৃগণ প্রমাদগ্রস্ত হয় না, সেই যজ্ঞের দ্বারা দর্শনীয় অন্নপতি ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ।

১৯ । হে মিত্রভূত ঋত্বিকৃগণ ! তোমরা শীঘ্র আগমন কর, স্তুতি-যোগ্য নেতা ইন্দ্রকে স্তুতি করিব । এই ইন্দ্র একাকীই সমস্ত শত্রুগণের অভিভব করেন ।

২০ । হে ঋত্বিকৃগণ ! যে ইন্দ্র স্তুতি রোধ করেন না, স্তোত্র অভিলাষ করেন, সেই দীপ্তিশালী ইন্দ্রের উদ্দেশে হৃত ও মধু অপেক্ষাও স্বাদু অত্যন্ত মিষ্ট বাক্য বল ।

২১ । যে ইন্দ্রের বীরকর্ম অপরিমিত, যাঁহার ধনশত্রুগণ পাইতে পারে না এবং যাঁহার দান জ্যোতির ন্যায় সমস্ত স্তোতাগণকে ব্যাপ্ত করে ।

২২ । সেই অহিংসনীয়, বলবান, স্তোতাগণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রকে বাশ্ব ঋষির ন্যায় স্তব কর । স্বামী ইন্দ্র হব্যদায়ীকে প্রশস্ত গৃহ বিতরণ করেন(১) ।

২৩ । হে বৈয়শ্ব মনুষ্যাগণের দশম(১), অতএব নূতন সুবিদ্বান্, সর্বদা নমস্কারযোগ্য ইন্দ্রকে স্তুতি কর ।

২৪ । আদিত্য যেমন প্রত্যহ যজ্ঞমানগণকে জানিতে পারে, হে বজ্রহস্ত ! নিঋতিগণকে কিরূপে বর্জন করিতে হয়, তাহা সেইরূপে তুমিই জান ।

২৫ । অতএব হে দর্শনীয় ইন্দ্র ! কর্মকারী যজ্ঞমানের জন্য আমাদেরকে তোমার আশ্রয় দান কর । কুৎসন্মাক ঋষির জন্য দুই প্রকারে শত্রুগণকে বধ করিয়াছ । আমাদেরকে সেই রক্ষা প্রদান কর ।

২৬ । হে অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র ! তুমি স্তোতব্য, তোমারই নিকট গচ্ছিত রাধিবীর জন্য ধন যাক্রা করিতেছি; তুমি আমাদের সমস্ত শত্রু-সেবার অভিভবকারী হও ।

(১) মনুষ্যাগণের দেহে নয়টি প্রাণ আছে, ইন্দ্র তাহাদের দশম প্রাণ । সাধারণ । এ ব্যাখ্যা সঙ্কট বোধ হয় না ।

২৭। যিনি রাক্ষসকৃত পাপ হইতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে (আর্য্যদিগকে) প্রেরণ করেন, হে বহুধন! দাসের বধার্থ অস্ত্র অবনত কর(২)।

২৮। হে বরুণাজা! সুধামরাজার উদ্দেশে পূর্বকালে যেরূপ যাচক-গণকে ধন দিয়াছিলে, সেইরূপ এক্ষণে ব্যস্বকে প্রদান কর। হে সৌভাগ্য-শালিনী অন্নবতী (উষা)! তুমিও ধন দান কর।

২৯। হে মনুষ্যগণের হিতকর সৌমবানু! যজমানের দক্ষিণা সৌম-বিশিষ্ট ব্যস্বপুত্রের নিকট আগমন করুক। শতসহস্র সংখ্যাবিশিষ্ট ধূল ধন আমাদের নিকট আগমন করুক।

৩০। হে উষাদেবী! যাহারা (কোথায়) এই কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা তোমার অগ্রবর্তী। তোমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, “কোথায়” তাহা হইলে সকলের আশ্রয়স্বরূপ, শত্রুনিবারক এই (বরু-রাজা) গোমতীতীরে অবস্থান করিতেছে, (বলিও)।

২৫ সূক্ত।

দশম, একাদশ ও দ্বাদশের বিশ্বদেবগণ দেবতা; অবশিষ্টের মিত্র ও বরুণ দেবতা। ব্যস্বপুত্র বৈয়স্ব নামক ঋষি।

১। হে সকল লোকের রক্ষক দেবদয়! তোমরা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্থ, তোমাদিগকে লোকে (পূজা করে)। (হে ব্যস্ব)! সত্যবিশিষ্ট, পবিত্র বলযুক্ত মিত্র ও বরুণের যাগ কর।

২। সুন্দর কর্মযুক্ত যে বরুণ ও যে মিত্র ধনমাতা ও রথবানু, বহুকাল হইতে শোভনজন্মা, (অদিতির) তনয় এবং ধৃতব্রত।

৩। মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও তেজস্বী, সেই মিত্র ও বরুণকে অশ্রুযা তেজের জন্য উৎপাদন করিয়াছেন।

(২) এই ঋকে সপ্তনদীর উল্লেখ আছে। ১০। ৭৫। ৫ ঋকের টীকা দেখ এবং দাস অর্থাৎ অনার্য্য বর্করদিগের উল্লেখ আছে।

৪। মহান্, সম্রাট্, অমর, সত্যবান্ দেব মিত্র ও বরুণ রূহং যজ্ঞ প্রকাশিত করেন ।

৫। মহান্ বলের পৌত্র, বেগের পুত্র, সুকর্মা ও প্রভূত ধনদাতা মিত্র ও বরুণ অমরের নিবাস স্থানে বাস করেন ।

৬। (হে মিত্র ও বরুণ) ! তোমরা ধন এবং দিব্য ও পৃথিবীজাত অন্ন দান কর ; জলবতী রুক্ষি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকুক ।

৭। (হে মিত্র ও বরুণ) ! তোমরা সত্যবান্, সম্রাট্ এবং হব্যপ্রিয়, তোমরা রূহং দেবগণকে (গো) যুথের ন্যায় (হৃষ্ট করিবার জন্য) অভিদর্শন কর ।

৮। সত্যবান্, সুকর্মা মিত্র ও বরুণ সম্যাক্রূপে প্রদীপ্ত হইবার জন্য উপবেশন করুন ; ধৃতব্রত, বলবান্ মিত্র ও বরুণ বল ব্যাপ্ত করুন ।

৯। চক্ষু (দর্শন করিবার) পূর্বেও পথবিৎ, (সকলের) প্রেরক, চিরগুন মিত্র ও বরুণ অদুঃসহ তেজোবলে শোভিত হউন ।

১০। অদিতিদেবী আমাদিগকে রক্ষা করুন, অশ্বিদ্বয় রক্ষা করুন, অত্যন্ত বেগবান্ মরুৎগণ রক্ষা করুন ।

১১। হে শোভনদানবিশিষ্ট (মরুৎগণ) ! তোমরা অহিংসিত, তোমরা দিবারাত্রি আমাদিগের নৌকা রক্ষা কর, আমরা তোমাদের পালনের সহিত মিলিত হইব ।

১২। আমরা অহিংসিত হইয়া হিংসারহিত সুদাতার উদ্দেশে (স্তুতি করিব) । হে একাকী যুদ্ধকারী বিষ্ণু ! তুমি স্তোতাগণকে ধন প্রদান কর, যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে, তাহার জন্য স্তুতি শ্রবণ কর ।

১৩। আমরা অত্যন্ত ঐক্য, সকলের রক্ষক ও বরণীয় ধন যেন লাভ করি ; মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা এই ধন রক্ষা করিয়া থাকেন ।

১৪। পর্জুন্য আমাদের ধন রক্ষা করুন, মরুৎগণ ও অশ্বিদ্বয় ধন রক্ষা করুন, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সমস্ত অভ্যুদয়ী দেবগণ মিলিত হইয়া রক্ষা করুন ।

১৫। তাঁহারাই পূজনীয় নেতা। বেগগামী জন যেমন রুদ্ধ উন্মূলিত করে, সেইরূপ তাঁহারা শীঘ্রগামী হইয়া যে কোন শত্রুর প্রতিরুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নাশ করে।

১৬। লোকপতি মিত্র বহুসংখ্যক প্রধান দ্রব্য এই প্রকারে দর্শন করেন। মিত্র ও বরুণের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য তাঁহারই ত্রুত পালন করিব।

১৭। পরে সাত্রাজ্যবিশিষ্ট বরুণের পুরাতন গৃহ প্রাপ্ত হইব, অতিশয় প্রসিদ্ধ মিত্রের ত্রুত লাভ করিব।

১৮। যে মিত্র দ্যাবাপৃথিবীর অন্তঃসমূহ রক্ষা দ্বারা প্রকাশিত করেন, তিনিই আপন মহিমায় উহাদিগকে পূর্ণ করেন।

১৯। সূর্যের বীৰ্য্যযুক্ত মিত্র ও বরুণ দ্ব্যুতিমান আদিত্যের গৃহে আপনার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছেন, পরে অগ্নির ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও সকল লোককর্তৃক আহৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

২০। (হে স্তোতা) ! বিস্তৃত গৃহবিশিষ্ট যজ্ঞে স্তব কর, বরুণ পশুযুক্ত অগ্নির ঈশ্বর এবং মহা প্রীতিকর অন্নদানে সমর্থ।

২১। আমি দিব্যরাত্রি (মিত্র ও বরুণের) সেই তেজঃ এবং দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি করি, হে বরুণ ! সর্বদা দাতার অভিমুখে আশাদিগকে প্রেরণ কর।

২২। তৈক্লগোত্রে জাত, সুষামার পুত্র (দানে প্ররক্ত হইলে) ঋজুগামী রজতসদৃশ অশ্বযুক্ত রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। (সুষামার পুত্রের) যান শত্রুদিগের জীবনাদি হরণ করে।

২৩। হরিতবর্ণ অশ্বসমূহের মধ্যে শত্রুদিগের অত্যন্ত বাধাপ্রদ এবং কুণল ব্যক্তিগণের মধ্যে সন্মুখগণের বাহক অশ্বদ্বয়, আমার উদ্দেশে শীঘ্র প্ররক্ত হউক।

২৪। নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করতঃ যেন সূর্যের রজ্জু বিশিষ্ট, কশাযুক্ত, যোগ্য এবং শীঘ্রগতি অশ্বদ্বয় লাভ করিতে পারি।

২৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা; কেবল ২০ হইতে পাঁচটি ঋকের বায়ু দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন
ব্যাশ্বের পুত্র বৈয়শ্ব, অথবা বিশ্বমনা ঋষি।

১। হে অভিলাষপ্রদ, বর্ষণশীল, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমাদের বল
কেহ হিংসা করিতে পারে না, স্তোতাগণের মধ্যে তোমাদের একত্র শীঘ্র
গমনার্থ রথ আহ্বান করিতেছি।

২। হে নাসত্য অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুধাম-
রাজার উদ্দেশে মহাধন দানার্থ যেরূপ আসিতে, সেইরূপ রক্ষার সহিত
আগমন কর। হে বরুণ! (তুমি এই কথা বল)।

৩। হে অন্নযুক্ত, ধনবান্, বহু অন্নভিলাষী অশ্বিদ্বয়! অদ্য রাত্রি
প্রভাত হইলে, আমরা তোমাঙ্গিকে হব্যদ্বারা আহ্বান করিব।

৪। হে নেতা অশ্বিদ্বয়! সর্বাংগে বহনশীল তোমাদের প্রসিদ্ধ
রথ আগমন করুক, তোমরা শীঘ্র স্তুতিকারীকে ঐশ্বর্য প্রদানার্থ তাহার
স্তোম সকল দর্শন কর।

৫। হে অভিলাষপ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! কুটিল কর্মকারী শত্রুগণ
সম্মুখে আছে জানিও, তোমরা ক্রম, তোমরা দেবকারী শত্রুগণকে ক্লেশ
প্রদান কর।

৬। হে সকলের দর্শনীয় যজ্ঞসম্পাদক, উন্নাদকর কান্তিবিশিষ্ট জল-
পতি অশ্বিদ্বয়! তোমরা শীঘ্রগামী অশ্বে অনবরত সমস্ত যজ্ঞভিষ্মুখে
আগমন কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! বিশ্বপোষক ধনের সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন
কর, তোমরা মঘবা, সুরার এবং অপরাভবনীয়।

৮। হে ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয়! তোমরা অত্যন্ত সেবামান হইয়া
আমার যজ্ঞে অদ্য দেবগণের সহিত আগমন কর।

৯। আপনাদিগের জন্য ধনদান লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমরা
ব্যাশ্বের ন্যায় তোমাঙ্গিকে আহ্বান করিতেছি, হে মেধাবীদ্বয়! অনুগ্রহ
করিয়া এইখানে আগমন কর।

১০। হে ঋষি ! অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর, তোমার আত্মান বজ্রবার শ্রবণ করতঃ অশ্বিদ্বয় যেন নিকটবর্তী শক্রগণকে এবং পণিগণকে হিংসা করেন।

১১। হে নেতাধ্বয় ! বৈয়শ্বের আত্মান শ্রবণ কর, আমার আত্মান-অবগত হও। বকণ, মিত্র ও অর্ঘ্যমা সর্বদা মিলিত।

১২। হে স্তুতিযোগ্য, অভিলাম্বপ্রদ অশ্বিদ্বয় ! তোমরা স্তোতৃগণকে যাহা প্রদান কর ও উহাদের জন্য যাহা আনয়ন কর, তাহা প্রত্যহ আমাকে প্রদান কর।

১৩। বধু যেমন বস্ত্রে আবৃত(১), সেইরূপ যে ব্যক্তি বজ্রদ্বারা আবৃত হয়, তাহার পরিচর্যা করতঃ অশ্বিদ্বয় তাহার মঙ্গল করেন।

১৪। হে অশ্বিদ্বয় ! আমি অত্যন্ত ব্যাপ্ত ও নেতাগণের পানযোগ্য সোম দান করিতে জানি। আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমরা আমার গৃহে আগমন কর।

১৫। হে অভিলাম্বপ্রদ, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয় ! নেতাগণের পানযোগ্য সোমের উদ্দেশে আমাদের গৃহে আগমন কর, তোমরা স্তুতি বাক্যদ্বারা সর্দ-দ্রোহী শর যেমন সেইরূপ বজ্র সমাপ্তি করিয়া দাও।

১৬। হে সকলের নেতা অশ্বিদ্বয় ! শ্তোত্রসমূহের মধ্যে স্তোম তোমা-দিগের নিকট গমন করতঃ তোমাদিগকে আত্মান ককক ও তোমাদের প্রীতিকর হউক।

১৭। হে অশ্বিদ্বয় ! যদি স্বর্গে, বা এই অর্গবে প্রমত্ত হও, যদি বা তোমাদের প্রতি অভিলাম্ববানু যজমানগণের গৃহে প্রমত্ত হও, তাহা হইলে হে অমরদ্বয় ! আমাদের এই শ্তোত্র শ্রবণ কর।

১৮। নদীগণের মধ্যে যেতয়াবরী নামে(২) সুবর্ণ পথবিশিষ্ট সিন্ধু স্তুতিদ্বারা অধিক পরিমাণে তোমার নিকট গমন করে।

১৯। হে সুন্দর গমনবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! সুন্দর কীর্তিবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণা ও পুষ্কিকরী শ্বেতয়াবরী নদীকে প্রবাহিত কর।

(১) লজ্জাশীলাবধূ বজ্রদ্বারা শরীর আবৃত করিতেন।

(২) বিশ্বমনা কবি যেতয়াবরী নদীর তীরে বজ্র করিয়াছিলেন। লায়ণ।

২০। হে বায়ু! তুমি রথ বহনসমর্থ অশ্বদ্বয়কে যোজিত কর। হে বাসশ্রদ! পোষণীয় অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞে মিশ্রিত কর। হে বায়ু! পরে আমাদের মদকর সোম পান কর এবং সবনত্রেয় আগমন কর।

২১। হে যজ্ঞপতি, তুমি জামাতা অদ্ভুত বায়ু! তোমার পালন যেন লাভ করিতে পারি।

২২। আমরা তুমি জামাতা সমর্থ বায়ুর নিকট ধন যাক্ষা করি, সোম অভিষব করতঃ মনুষ্যগণ ধনবান্ হয়।

২৩। হে বায়ু! তুমি স্বর্ণের মঙ্গল লইয়া যাও, তুমি অশ্ববিশিষ্ট রথ চালাও, তুমি মহান, বিস্তীর্ণ পার্শ্বদ্বয়যুক্ত অশ্বকে আপন রথে যোজিত কর।

২৪। হে বায়ু! তুমি অত্যন্ত সুন্দররূপবিশিষ্ট, তোমার সর্বাদ্ধ মহিমায় ব্যাপ্ত, যজ্ঞমানের গৃহে তোমাকে সোমোভিষব প্রস্তরের ন্যায় আহ্বান করিতেছি।

২৫। হে বায়ুদেব! তুমি দেবগণের মধ্যে প্রধান, তুমি মনে মনে ক্ষয় হইয়া আমাদের অন্ন, জল ও কর্ম প্রদান কর।

২৭ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। বিবস্থানের পুত্র যমু ঋষি।

১। এই যজ্ঞে উক্থ উচ্চারণ কালে অগ্নি সোমোভিষব প্রস্তর বর্হির অগ্রভাগে স্থাপিত হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ এবং ব্রহ্মণস্পতির নিকট বরণীয় রক্ষালাভার্থ ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গমন করি।

২। হে অগ্নি! আমাদের যজ্ঞে পশুর নিকট আগমন কর, যজ্ঞশালা ও বনস্পতির নিকট আগমন কর, দিনরাত্রি সোমোভিষব প্রস্তরের নিকট আগমন কর, হে বাসশ্রদ, সর্কধনবান্ বিশ্বদেবগণ! আমাদের কর্মের রক্ষক হও।

৩। পুরাতন যজ্ঞ, অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণের নিকট সুন্দররূপে গমন করক, আদিত্যগণ ও ধৃতব্রত বকণ বিস্তৃত তেজোবিশিষ্ট মনুষ্যগণের সহিত গমন করক।

৪। সমস্ত ধনসম্পন্ন, শত্রুভক্ষক বিশ্বদেবগণ মমুর সমৃদ্ধিকর হউন।
হে সর্বধনসম্পন্ন দেবগণ! অহিংসিত পালনের সহিত আমাদিগকে
বাধারহিত গৃহ প্রদান কর।

৫। সমান প্রীতিযুক্ত ও পরম্পর মিলিত হইয়া বাক্য এবং ঋকের
সহিত অদ্য আমাদের নিকট আগমন করুন। হে মকংগণ! হে মহতী-
দেবী অদিতি! আমাদের এই গৃহে উপবেশন কর।

৬। হে মকংগণ! তোমাদের যে প্রিয় অশ্ব আছে, তাহাদিগকে
(এই যজ্ঞে) প্রেরণ কর। হে মিত্র! হব্যের জন্য আগমন কর। ইন্দ্র,
বরুণ এবং যুদ্ধে ভ্রাবিশিষ্ট আদিত্যগণ আমাদের কুশ উপবেশন করুন।

৭। হে বরুণ! আমরা মমুর ন্যায়(১) সোম অভিষব করিয়া ও
অগ্নি সমিদ্ধ করিয়া, ঘন ঘন হব্য স্থাপন করতঃ ও বর্হি' চ্ছেদন করতঃ
তোমাদিগকে আহবান করিতেছি।

৮। হে মকংগণ! হে বিষ্ণু! হে অশ্বিদ্বয়! হে পুষা! আমার স্তুতির
সহিত যজ্ঞে আগমন কর, দেবগণের মধ্যে প্রথম ইন্দ্র ও আগমন করুন।
ইন্দ্রাভিলাষী স্তোতাগণ তাঁহাকে রুত্রহা বলিয়া স্তব করে।

৯। হে দ্রোহরহিত দেবগণ! আমাদিগকে বাধারহিত গৃহ প্রদান
কর। হে বাসপ্রদ দেবগণ! দূরদেশ ও অন্তিক দেশ হইতে কেহ যেন
কখন বরণীয় গহের হিংসা করিতে না পারে।

১০। হে শত্রুভক্ষক দেবগণ! তোমাদের এক জাতিভাব ও বন্ধুভাব
আছে, প্রথম অভ্যুদয়ার্থ এবং নূতন ধনার্থ শীঘ্র আমাদিগকে প্রস্তুত কর।

১১। হে সর্বধনবান্ দেবগণ! আমি অন্নভিলাষী। এখনই
তোমাদের রমণীয় ধন লাভার্থ তোমাদের স্তুতি এই মাত্র করিতেছি।

১২। হে সুন্দর স্তুতিযুক্ত মকংগণ! তোমাদের মধ্যে উর্দ্ধগামী
বরণীয় সবিতা যখন উত্থিত হন, তখন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু এবং
পক্ষী সকল আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

(১) সূক্তের প্রারম্ভে বিবস্থানের পুত্র মমুকেই এই সূক্তের ঋষি বলা হইয়াছে, ১৮
বিস্ত (মমু) নিজে বক্তা হইলে “মমুর ন্যায় সোম অভিষব করিয়া” ইত্যাদি বলিতে
না। মমুবংশীয়গণ বোধ হয় সূক্তের রচয়িতা।

১৩। আমরা দ্ব্যতিমান্, স্তুতিদ্বারা স্তব করিয়া তোমাদের মধ্যে দীপ্যমান দেবতাকে কর্ম্মরক্ষার্থ আহ্বান করিব, অভিলষিত লাভার্থ দীপ্তিমান্ দেবতাকে আহ্বান করিব, অম্বলাভার্থ দীপ্তিমান্ দেবতাকে লাভ করিব।

১৪। সমান ক্রোধবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ মনুর উদ্দেশে যুগপৎ দানে প্ররক্ত হউন, অন্য এবং অপর দিনে এবং আমাদের পুত্রের জন্যও ধনদাতা হউন।

১৫। হে স্রোহরহিত তেজোময় দেবগণ! স্তোত্রগণের আধারসদৃশ যজ্ঞে তোমাদিগকে স্তব করিতেছি। হে বকণ! হে মিত্র! যে তোমাদের পরিচর্যা করে, হিংসা সেই মনুষ্যকে বাধা দিতে পারে না।

১৬। হে দেবগণ! যে বরণীয় ধনের জন্য তোমাদিগকে হব্য দান করে, সেই ব্যক্তি গৃহ বর্দ্ধিত করে, অন্ন বর্দ্ধিত করে, সে যজ্ঞদ্বারা প্রজা লাভ করে এবং অহিংসিত হইয়া সমৃদ্ধ হয়।

১৭। সে বিনা যুদ্ধে ধন লাভ করে, সুন্দর অশ্বে পথ অতিক্রম করে, অর্ধ্যমা, মিত্র ও বকণ মিলিত এবং সমান দানযুক্ত হইয়া তাঁহাকে ত্রাণ করে।

১৮। হে দেবগণ! অগমা এবং দুর্গম প্রদেশ সুগম কর। এই অশনি কাহারও হিংসা করিতে না পারিয়া যেন বিনষ্ট হয়।

১৯। হে বলপ্রিয় দেবগণ! সূর্য্য উদ্ভিত হইলে অন্য কল্যাণকর গৃহ ধারণ করিয়াছ, হে সর্কধনবান্ দেবগণ! সূর্য্য গমন করিলে ধারণ করিয়াছ, প্রবোধকালে ধারণ করিয়াছ এবং মধ্যাহ্নে ধারণ করিয়াছ।

২০। হে অম্বরগণ! যেহেতু যজ্ঞপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞগামী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান করিয়াছ, অতএব হে বাসপ্রদ, সর্কধনবিশিষ্ট দেবগণ! আমরা তোমাদের সেই কল্যাণকর গৃহে তোমাদিগকে পূজা করিব।

২১। হে সর্কধনবিশিষ্ট দেবগণ! অন্য সূর্য্য উদ্ভিত হইলে এবং মধ্যাহ্নে এবং সায়াংকালে হব্যদায়ী প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্ মনুর উদ্দেশে যে কমণীয় ধন ধারণ করিয়াছে।

২২। হে দীপ্তমান্ দেবগণ! তোমাদের পুত্রের ন্যায় আমরা সেই
বহুলোকের ভোগযোগ্য ধনপ্রাপ্ত হইব। হে আদিত্যগণ! ইবিঃ হোম
করতঃ এই ধনের দ্বারা অতিশয় ধনবত্তা লাভ করিব।

২৮ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। মনু ঋষি।

১। ত্রিংশতির পর তিন সংখ্যায়ুক্ত যে দেবগণ বর্হিতে উপবেশন
করিয়াছিলেন(১); তাঁহারা আমাদের আত্মন এবং দুই প্রকার ধন
প্রদান করুন।

২। বক্রণ, মিত্র ও অর্য্যমা সুন্দর হব্য প্রদানকারীর সহিত মিলিত
হইয়া গমনশীল পত্নীগণের সহিত বশটকারের দ্বারা আহৃত হইয়াছেন।

৩। তাহারা সমস্ত অনুচরগণের সহিত সম্মুখে ও পশ্চাৎ ভাগে,
উত্তরে এবং নিম্নে আমাদের পালক হউন।

৪। দেবগণ যেরূপ কামনা করেন, সেইরূপই হয়। দেবগণের
কামনা কেহ হিংসা করিতে পারে না। অদাতা মর্ত্ত্যও পারে না।

৫। সপ্ত মরুৎগণের সপ্তপ্রকার ঋষ্টি (আয়ুধ) আছে, সপ্তপ্রকার
আভরণ আছে, সপ্তপ্রকার দীপ্তি আছে(২)।

২৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। যজুর্গির পুত্র কশাপ, অথবা বৈবস্বত মনু ঋষি

১। বক্রবর্ন, সর্করুণামী, ত্র্যাসিমুহের নেতা, যুবা ও একাকী
সোমদেব হিরণ্যায় আভরণ প্রকাশ করেন।

২। দেবগণের মধ্যে দীপ্যমান, মেধাবী, একমাত্র অগ্নি স্বস্থান প্রাপ্ত
হয়েন।

(১) ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ। ✓

(২) সপ্ত মরুতের উল্লেখ। ✓

৩। দেবগণের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানে বর্তমান (ত্বষ্টা) লৌহময় কুঠার হস্তে ধারণ করিতেছেন ।

৪। (ইন্দ্র) একাকী হস্তনিহিত বজ্র ধারণ করিতেছেন, বজ্র সকল লালন করিতেছেন ।

৫। সুখকর, ঔষধবিশিষ্ট, শুচি ও উগ্র কত্র হস্তে তীক্ষ্ণ আয়ুধ ধারণ করিতেছেন ।

৬। এক জন (পুষা) পথ রক্ষা করেন, তিনি তক্ষুরের ন্যায় ধন সকল অবগত আছেন ।

৭। একজন (বিষ্ণু) বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, তিনি তিন পদ ক্ষেপ করিয়াছেন, এই পদসমূহে দেবগণ হ্রষ্ট হইলেন ।

৮। দুইজন (অশ্বিনয়) এক স্ত্রীর সহিত প্রবাসী পুরুষদ্বয়ের ন্যায় বাস করেন ও অশ্বদ্বারা সঞ্চারণ করেন ।

৯, ১০। পরস্পর উপমেরূপে দুই জন মিত্র ও বকণ অভ্যন্ত দীপ্তিশালী ও মূর্তরূপে ব্যবশিষ্ট । তাঁহারা ত্বষ্টালোকের স্থান নির্মাণ করেন । স্তোতাগণ মহাসামন্ত উচ্চারণ করেন এবং সেই মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যকে দীপ্ত করেন ।

৩০ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । বৈবস্বত মনু ঋষি

১। হে দেবগণ ! তোমাদের মধ্যে কেহ শিশু নাই, কেহ কুমার নাই, তোমরা সকলেই মহানু ।

২। হে শক্রতকক, মনুর যজ্ঞার্থে দেবগণ ! তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশং(১), তোমরা এই প্রকারে স্তুত হইয়াছ ।

৩। তোমরা আমাদের মিত্র কর, তোমরা রক্ষা কর, তোমরা আমাদের মিত্র কথা বল । হে দেবগণ ! পিতা মনু হইতে আগত, পথ হইতে আমাদের মিত্র করিও না(২), দূরবর্তী মার্গ হইতেও ভ্রষ্ট করিও না ।

(১) ৩০ জন দেবের উল্লেখ । এই স্থানে ও অন্যান্য অনেক স্থানে “মনু” বা “মনুঃ” অর্থে মনু্য্য করিলে মনুর অর্থ হয় ।

(২) পরে বৈবস্বত মনু এই সূক্তের বক্তা হইলে এ কথা কি রূপে বলিবেন ?

৪। হে দেবগণ ও হে যজ্ঞভব অগ্নি! তোমরা সকলে আচ্ছ, তোমরা সকলে এই খানে অবস্থিত হও, পরে সর্বত্র প্রথিত সুখ এবং গো ও অশ্ব সকলকে আমাদেরিগকে দান কর।

৩১ সূক্ত।

প্রথম চারিটি ঋকের যজ্ঞ দেবতা; পরে যজ্ঞ প্রশংসা দেবতা। ঐবসন্ত যমু ঋষি।

১। যে যজ্ঞমান যাগ করে, যে পুনরায় যাগ করে, সে সোম অভিষব করে ও পাক করে এবং ইন্সের স্তোত্র পুনঃ পুনঃ কামনা করে।

২। যে (যজ্ঞমান) ইন্সকে পুরোডাষ ও দুগ্ধমিশ্রিত সোম প্রদান করে, শত্রু তাকে নিশ্চয়ই পাঁপ হইতে রক্ষা করেন।

৩। দেবপ্রেরিত দ্যুতিমান্ রথ তাহারই হয়, সে তদ্বারা শত্রুকৃত (বাধা) নষ্ট করতঃ সমৃদ্ধ হয়।

৪। পুত্রাদিসুপ্ত ও বিনাশরহিত ধেনুসহিত অগ্নি উহার গৃহে প্রত্যহ লাভ করা যায়।

৫। হে দেবগণ! যে দম্পতি(১) একমনে অভিষব করে, সোম শোধন করে এবং মিশ্রণ স্রব্যদ্বারা সোমমিশ্রিত করে।

৬। তাহার ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তাহার অন্নার্থ কোথাও গমন করে না।

৭। তাহার দেবগণকে (দিব বলিয়া) অপলাপ করে না, তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্নদ্বারা তোমাদের পরিচর্যা করে।

৮। তাহার পুত্রবিশিষ্ট, কুমারবিশিষ্ট, স্বর্ণভূষিত হইয়া উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে।

৯। প্রিয় যজ্ঞবিশিষ্ট এই দম্পতির স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, ইহারা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করেন। তাহার অমরত্বের জন্য

(১) মূলে “দম্পতি” আছে। ত্রীপুরুষে একত্র সোমভিষবদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনকরণ ও সৎসার সুখ লাভ করণের কথা এ হইতে ২ ঋকে পাওয়া যায়।

(অর্থাৎ সন্ততি লাভার্থ) লোমশ ও উধঃ সংযোগ করেন এবং দেবগণের পরিচর্যা করেন।

১০। আমরা পর্বতের ও নদীগণের প্রদেয় সুখ প্রার্থনা করিতেছি, দেবগণের সহিত মিলিত বিষ্ণুর (প্রদেয়) সুখ প্রার্থনা করিতেছি।

১১। দাতা ভজনীয় ও সর্বাপেক্ষা ধনধারী পূষা, শুভাগমন করিতেছেন, তিনি আগত হইলে বিস্তীর্ণ পথ আমাদের মঙ্গলকর হউক।

১২। (শক্রগণকর্তৃক) অধুষ্য দ্যোতমানু পুষার সমস্ত (স্তোতাগণ) ভক্তিদ্বারা পর্যাপ্ত স্তুতিবিশিষ্ট হইতেছেন। আদিত্যগণের পক্ষে পাপ-শূন্য হইতেছেন।

১৩। মিত্র, বরুণ, অর্যামা যেরূপ রক্ষক, ষজের পথ সকলও সেইরূপ সুগম হউক।

১৪। হে দেবগণ! তোমাদের প্রধান, দীপ্তিমান অগ্নিকে ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্তুতিদ্বারা স্তব করি, তোমাদের পরিচর্যাকারী মরুয্য বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞসাধক (অগ্নিকে স্তব করিতেছে)।

১৫। দেবান্তিলাষী ব্যক্তির রথ শীঘ্র শূর যেরূপ কোন ঠেসন্য মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুর্গম পথে প্রবেশ করে। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে।

১৬। হে যজমান! তুমি বিনষ্ট হইবে না, হে সোমান্তিষেকারী! বিনষ্ট হইবে না, হে দেবান্তিলাষী! বিনষ্ট হইবে না। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে।

১৭। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে, কেহ কর্মদ্বারা তাহাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, সে কখনও (স্বস্থান) হইতে পৃথক হয় না, পুত্রাদি হইতে পৃথক হয় না।

১৮। যে যজমান দেবগণের মনই স্তুতিদ্বারা পূজা করিতে ইচ্ছা করে, সে যজ্ঞশূন্য জনকে অভিভব করে। তাহার সুন্দর বীর্ষবান পুত্র হয়, অশ্বসমুৎকৃত ধনও তাহারই হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কথগোত্রীয় মেধাতিথি ঋষি।

১। হে কণ্ণগণ! তোমরা ইন্দ্রের গাথা দ্বারা তাঁহার মত্ততা জ্ঞানিলে
ঋজীষ সোমের কার্যসমূহ কীৰ্ত্তন কর।

২। উগ্র ইন্দ্র জল প্রেরণ করতঃ স্যবিন্দ, অনর্শনি, পিপ্র দাস ও
অহীশুবকে বধ করিয়াছেন।

৩। হে ইন্দ্র! রুহং মেঘের আবরকস্থান বিদ্ধ কর, ঐ বীরকর্ম
সম্পাদন কর।

৪। মেঘের নিকট ঘেরূপ জল প্রার্থনা করে, সেইরূপ ইন্দ্র তোমা-
দিগের স্তুতি শ্রবণ করুন ও তোমাদিগকে রক্ষা করুন, এই তাঁহার নিকট
প্রার্থনা করি। তিনি (শক্রগণের) দমনকারী ও শোভন হুবিবিশিষ্ট।

৫। হে শূর! তুমি হুট হইয়া স্তোতাগণের জন্য শক্রনগরীর ন্যায়
গো ও অশ্ব নিবাসের দ্বার অপারিত কর।

৬। হে ইন্দ্র! যদি আমার অভিযুক্ত সোমে অথবা স্তোত্রে অতুরক্ত
হও, যদি অন্ন দান কর, তাহা হইলে দূরদেশ হইতে অম্নের সহিত নিকটে
আগমন কর।

৭। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, হে সোমপায়ী!
তুমি আমাদের প্রীত কর।

৮। হে মঘবা! তুমি প্রীত হইয়া আমাদের অন্ন দান কর,
তোমার ধন প্রভূত।

৯। তুমি আমাদের গোধুক্ত, অশ্বযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত কর; আমরা
বেদ অন্নবিশিষ্ট হই।

১০। ইন্দ্র (লোকগণকে) রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসৃত করেন এবং পালন করিবার জন্য সুকার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি মহৎ উকুধবিগিষ্ঠে, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি।

১১। যিনি যুদ্ধে বহুবর্ষবিগিষ্ঠ হন, তৎপরে এই (শত্রু বধ) করেন এবং যিনি ব্রতহস্তা, স্তোতাগণের জন্য বাঁহার অনেক ধন আছে।

১২। সেই শত্রু আমাদের শক্তিবিশিষ্ট করুন। ইন্দ্র দানশীল, তিনি সমস্ত রক্ষাদ্বারা আমাদের ছিদ্ৰসমূহ পরিপূর্ণ করেন।

১৩। যিনি ধনপালক, মহানু, সুপার এবং সোমোভিষবকারীর সখা; সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি কর।

১৪। তিনি আগমনশীল, মহানু, সংগ্রামে অচল, অন্ন জয়কারী এবং বলপূর্ব্বক বহুধনের ঈশ্বর।

১৫। উঁহার সংকার্য্যের কেহই নিয়ামক নাই, উনি দান করেন না, ইহা কেহই বলে না।

১৬। সোমপায়ী এবং সোমোভিষবকারী স্তোতাগণের ঋণ(১) থাকে না। সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি সোম পান করিতে পারে না।

১৭। স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে গান কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর, স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রহ্ম (স্তোত্রসমূহ) সম্পাদন কর।

১৮। স্তুতিযোগ্য বলবান্ ইন্দ্র (শত্রুগণ কর্তৃক) অপরিবৃত হইয়া শত ও সহস্র (শত্রু) বিদীর্ণ করিয়াছেন; তিনি যজ্ঞকারীর বর্দ্ধক।

১৯। হে আহ্বানযোগ্য! তুমি মনুষ্যাগণের হব্যের নিকট বিচরণ কর এবং অভিষৃত (সোম) পান কর।

২০। হে ইন্দ্র! ধেনু বিনিময়ে ক্রীত এবং জলসংস্কৃষ্ট তোমার এই (সোম) পান কর।

(১) উৎকালে ঋষিগণ ও ঋষিকগণও ঋণগ্রস্ত হইয়া ব্যাকুল হইতেন, তাহা ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

২১। হে ইন্দ্র ! ক্রোধপূর্বক অভিষবকারীকে ও অমুপযুক্ত হানে অভিষবকারীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া আইস। তুমি (আমাদের) দত্ত এই অভিযুত সোম পান কর ।

২২। হে ইন্দ্র ! তুমি স্তুতি অবগত হইয়াছ, তুমি দূরদেশ হইতে তিম (দিকে) আগমন কর(২), তুমি পঞ্চজনকে(৩) অতিক্রম করিয়া আগমন কর ।

২৩। সূর্য্য যেরূপ রশ্মি দান করেন, তুমি সেইরূপ (ধন) দান কর, জল যেরূপ নিম্নদেশে মিলিত হয়, সেইরূপ আমার স্তুতি তোমার সহিত মিলিত হউক ।

২৪। হে অশ্বর্ষ্যগণ ! সুন্দর হনুবিশিষ্ট বীর ইন্দ্রের উদ্দেশে শীঘ্র সোম সেক কর, সোমপানার্থে আহ্বান কর ।

২৫। তিনি জলের জন্য মেঘ ভেদ করিয়াছেন, নিম্নাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি গোসমূহে পক্ষ (ছদ্ম) প্রদান করিয়াছেন ।

২৬। দীপ্তিপ্রতিম ইন্দ্র রত্ন, ঔর্ণবাত ও অহীশুবকে বধ করিয়াছেন, তিনি হিমজলে মেঘ বিদ্ধ করিয়াছেন ।

২৭। তোমরা উগ্র, নিষ্ঠুর, অভিষবকারী এবং প্রসহনশাল ইন্দ্রের উদ্দেশে দেবপ্রশাদলব্ধ স্তোত্র গান কর ।

২৮। সোমরূপ অম্বের মত্ততা হইলে পর, তিনি দেবগণকে সমস্ত কর্ম বিজ্ঞাপিত করেন ।

২৯। সেই একত্রে প্রমত্ত, হিরণ্যকেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় এই যজ্ঞে হিতকর অম্নাভিমুখে ইন্দ্রকে আনয়ন ককক ।

৩০। হে অনেকের স্তুত ইন্দ্র ! প্রিয়মেধকর্তৃক স্তুত অশ্বদ্বয় সোম পানার্থে তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন ককক ।

(২) অগ্র, পূর্ক, পার্শ্ব । নায়ণ ।

(৩) গন্ধর্ব্বগণ শিভ্রগণ, দেবগণ, অশ্বরগণ ও রাক্ষসগণ । নায়ণ । পঞ্চজন বা পঞ্চকুটি শব্দের নায়ণ যে নানা স্থানে নানা অর্থে দিয়াছেন, তাহা আমি দীকার প্রদর্শিত করিয়াছি । আমি বত ছুর বুরিতে পারিয়াছি, সিদ্ধ নদীর শাখা-সমূহের কূলে পক্ষ প্রদেশ খণ্ডের নিবাসীদিগকেই ঋগ্বেদের পঞ্চজন বলা হইয়াছে । “Five Nations.”—Max Müller. এই যশলের ৬৯ হুক্তের ৮ শব্দের দীকা দেখ ।

৩৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । কণ্ঠগোত্রীয় প্রিয়মেধ ঋষি ।

১। হে রত্নত্রাহ! আমরা সোম অভিব্যব করিয়াছি, (নিম্নাভিব্যুথে) জলের ন্যায় আমরা তোমার অভিব্যুথে (গমন করিব), পবিত্র (সোম) প্রাক্রত হইলে স্তোতাগণ তোমার উপাসনা করে ।

২। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! অভিব্যুত সোম নির্গত হইলে উক্খবিশিষ্ট নেতাগণ স্তোত্র করিতেছে। ইন্দ্র কখন সোমের জন্য তৃষ্ণার্ত হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করতঃ (যজ্ঞ) স্থানে আগমন করিবেন? ।

৩। হে শত্রুদমনকারী ইন্দ্র! কণ্ঠগণকে সহস্রসংখ্যক অন্ন দান কর। হে মঘবা, বিচক্ষণ ইন্দ্র! আমরা ধৃষ্ট, পিশঙ্গরূপবিশিষ্ট ও গোমূষান্ (অন্ন) যাক্রা করিতেছি ।

৪। হে মেধ্যাতিথি! সোম পান কর। যিনি অশ্বদ্বয়কে (রথে) যোজিত করেন, যিনি সোমে সহায় হন, যিনি বজ্রী এবং যাঁহার রথ হিরণ্যুর, সোমজনিত মত্ততা হইলে পর সেই ইন্দ্রের স্তুতি কর ।

৫। যাঁহার বামহস্ত সুন্দর, দক্ষিণহস্ত সুন্দর, যিনি ঈশ্বর ও সূক্তভূ যিনি সহস্রকর্তা, যিনি বহুধনশালী, যিনি পুরী ভেদ করেন এবং যিনি (যজ্ঞে) স্থির, সেই ইন্দ্রের স্তুতি করি ।

৬। যিনি ধর্মক, যিনি (শত্রুগণকর্তৃক) অপরিহৃত, বুদ্ধে যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, যিনি প্রভূত বনবানু, সোমপায়ী এবং বহুস্ত্রুত (সেই ইন্দ্র) স্বকারণে সমর্থ (যজ্ঞমানের) (দ্রুক্ষপ্রদ) গাভীশ্বরূপ ।

৭। যিনি সুন্দর হনুবিশিষ্ট, সোমদ্বারা পরিতৃপ্ত এবং বলপূর্বক পুরী ভেদ করেন, সোমাব্যব হইলে (খড়্গগণের) সহিত সোমপায়ী সেই ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা অন্ন দান করে? ।

৮। (শত্রুগণের) অধেষণকারী হস্তী যেরূপ মদজল ধারণ করে(১), সেইরূপ ইন্দ্র যজ্ঞে মত্ততা ধারণ করেন। (হে ইন্দ্র)! তোমাকে কেহ নিয়মিত

(১) দানবুক্ক বতহস্তীর উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় ।

করিতে পারে না, তুমি সোম্যভিমুখে আগমন কর। তুমি বীৰ্য্য প্রভাবে সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাক।

৯। ইন্দ্র উগ্র হইলে (শক্ররা) তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে না, তিনি অচল, তিনি যুদ্ধে অলঙ্কৃত হন। ধনবান্ ইন্দ্র যদি স্তোত্রার আহ্বান শ্রবণ করেন, (অন্যত্র) গমন করেন না, কেবল (তথায়) আগমন করেন।

১০। হে উগ্র! তুমি সত্যই এইরূপ, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি কামবর্ষী-গণকর্তৃক আকৃষ্ট এবং আমাদের (শত্রুকর্তৃক) অপরিহৃত। তুমি অভীষ্টবর্ষী বলিয়া খ্যাত আছ, দূরে এবং সমীপে অভীষ্টবর্ষী বলিয়া খ্যাত আছ।

১১। হে মঘবা! তোমার অশ্বরজ্জু অভীষ্টবর্ষী; হিরণ্ময়ী কশা অভীষ্টবর্ষী এবং তোমার অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, হে শতক্রতু! তুমি অভীষ্টবর্ষী।

১২। হে অভীষ্টবর্ষী! তোমার অভিষবণকারী অভীষ্টবর্ষী হইয়া অভিষব ককন; হে ঋজুগামী! (ধন) দান কর, হে ইন্দ্র! অশ্ব্যভিমুখে স্থিত বর্ষিতা তোমার জন্য জলে সোম ধারণ করিয়াছেন।

১৩। হে বলবান্ ইন্দ্র! সোমরূপ মধুপানার্থে আগমন কর। শূকরা ধনবান্ এই ইন্দ্র আমাদের নিকটে (আগমন না করিয়া) স্তম্ভিত, স্তোত্র এবং উকৃথ শ্রবণ করেন।

১৪। হে রুদ্রহা শতক্রতু! তুমি রথস্থ এবং ঈশ্বর, রথে বোদ্ধিত অশ্বগণ অন্যের যজ্ঞ তিরস্কার করিয়া তোমাকে আমাদের যজ্ঞে আনয়ন ককন।

১৫। হে মহামহ! অদ্য আমাদের নিকটবর্তী স্তোম ধারণ কর। হে দীপ্তসোমপা ইন্দ্র! তোমার মত্ততার জন্য আমাদের যজ্ঞ কল্যাণকর হউক।

১৬। যে বীর ইন্দ্র আমাদের নেতা, তিনি তোমার, আমার এবং অন্যের শাসনে প্রীত হন না।

১৭। ইন্দ্রই তাহা বলিয়াছেন যে, জ্ঞীর মন হঃশাস্য, জ্ঞীর ক্রতু লব্ধ(২) ।

১৮। সোম্যভিযুখে গমনকারী অশ্বমিথুন (ইন্দ্রের) রথ বহন করে। এই প্রকারে অভীষ্টবর্ষা (ইন্দ্রের রথ) অশ্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয় ।

১৯। (হে প্রয়োগি) ! তুমি অধোদেশ নিরীক্ষণ কর, উর্দ্ধদেশ নিরীক্ষণ করিও না। পাদদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর, তোমার কণ ও গ্লকপ্রদেশ যেন দেখিতে না পাওয়া যায়। যেহেতু তুমি স্তোতা হইয়াও জী হইরাছ(২) ।

৩৪ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । কথগোত্রীয় নীপাতিথি ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি অশ্বগণের সহিত কথের সুন্দর স্ততির অভিযুখে আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্বালোকে যাও ।

২। এই যজ্ঞে সোমবান্ অভিষবপ্রস্তর শয়ন করতঃ ধনির সহিত তোমাকে দাম করুন। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্বালোকে যাও ।

৩। রুক যেরূপ মেঘীকে কম্পিত করে, সেইরূপ এই যজ্ঞে অভিষবপ্রস্তর সোমলতাকে কম্পিত করিতেছে। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্বালোকে যাও ।

৪। কথগণ রুক্ষা ও অন্ন লাভের জন্য তোমাকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছে। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি দ্বালোকে যাও ।

(২) মেঘাভিধির ধন প্রদাতা প্রয়োগি পুরুষ হইয়াও জী হইরাছিলেন। সেই সময়ে ইন্দ্র বাধা বলিয়াছিলেন তাহা এই ঋকে উক্ত হইরাছে। সারণ ।

৫। বর্ষক (বায়ুক্রে) যেরূপ প্রথমে সোমরস প্রদান করে, সেইরূপ আমি তোমাকে অভিমুত সোম প্রদান করিব। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্বালোকে যাও।

৬। হে স্বর্গের পুরন্ধি! তুমি আমাদের নিকট আগমন কর। হে সমস্ত ভগতের ধারক! তুমি আমাদের রক্ষার্থে আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্বালোকে যাও।

৭। হে মহামতি, সহস্ররক্ষাবান্, বহুধন ইন্দ্র! আমাদের নিকট আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্বালোকে যাও।

৮। দেবগণের মধ্যে স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যাগণকর্তৃক গৃহে নিহিত হোতা (অগ্নি) তোমাকে বহন করুক। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্বালোকে যাও।

৯। গোনপক্ষী যেরূপ তাহার পক্ষবয় বহন করে, সেইরূপ মনস্রাবী অশ্বদ্বয় তোমাকে বহন করুক। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্বালোকে যাও।

১০। হে স্বামী! তুমি সর্বতোভাবে আগমন কর, তোমার পানার্থ সোম স্বাহা করিতেছি। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্বালোকে যাও।

১১। উক্ণ পাঠ হইলে তুমি এই যজ্ঞে আমাদের সমীপে আগমন কর এবং আমাদের গকে প্রীত কর। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্বালোকে যাও।

১২। হে পুষ্টঅশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র! পুষ্ট এবং সমান রূপবিশিষ্ট (দশগণের) সহিত আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্বালোকে যাও।

১৩। তুমি পর্বত হইতে আগমন কর, অন্তরীক হইতে আগমন কর। এই ইন্দ্র দ্বালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট! তুমি দ্বালোকে যাও।

১৪ । হে শূর ! তুমি আমাদের জন্ম সহস্রসংখ্যক গাভী ও অশ্ব দান কর । ঐ ইন্দ্র ছালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি ছালোকে যাও ।

১৫ । হে ইন্দ্র ! আমাদেরকে সহস্র, অশ্বত ও শত (অভিলষিত) দান কর । ঐ ইন্দ্র ছালোক শাসন করেন, হে দীপ্তহব্যবিশিষ্ট ! তুমি ছালোকে যাও ।

১৬ । আমরা ধনের দ্বারা শোভা পাই, আমরা সকলে এবং ইন্দ্র বলবান্ অশ্বপশু গ্রহণ করি ।

১৭ । ঋজুগামী, বায়ুসদৃশ বেগবান্, আরোচমান, অগ্নি অগ্নি সান্দ-মান (অশ্বগণ) সূর্যের ন্যায় শোভা পায় ।

১৮ । পারাবত যখন এই সকল রথচক্রের গতি উৎপাদনকারী অশ্বসমূহকে প্রদান করেন, তখন আমি বনের মধ্যে ছিলাম ।

৩৫ সূক্ত ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা । অত্রিগোত্রীয় শাণবাস ঋষি ।

১ । হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, আদিত্যগণ, কত্রগণ ও বসুগণের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর ।

২ । হে বলবান্ অশ্বিদ্বয় ! তোমরা সমস্ত প্রজা, ভূতজাত, ছালোক, পৃথিবী ও পর্বতের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর ।

৩ । হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা এই যজ্ঞে ভক্ষণকারী ত্রয়স্রিংশ সংখ্যক দেবগণের সহিত (১) মরুৎগণ ও ভৃগুগণের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর ।

৪। হে দেবঅশ্বিদয় ! তোমরা যজ্ঞ সেবা কর, আমাদের আহ্বান জ্ঞাত হও, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর ।

৫। হে দেবঅশ্বিদয় ! যুবা পুরুষ যেরূপ কন্যার (আহ্বান) সেবা করে, সেইরূপ তোমরা এই যজ্ঞে স্তোম সেবা কর । এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর ।

৬। হে দেবঅশ্বিদয় ! আমাদের স্তুতি সেবা কর, যজ্ঞ সেবা কর, এই যজ্ঞে সমস্ত সবন অবগত হও, উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অন্ন গ্রহণ কর ।

৭। যেমন হারিদ্রব পক্ষিদয় বনে পতিত হয়, সেইরূপ তোমরা অভিষুত সোম্যভিমুখে পতিত হও । মহিষদ্বয়ের ন্যায় (উষা) অবগত হও, উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর ।

৮। হে অশ্বিদয় ! হংসদ্বয়ের ন্যায় এবং পথিকদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোম্যভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর ।

৯। হে অশ্বিদয় ! তোমরা শোনদ্বয়ের ন্যায় অভিষুত সোম্যভিমুখে পতিত হও এবং মহিষদ্বয়ের ন্যায় অবগত হও, উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিমার্গে গমন কর ।

১০। হে অশ্বিদয় ! তোমরা পান কর, তৃপ্ত হও, আগমন কর, সম্ভান দান কর ও ধন দান কর এবং উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দিগকে বল দান কর ।

১১। হে অশ্বিদয় ! তোমরা জয় লাভ কর, প্রশংসা কর, রক্ষা কর, সম্ভান দান কর ও ধন দান কর এবং উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দিগকে বল দান কর ।

১২। হে অশ্বিদয় ! তোমরা শত্রু বিনাশ কর, মিত্রযুক্ত হইয়া গমন কর, সম্ভান দান কর ও ধন দান কর এবং উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দিগকে বল দান কর ।

১৩। হে অশ্বিদয়! তোমরা মিত্র ও বরুণযুক্ত ধর্মবানু এবং মরুৎগণ-
যুক্ত। তোমরা স্তোত্রার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা ও সূর্য্য ও
আদিত্যগণের সহিত একত্রে আগমন কর।

১৪। হে অশ্বিদয়! তোমরা, অগ্নিরাগণ, বিষ্ণু ও মরুৎগণের সহিত
স্তোত্রার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা, সূর্য্য ও আদিত্যগণের
সহিত একত্রে গমন কর।

১৫। হে অশ্বিদয়! তোমরা ঋতু, অভীষ্টবর্ষী বাজ ও মরুৎগণযুক্ত
হইয়া স্তোত্রার আহ্বানাভিমুখে গমন কর এবং উষা, সূর্য্য ও আদিত্যগণের
সহিত একত্রে গমন কর।

১৬। হে অশ্বিদয়! তোমরা স্তোত্র জয় কর এবং কর্ম জয় কর। রাক্ষস-
গণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে
অভিষেকারীর সোম (পান কর)।

১৭। হে অশ্বিদয়! তোমরা বল জয় কর ও মরুৎগণকে জয় কর।
রাক্ষসগণকে বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত
একত্রে অভিষেকারীর সোম (পান কর)।

১৮। হে অশ্বিদয়! ধেনু জয় কর এবং লোকসকল জয় কর, রাক্ষসগণকে
বধ কর ও রাক্ষসসমূহ শাসন কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে
অভিষেকারীর সোম (পান কর)।

১৯। হে অশ্বিদয়! তোমরা শত্রুগণের গর্ভ খর্ব্বকারী। তোমরা
যে রূপ অত্রির স্তুতি অবগণ করিতে, সেইরূপ সোম্যভিষেকারী শ্যাবাশ্বের
মুখ্য স্তুতি অবগণ কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের
যজ্ঞে সোম পান কর।

২০। হে অশ্বিদয়! শ্যাবাশ্বের স্তম্ভ স্তুতি আভরণের ন্যায় গ্রহণ
কর। উষা এবং সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম
পান কর।

২১। হে অশ্বিদয়! অশ্বরাজ্যের ন্যায় শ্যাবাশ্বের যজ্ঞাভিমুখে গমন কর।
উষা এবং সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালের যজ্ঞে সোম পান কর।

২২। হে অশ্বিনয়! তোমাদের রথ আমাদের অভিযুখে আগমন কর, সোমরূপ মধু পান কর, যজ্ঞে আগমন কর, (সোমের) অভিযুখে আগমন কর। আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

২৩। হে অশ্বিনয়! তোমরা মেতা, আমি বিচক্ষণ, আমার এই প্রস্থিত নমোবাক্যযুক্ত যজ্ঞে সোমপানার্থে আগমন কর, (সোমের) অভিযুখে আগমন কর। আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

২৪। হে দেবঅশ্বিনয়! তোমরা অভিশূত স্বাহাকৃত সোমে তৃণিলাভ কর, যজ্ঞে আগমন কর, সোমের অভিযুখে আগমন কর, আমি রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি। তুমি হব্যদাতাকে রত্ন দান কর।

৩৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে শতক্রতু! যে সোম অভিষব করে ও কুশ বিস্তার করে, তুমি তাহার রক্ষক হও। হে সংপতি মকংগনযুক্ত ইন্দ্র! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবল অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

২। হে মঘবা! স্তোতাকে রক্ষা কর, তোমাকে (সোমপানের দ্বারা) রক্ষা কর। হে সংপতি মকংগনযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবল অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৩। তুমি দেবগণকে অগ্নের দ্বারা রক্ষা কর, তোমাকে বলের দ্বারা রক্ষা কর। হে সংপতি মকংগনযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবল অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৪। তুমি দ্যুলোকের জনক, পৃথিবীর জনক। হে সৎপতি মকং-
গণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কম্পনা
করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবল অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া
মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৫। তুমি অশ্বের জন্মক, গাভীর জন্মক। হে সৎপতি মকংগণযুক্ত
শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কম্পনা করিয়াছেন,
সমস্ত সেনা ও বহুবল অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা হইয়া মত্ত হইবার
জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৬। হে অত্রিমানু! অত্রিগণের স্তোম পূজিত কর। হে সৎপতি
মকংগণযুক্ত শতক্রতু! (দেবগণ) তোমার জন্য যে সোমের ভাগ কম্পনা
করিয়াছেন, সমস্ত সেনা ও বহুবল অভিভূত করতঃ জলমধ্যে জেতা
হইয়া মত্ত হইবার জন্য সেই সোমের ভাগ পান কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি যেরূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছিলে,
সেইরূপ অভিষেককারী শ্যাবাশ্বের স্তুতি শ্রবণ কর। তুমি একাকীই যুদ্ধে
স্তোত্রসমুদয় বর্জিত করতঃ ত্রসদস্যকে রক্ষা করিয়াছিলে।

৩৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। শ্যাবাশ্ব ঋষি।

১। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! তুমি সংগ্রামে সমস্ত রক্ষাধারা এই স্তোত্র
রক্ষা কর, সোম্যভিষেককারীকে রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবানু রত্নহা!
মাধ্যন্ধিন সবলের সোম পান কর।

২। হে যজ্ঞপতি উগ্র ইন্দ্র! শত্রুসেনাগণকে অভিভূত করিয়া
সমস্ত রক্ষাধারা রক্ষা কর। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবানু রত্নহা! মাধ্যন্ধিন
সবলের সোম পান কর।

৩। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! এই ভুবনের অদ্বিতীয় রাজা হইয়া ও সমস্ত
রক্ষাযুক্ত হইয়া শোভা পাও। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবানু রত্নহা! মাধ্যন্ধিন
সবলের সোম পান কর।

৪। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র ! তুমিই সমানরূপে অবস্থিত এই লোকবয়স পৃথক করিয়া থাক। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ হুত্রহা ! ঋধ্যন্দ্ৰিন সবনে সোম পান কর ।

৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হইয়া (জগতের) মঙ্গল ও প্রায়োগের দৈশ্বর্য। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ হুত্রহা ! ঋধ্যন্দ্ৰিন সবনের সোম পান কর ।

৬। হে শচীপতি ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত রক্ষাবিশিষ্ট হইয়া বলের জন্য রক্ষা কর, তোমাকে কেহ রক্ষা করে না। হে অনিন্দনীয়, বজ্রবান্ হুত্রহা ! ঋধ্যন্দ্ৰিন সবনের সোম পান কর ।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি যে রূপ যজ্ঞকারী অত্রির স্তুতি শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ স্তুতিকারী শ্যাবাস্থের স্তুতি শ্রবণ কর । তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্রসমুদয় বর্জিত করতঃ ত্রসদম্রাকে রক্ষা করিয়াছিলে ।

৬ সূক্ত ।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা । শ্যাগাথ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা বিশুদ্ধ এবং ঋত্বিক। যুদ্ধে এবং কর্মে আমাদের অবগত হও ।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা শত্রুহিংসাকারী, রথে গমনশীল, হুত্রহস্তা এবং অপরাজিত । তোমরা আমাদের অবগত হও ।

৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! যজ্ঞের নেতাগণ তোমাদের উদ্দেশে প্রত্যহারা এই মদকর মধু দোহন করিয়াছেন । তোমরা আমাদের অবগত হও ।

৪। হে একত্রে স্তুতিযোগ্য, নেতা ইন্দ্র ও অগ্নি ! যজ্ঞ সেবা কর, যজ্ঞার্থে অভিযুক্ত সোমের অভিযুক্ত আগমন কর ।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা নেতা, তোমরা যাচার দ্বারা হব্য বহন কর, সেই এই সবন সেবা কর, আগমন কর ।

৬। হে মেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা গায়ত্রমার্গবিশিষ্ট এই সুস্তুতি
সেবা কর, আগমন কর।

৭। হে ধনজ্যেতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা প্রাতঃকালে মিলিত দেব-
গণের সহিত সোমপানার্থে আগমন কর।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা সোম্যভিব্যবকারী শ্যাবাশ্বের ঋত্বিক-
গণের আহ্বান সোমপানার্থে শ্রবণ কর।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি প্রাজ্ঞগণ যেরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করি-
য়াছে, সেইরূপে আমি বৃক্ষার্ঘ ও সোমপানার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করি।

১০। যাহাদের উদ্দেশ্যে সাম গান করা হয়, আমি সেই স্তুতিমান
ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট রক্ষা প্রার্থনা করি।

৩৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কধগোত্রীয় নাতাক ঋষি।

১। ঋক্সমন্ত্রযোগ্য অগ্নির স্তব করি, যজ্ঞার্থে স্তুতিদ্বারা! অগ্নির স্তুতি
করি। অগ্নি আমাদের যজ্ঞে দেবগণকে হব্যের দ্বারা পূজা করুন। কবি
(অগ্নি), (ঋগ ও পৃথিবী), এই উভয়ের মধ্যে দৌত্যকার্যে বিচরণ করেন।
অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

২। হে অগ্নি! হৃতম শত্রুর দ্বারা আমাদের অঙ্গে এই (শত্রু)
হিংসা দক্ষ কর, হব্যপ্রদাতাগণের শত্রু দক্ষ কর। সমস্ত অতিগমনশীল
মুচু শত্রুগণ এখান হইতে চলিয়া যাউক। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৩। হে অগ্নি! তোমার মুখে মুখকর যজ্ঞের ন্যায় শত্রু হোম করি।
দেবগণের মধ্যে তুমি (আমাদের স্তুতি) অবগত হও, তুমি পুরাতন, মুখকর
এবং দেবগণের দূত। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪। যাহা যাহা যাক্ষা করে, অগ্নি সেই সেই অন্ন প্রদান করেন। তিনি
অগ্নের দ্বারা আহৃত হইয়া যজমানের শাস্তিকর ও বিবরণোপভোগজনিত
মুখ দান করেন। তিনি সমস্ত দেবগণের আহ্বানে থাকেন। অগ্নি সমস্ত
শত্রু হিংসা করুন।

৫। সেই অগ্নি অতিভবকর মানাবিধ কর্মধারা জাত হন। তিনি সমস্ত (দেবগণের) হোতা, পশুগণের পরিহৃত এবং তিনি শত্রুর অতিমুখে গমন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। অগ্নি দেবগণের জন্ম জানেন, অগ্নি মনুষ্যগণের গুহ্য বিবরণ জানেন। অগ্নি ধনদাতা, অগ্নি নুতন হব্যদ্বারা স্তম্ভরূপে আচ্ছাদিত হইয়া (ধনের) দ্বার উদ্ঘাটন করেন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৭। অগ্নি দেবগণের মধ্যে বাস করেন, তিনি যজ্ঞার্থে, প্রজাগণের মধ্যে বাস করেন। ভূমি যে রূপে বিশ্বপোষণ করেন, সেইরূপ তিনি সহর্ষে সমস্ত কার্য্য পোষণ করেন, অগ্নিদেব দেবগণের মধ্যে যজ্ঞার্থে। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৮। যে অগ্নি সপ্তমনুষ্য(১) বিশিষ্ট ও সমস্ত নদীতে আচ্ছিত, আমরা তাঁহার নিকটে গমন করি। তিনি তিনছানবিশিষ্ট, যাক্ষাত্তার জন্ম, সর্গাপেক্ষা অধিক দম্য হনন করিয়াছেন। তিনি সকলের প্রধান। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৯। কবি অগ্নি, তিন বন্ধনবিশিষ্ট ছানে বাস করেন। সেই অগ্নি দূত, প্রাজ্ঞ এবং অলঙ্কৃত হইয়া এই যজ্ঞে ত্রয়স্রিংশ দেবগণের(২) যাগ করুন, আমাদের অভিলাষ পূরণ করুন। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১০। হে পূর্বভাবী অগ্নি! তুমি এক হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে ধনের দৈশ্বর্য, দেবগণের মধ্যেও ধনের দৈশ্বর্য। স্বয়ং সেতুস্বরূপ, গমনশীল জন উহার চতুর্দিকে গমন করে। অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

(১) মূল “সপ্তমনুষ্যঃ” আছে। অর্থ বোধ হয় সপ্ত সিদ্ধতীরস্থ প্রদেশের, নিবাসীগণ। পরের কথাগুলি হইতে এই অর্থই আরও প্রতীয়মান হইতেছে।

(২) ৩০ দেবের উল্লেখ। -

৪০ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। নাতাক ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা শত্রু অতিভব করতঃ আমাদের ধন দান কর। অগ্নি যেরূপ বায়ুদ্বারা বনকে অতিভব করেন, আমরা সেইরূপ সেই ধনের সাহায্যে দৃঢ় শত্রুবল অতিভব করিব। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা ককন।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের নিকট ধন যাক্রা করিব না; সর্কোপেচ্ছা বলবামু মেতাগণের মেতা ইন্দ্রেরই যজ্ঞ করিব। তিনি অশ্বে (আরোহণ) করতঃ কখন অন্নলাভার্থ আগমন করেন, কখন যজ্ঞলাভার্থ আগমন করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৩। সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্র ও অগ্নি যুদ্ধে মধ্যস্থলে নিবাস করেন। হে নেতৃদয়! কবিগণ জিজ্ঞাসা করিলে তোমরাই বজ্রভাঙিলাষী যজ্ঞমানের কৃতকর্ম ব্যাণ্ড কর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা ককন।

৪। যজ্ঞ এবৎ বাক্যদ্বারা নাতাকের ন্যায় ইন্দ্র ও অগ্নিকে অর্চনা কর(১), এই সমস্ত জগৎ ইন্দ্র ও অগ্নিতে বর্ভমান, ইহারই কোড়ে মহতী পৃথিবী ও দ্ব্যলোক ধন ধারণ করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা ককন।

৫। নাতাকের ন্যায় ঋষি, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি প্রেরণ করিতেছেন। ইহার সপ্তমূলবিশিষ্ট ও অবকল্প দ্বারবিশিষ্ট অর্গবকে আচ্ছাদিত করেন। ইন্দ্র তেজোবলে ঈশ্বর। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা ককন।

৬। হে ইন্দ্র! প্রাচীন নোকে ঘেরূপ লতার শাখা স্বেদ করে, সেইরূপ তুমি সমস্ত শত্রুদিগকে স্বেদ কর। দাসের বল বিনাশ কর, আমরা ইন্দ্রের অমুগ্রাহে এই দাসকর্তৃক সংগৃহীত অর্থ ভাগ করিয়া লইব(২)। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা ককন।

(১) নাতাক এই সূক্তের ঋষি হইলে স্বয়ং এই কথা কেমন করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

(২) দান অর্থে অদার্থ বর্সরজাতি।

৭। এই যে সকল লোক ধনদ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নিকে
আহ্বান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা সসৈন্যে আমাদের মনুষ্যের
সাহায্যে শত্রুগণকে অভিভূত করিব এবং শত্রুগণের স্তুতি ভজনা করিব।
ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৮। যে শ্বেতবর্ণ ইন্দ্র ও অগ্নি অধোদেশ হইতে দীপ্তির দ্বারা স্বর্ণের
উপরে গমন করেন, তাঁহাদেরই হব্য বহন করতঃ যজমানগণ কাৰ্য্য অনুষ্ঠান
করিতেছে। তাঁহারা ই প্রসিদ্ধ সিদ্ধসমূহকে বন্ধ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।
ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৯। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত, বজ্রবানু প্রেরক ইন্দ্র ! তুমি প্রীতি প্রদান
কর, তুমি বীর, তুমি ধন দান কর, তোমার অনেক উপমান বস্তু আছে,
তোমার প্রাচীন প্রশস্তি অনেক আছে। ঐ প্রশস্তি সকল আমাদের কর্ম
সম্পন্ন করুক। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১০। হে স্তোতাগণ ! দীপ্ত ধনভাক্, ঋকুমন্ত্রের যোগ্য ইন্দ্রকে উত্তম
স্তুতিদ্বারা সংস্কৃত কর। আরও যে ইন্দ্র শস্যের অন্ত সকল ভেদ করেন,
তিনিই স্বর্গীয়জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১১। হে স্তোতাগণ ! উত্তম যজবিশিষ্ট, বিনাশরহিত, ধনভাক্ যাগ-
যোগ্য ইন্দ্রকে সংস্কৃত কর। যে ইন্দ্র যজ্ঞের অভিযুখে গমন করেন, তিনি
শস্যের অন্ত সকল ভেদ করেন, তিনি স্বর্গীয়জল জয় করেন। ইন্দ্র ও অগ্নি
সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১২। আমি পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায়, অঙ্গিরার ন্যায় ইন্দ্র ও
অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তুতি পাঠ করিয়াছি। তাঁহারা ত্রিধাতু আশ্র-
দ্বারা (৩) আমাদের পালন করুন; আমরা ধনের স্বামী হইব।

(৩) মূল "ত্ৰ্যধাতুনা শরণা" আছে। নারায়ণ তাহার অর্থ ত্রিণক গৃহ
করিয়াছেন।

৪১ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। নাতাক ঋষি।

১। হে স্তোতা! প্রভূত ধন লাভার্থ এই বরুণের ও অতিশয় বিদ্বান্ মকংগণের উদ্দেশে স্তব কর। বরুণ কর্মদ্বারা মনুষ্যাগণের পশু সকলকে গোঁসমূহের ন্যায় রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন(১)।

২। আমি সেই বরুণকেই সমান স্তুতির দ্বারা স্তব করিতেছি, পিতৃ-গণের স্তোমদ্বারা স্তব করিতেছি, নাতাক ঋষির স্তুতিদ্বারা স্তব করি। তিনি নদীসমূহের নিকটে উদ্গাত হন, তাঁহার মণ্ডস্থসা, তিনি মধ্যম। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন।

৩। সেই বরুণ রাত্রিকে আলিঙ্গন করেন, তিনি দর্শনীয়, তিনি উর্দ্ধে গমন করতঃ যান্নাদ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করেন, তাঁহার কর্ম্মাভিলাষী প্রজা-গণ তিন ভঁরা বঞ্চিত করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন।

৪। যে বরুণ পৃথিবীর উপরে দিক্‌সকল ধারণ করেন, তিনি দর্শনীয় নির্মাণকারী। প্রাচীন পুত্র(২) এবং যে পদে আমরা বিচরণ করি এ উভয়েই বরুণের। তিনিই ঈশ্বর হইয়া আমাদের গোঁসমূহ রক্ষা করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন।

৫। যিনি ভুবনসমূহের ধারক, যিনি রশ্মিসমূহের অন্তর্হিত গুহ্য নাম জানেন, সেই বরুণ কবি হইয়া অনেক কবির কর্ম্মস্বরূপ ছালোককে পোষণ করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন।

৬। সমস্ত কবি কর্ম্ম (চক্রের) নাতির ন্যায় যে বরুণকে আশ্রয় করি-
য়াছে, সেই স্থানত্রয়বিশিষ্ট বরুণের শীঘ্র পরিচর্যা কর। গোষ্ঠে যেরূপ গো গমন করে, সেইরূপ আমাদের পরিভবার্থ যুদ্ধের জন্য শক্রগণ অশ্ব বাজনা করিতেছে। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করেন।

(১) ৩৯, ৪০ ও ৪১ সূক্তের প্রায় প্রত্যেক ঋকের শেষে “নভস্তাং অন্যকে নাম” শব্দগুলি আছে। ৪১ সূক্তের নারণ ইন্দ্র ও অগ্নি লব্ধে এই শব্দগুলির অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ৪১ সূক্তে অগ্নি বা ইন্দ্রের উল্লেখ কোনো নাই।

(২) স্বর্গ। নারণ।

৭। বরুণ এই দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি শক্রগণের সমস্ত ব্যাপ্ত নগর বিনাশ করেন, তাহার রথের সম্মুখে সমস্ত দেবগণ কর্ম্ম-দুষ্ঠান করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৮। সেই সমুদ্রস্বরূপ বরুণ অন্তর্হিত হইয়া শীঘ্র আদিত্যের ন্যায় স্বর্গে আরোহণ করেন এবং এই দিক্‌সমূহে প্রজাদিগকে দান প্রদান করেন। তিনি দ্যুতিমান পদদ্বারা মায়া নাশ করেন ও স্বর্গে গমন করেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৯। অন্তরীক অধিবাসী যে বরুণের শ্বেতবর্ণ বিচক্ষণ তেজস্র্য তিনি ভুবনে প্রথিত হয়, সেই বরুণের স্থান অচল, তিনি সপ্ত সিন্ধুর ঈশ্বর। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

১০। যিনি নিজ রশ্মিসমূহকে শ্বেতবর্ণ করেন এবং কৃষ্ণবর্ণ করেন, তাহার কর্ম্মের উদ্দেশে দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষলোক নির্মিত হইয়াছে। আদিত্য যেরূপ দ্যুলোক ধারণ করেন, সেইরূপ তিনি অন্তরীক্ষদ্বারা দ্যাৱা-পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন। তিনি সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৪২ সূক্ত।

প্রথম ভিনটী ঋকের বরুণ; অবশিষ্টের অধিষ্ঠয় দেবতা। অর্ধনানা, অথবা নাভাক ঋষি।

১। সর্বজ্ঞানী অনুর বরুণ দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, পৃথিবীর বিস্তারের পরিমাণ করিয়াছেন, সমস্ত ভুবনের সত্রাটরূপে আসীন হইয়াছেন। বরুণের এই সকল কর্ম্ম অনেক।

২। এই রূপে ব্রহ্ম বরুণের বন্দনা কর, অমৃতের রক্ষক প্রাজ্ঞ বরুণকে নমস্কার কর। তিনি আমাদিগকে ত্রিগর্ভবিশিষ্ট আশ্রয় দান করুন, আমরা তাহার কোড়ে বর্তমান। দ্যাৱা-পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৩। হে দেববরুণ! এই কর্ম্মদুষ্ঠানকারীর কর্ম্ম ও দক্ষতা তীক্ষ্ণ কর। বাহাদ্বারা সমস্ত দুর্ভিত-অতিক্রম করিতে পারি, তাদৃশ মুখে পারবোন্ময় নৌকাতে অধিরোহণ করিব।

৪। হে নাসত্য অশ্বিদয়! বিশ্রাগণ এবং অভিষবপ্রস্তরসমূহ সোম-
পানার্থে স্বশ্রু কার্যের দ্বারা তোমাদের অভিযুখে গমন করে। অশ্বিদয়
সমস্ত শত্রুগণ হিংসা করুন(১)।

৫। হে নাসত্য অশ্বিদয়! বিশ্র অত্র যেরূপ স্তুতিদ্বারা সোম-
পানার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, (সেইরূপ আমি আহ্বান করি)। অশ্বি-
দয় সমস্ত শত্রু হিংসা করুন।

৬। হে নাসত্যদয়! মেধাবীগণ যেরূপ তোমাদিগকে সোমপানার্থে
আহ্বান করিয়াছেন, সেইরূপ আমি রক্ষার্থে আহ্বান করি। অশ্বিদয় সমস্ত
শত্রু হিংসা করুন।

৪৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অগ্নির পুত্র বিরূপ ঋষি।

১। আমাদের এই স্তোতাগণ অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি করিতেছেন।
অগ্নি মেধাবী ও বিধাতা। তিনি কখন যজ্ঞমানের হিংসা করেন না।

২। হে জাতবেদা সর্বদশী অগ্নি! তুমি দান করিয়া থাক, অতএব
তোমার উদ্দেশে সুন্দর স্তুতি করিতেছি।

৩। হে অগ্নি! তোমার তীক্ষ্ণ শিখাসকল দীপ্তিমান, পশুগণের ন্যায়
দন্তদ্বারা অরণ্য ভক্ষণ করিতেছেন।

৪। হরণশীল ও বায়ুশ্রেণিত ও ধূম চিহ্নিত অগ্নি সকল অন্তরীক্ষে
পৃথক পৃথক গমন করিতেছে।

৫। পৃথক পৃথক সমিদ্ধ এই অগ্নিসমূহ উবার প্রজাপকের ন্যায় দৃষ্ট
হইয়াছিল।

৬। যখন অগ্নি পৃথিবীতে (শুষ্ক কাঠ) আশ্রয় করেন, তখন অগ্নির
গমন কালে পাংশু সকল কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যায়।

(১) লায়ণ এই ৪ ঋকে “বরূপ সমস্ত শত্রুগণকে হিংসা করুন” এই জন্য
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৫ ও ৬ ঋকে “অশ্বিদয় শত্রুগণকে হিংসা করুন” এই রূপ
ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৭। অগ্নি ওষধি সকলকে অন্নস্বরূপ মনে করতঃ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ-
নিত হয়েন না, ভক্ষণ ওষধির প্রীতি স্বাবমানু হন ।

৮। অগ্নি জিহ্বাদ্বারা (বনস্পতিগণকে) অত্যন্ত অবনত করিয়া
তেজোবলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বনে শোভা পাইতেছেন ।

৯। হে অগ্নি ! জলের মধ্যে তোমার প্রবেশের স্থান আছে, তুমি
ওষধিগণকে অবরোধ কর, আবার তাহাদের গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর ।

১০। হে অগ্নি ! স্তূতদ্বারা আহৃত জুহুর মুখ তুমি লেহন কর,
তোমার শিখা শোভা পাইতেছে ।

১১। যাঁহার হব্য ভক্ষণযোগ্য, যাঁহার অন্ন অভিলষণীয়, সেই সোম-
পৃষ্ঠ অভীষ্ট বিধাতা অগ্নির স্তোত্রদ্বারা পরিচর্যা করিব ।

১২। হে দেবগণের আহ্বানকারী, বরণীয় প্রজ্ঞাযুক্ত অগ্নি ! তোমাকে
আমরা নমস্কারপূর্বক ও সমিধ্ প্রদান পূর্বক যাক্তা করিতেছি ।

১৩। হে শুচি, আহৃত অগ্নি ! আমরা তোমাকে ভৃগুর ন্যায় এবং
মনুর ন্যায় আহ্বান করিতেছি ।

১৪। হে অগ্নি ! তুমি বিপ্র, সাধু, এবং সখা । তুমি বিপ্র, সাধু ও
সখা অগ্নির সাহায্যে দীপ্ত হইতেছ ।

১৫। হে অগ্নি ! তুমি হব্যদায়ী বিপ্রকে সহস্রসংখ্যক ধন ও বীর-
যুক্ত অন্ন প্রদান কর ।

১৬। হে ভ্রাতঃ অগ্নি ! হে বলের দ্বারা উৎপাদিত ! হে রোহিত-
নামক অশ্বযুক্ত ! হে শুদ্ধকর্ম্ম ! আমার স্তোত্র সেবা কর ।

১৭। হে অগ্নি ! আমার স্তুতি সকল তোমার নিকট গমন করি-
তেছে । এইরূপে গো সকল উৎসুক ও শস্যায়মান বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠে
গমন করে ।

১৮। হে অগ্নি ! তুমি অজিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সমস্ত প্রজাগণ
অভিলষিত সিদ্ধির জন্য তোমার প্রীতি আসক্ত হন ।

১৯। মনীষী, প্রাজ্ঞ, মেধাবীগণ অন্নলাভার্থ অগ্নিকে প্রীত করে ।

২০ । হে অগ্নি ! তুমি বনবানু, হব্যবাহী, হোতা ও প্রসিদ্ধ । যে স্তোতাগণ গৃহে যজ্ঞ বিস্তার করেন, তাহারা তোমার স্তব করিতেছে ।

২১ । হে অগ্নি ! যেহেতু তুমি প্রভু, সকল দেহে সকল প্রজার প্রতি সমদর্শী, অতএব সংগ্রামে তোমাকে আহ্বান করিতেছে ।

২২ । যে অগ্নি য়তদ্বারা আহৃত হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করেন, সেই অগ্নিকে স্তব কর ।

২৩ । হে অগ্নি ! তুমি জাতবেদা, তুমি শক্র হিংসা কর এবং আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি ।

২৪ । মনুষ্যাগণের ঈশ্বর, মহানু, কৰ্ম্মসমূহের অধ্যক্ষ এই অগ্নিকে স্তুতি করি, তিনি শ্রবণ করুন ।

২৫ । সৰ্ব্বত্রগামী, বলযুক্ত, বলবানু, মনুষ্যের ন্যায় হিতকর অগ্নিকে অশ্বের ন্যায় বলবানু করিব ।

২৬ । হে অগ্নি ! তুমি হিংসকগণকে হিংসা করিয়া সৰ্ব্বদা রাক্ষসগণকে দহন করিয়া তীক্ষ্ণ ভেজের দ্বারা দীপ্ত হও ।

২৭ । হে অগ্নিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি ! মনুষ্যাগণ তোমাকে মনুর ন্যায় দীপ্ত করে, তুমি মনুর ন্যায় অবগত হও ।

২৮ । হে অগ্নি ! তুমি স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষজাত বলের দ্বারা উৎপাদিত, তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি ।

২৯ । এই সকল লোক এবং প্রজাগণ তোমারই ভক্ষণার্থ পৃথক পৃথক অন্ন প্রেরণ করিতেছে ।

৩০ । হে অগ্নি ! তোমারই অনুগ্রহে আমরা মুকৰ্ম্মবিশিষ্ট হইয়া প্রজাহ সৰ্বদর্শী হইয়া সমস্ত দুৰ্গম স্থান উত্তীর্ণ হইব ।

৩১ । অগ্নি হর্ষযুক্ত, বহুলোকের প্রিয়, যজ্ঞ শয়নকারী ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত, আমরা হর্ষযুক্ত মনে তাঁহার নিকট যাক্ষা করিতেছি ।

৩২ । হে অগ্নি ! তুমি বিভাবন্তু, তুমি উদিত সূর্য্যের ন্যায় রশ্মির দ্বারা বল বিস্তার করতঃ অন্ধকার নাশ করিতেছ ।

৩৩ । হে বলবানু অগ্নি ! তোমার যে দানযোগ্য বরদীয় ধন আছে, তাহা জীৰ্ণ হয় না, আমরা তাহাই তোমার নিকট যাক্ষা করি ।

৪৪ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । অজিরার পুত্র বিরূপ ঋষি ।

১। (হে ঋত্বিকৃগণ) ! অতিথি অগ্নিকে হব্যদ্বারা পরিচর্যা কর, হব্য-
দ্বারা আগরিত কর এবং উহাতে আহুতি প্রক্ষেপ কর ।

২। হে অগ্নি ! আমার স্তোত্র সেবা কর, এই মনোহর স্তোত্রদ্বারা
রুদ্ধিপ্রাপ্ত হও, আমাদের সূক্ত কামনা কর ।

৩। দেবগণের দূত, হব্যবাহক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করি ও
তঁাহার স্তব করি । তিনি যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করেন ।

৪। হে দীপ্ত অগ্নি ! তুমি প্রজ্জ্বলিত হইলে তোমার মহৎ উজ্জ্বল
শিখা সকল প্রকাশ পায় ।

৫। হে কামনাবিশিষ্ট অগ্নি ! আমার যতদারিনী শ্রম্ভ সকল তোমার
নিকট গমন করুক, তুমি আমাদের হব্য সেবা কর ।

৬। অগ্নি হর্বযুক্ত, হোতা, ঋত্বিক, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত ও বিভাবসু,
তঁাহাকে স্তব করিতেছি, তিনি শ্রবণ করেন ।

৭। অগ্নি প্রাচীন, হোতা, স্তুতিযোগ্য, প্রীত, কবি, কার্যকারী এবং
যজ্ঞে আশ্রিত । তঁাহাকে স্তব করি ।

৮। হে অজিরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নি ! ক্রমাগত এই সকল হব্য
সেবা কর এবং কালে কালে যজ্ঞ সম্পন্ন কর ।

৯। হে ভজনশীল, উজ্জ্বল দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি ! তুমি প্রজ্জ্বলিত
হইয়াই দেবগণকে জানিতে পারিয়া তঁাহাকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর ।

১০। অগ্নি মেধাবী, হোতা, দ্রোহরহিত, ধূমচিহ্নিত, বিভাবসু এবং
যজ্ঞের পতাকাশ্বরূপ । তঁাহার নিকট যাজ্ঞা করি ।

১১। হে বলের দ্বারা উৎপাদিত অগ্নিদেব, বা হিংসাকান্দী !
আমাদিগকে রক্ষা কর, শত্রুগণকে বিদীর্ণ কর ।

১২। কবি অগ্নি পুরাতন, মনোহর স্তোত্রকারী আমাদের শরীর
শোভিত করিয়া বিত্রের সহিত বর্দ্ধিত হইতেছেন ।

১৩। বলের পুত্র ও পবিত্র দীপ্তিযুক্ত অগ্নিকে এই হিংসাসূন্য যজ্ঞে আহবান করিতেছি।

১৪। হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি! তুমি দেবগণের সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল ভেজের সহিত যজ্ঞে আসীন হও।

১৫। যে মনুষ্য গৃহে অগ্নিকে ধন লাভার্থ পরিচর্যা করেন, অগ্নি তাঁহাকেই ধন প্রদান করেন।

১৬। দেবগণের মন্তকস্বরূপ, স্বর্গের ককুদস্বরূপ, পৃথিবীর পতি এই অগ্নি, জলের বীৰ্য্যস্বরূপ (ভূতসমূহকে) প্রীত করিতেছেন।

১৭। হে অগ্নি! তোমার নির্মল, শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল দীপ্তিসকল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।

১৮। হে অগ্নি! তুমি স্বর্গের স্বামী এবং বরণীয় দানযোগ্য ধনের ঈশ্বর, আমি তোমার স্তোতা, আমি যেন মুখী হই।

১৯। হে অগ্নি! মণীষীগণ তোমার (স্তুতি করেন), কর্মদ্বারা তোমায় প্রীত করেন, আমাদের স্তুতি তোমায় বর্দ্ধিত করুক।

২০। হে অগ্নি! তুমি হিংসাসূন্য, বলবান্, দেবগণের দূত ও স্তবকারী। আমরা সর্বদা তোমার সখ্য প্রার্থনা করি।

২১। অগ্নি অতিশয় শুদ্ধকর্মা, তিনি শুচি, মেধাবী ও কবি, তিনি শুচি ও আচ্ছত হইয়া শোভা পাইতেছেন।

২২। হে অগ্নি! আমার কর্ম ও স্তুতি সর্বদা তোমায় বর্দ্ধিত করুক, আমরা যে বন্ধুর কার্য্য করিতেছি, তাহা অবগত হও।

২৩। হে অগ্নি! আমি যাচাই হই, তুমিই তুমি, আমিই আমি, তোমার আশীর্বাদ সত্য হউক।

২৪। হে অগ্নি! তুমি বাসপ্রদ, বনুপতি এবং বিভাবনু, আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।

২৫। হে অগ্নি! তুমি ধ্রুব্রত, আমার শব্দকারী স্তুতিসকল নদী-গণেরূপ সমুদ্রের উদ্দেশে গমন করে, সেইরূপ তোমার উদ্দেশে গমন করিতেছে।

২৬। অগ্নি যুবা, লোকপতি, কবি, সর্বভক্ষক ও বহুকর্মা, তাঁহাকে স্তোত্রদ্বারা শোভিত করিতেছি।

২৭। যজ্ঞের নেতা, ভীষ্মবিশিষ্ট, বলবান্ অগ্নির উদ্দেশে আমরা স্তোমদ্বারা স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি।

২৮। হে পাবক, ভজনীয় অগ্নি! আমাদের স্তোতা তোমাতে আসক্ত হউক, হে অগ্নি! তাহাকে মুখী কর।

২৯। হে অগ্নি! তুমি ধীর, হবাদানার্থ উপবিষ্ট মেধাবীর ন্যায়, তুমি সর্বদা জাগরুক হইয়া অন্তরীক্ষে ক্রীড়া করিতেছ।

৩০। হে বাসপ্রদ, কবি অগ্নি! পাপ ও হিংসকগণের হস্ত হইতে আমাদের কৰ্ম উদ্ধার করিয়া দাও।

৪৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কথগোত্রীর ত্রিশোক ঋষি।

১। যে ঋষিগণ সম্যকভাবে অগ্নিকে দীপ্ত করিতেছেন, যুবা ইন্দ্র ইহাদের সখা, তাহার পরম্পর মিলিত করিয়া কুশ বিস্তীর্ণ করিতেছেন।

২। এই ঋষিগণের সমষ্টি রুহৎ, ইহাদিগের স্তোত্র প্রচুর এবং স্বক, মূল, যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখা।

৩। কোন অযোদ্ধা বাক্তি শক্রগণকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া নিজবলে বলবান্ হইয়া শক্রগণকে অবনত করিলেন? যুবা ইন্দ্র ইহাদিগের সখা।

৪। রুহত জাত হইয়া বাণ ধারণ করিলেন এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার উগ্র বলিয়া বিখ্যাত।

৫। বলবতী মাতা প্রত্যুত্তর দিলেন, যে তোমার (শক্র) আকাঙ্ক্ষা করে, সে পরেতে দর্শনীয় গজের ন্যায় যুদ্ধ করে।

৬। আরও হে মঘবান্! তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর, স্তোতা তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তাহা প্রদান কর, তুমি যাহাকে দৃঢ় কর, সেই দৃঢ় হয়।

৭। বুদ্ধকারী ইন্দ্র যখন সুন্দর অশ্বলাভাভিলাষে যুদ্ধে গমন করেন তখন তিনি রথীগণের মধ্যে প্রধান রথী হন।

৮। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি সমস্ত প্রজা যাহাঁতে রক্ষি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি প্রব্রজ হও, আমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক অন্নযুক্ত হও।

৯। হিংসকগণ যে ইন্দ্রকে হিংসা করিতে পারে না, সেই ইন্দ্র! আমাদের অভীষ্ট প্রদানার্থ সুন্দর রথ সম্মুখে স্থাপন করুন।

১০। হে ইন্দ্র! আমরা যেন তোমার শত্রুগণের নিকট উপস্থিত না হই, কিন্তু তুমি যখন বলগোবিশিষ্ট হও, তখন অভীষ্ট প্রদানক্ষম বলিয়া তোমারই নিকট যেন উপস্থিত হই।

১১। হে বজ্রবান্! আমরা মন্দ মন্দ গমন করতঃ অশ্ববান্, বলধনবান্, বিচক্ষণ ও উপদ্রবরহিত হইব।

১২। হে ইন্দ্র! তোমার স্তোতাগণের উদ্দেশে নিত্য নিত্য শত ও সহস্রসংখ্যক উৎকৃষ্ট, সুন্দর ও প্রিয় বস্তু প্রদান করিতেছে।

১৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে ধনঞ্জয় ও পরাক্রমশালী, শত্রুর যখনশালী, ধনাপহারক ও গৃহের ন্যায় উপদ্রবশূন্য বলিয়া জানি।

১৪। হে কবি! হে ধুমু! তুমি বণিক্, তোমার সম্মুখে যখন অভীষ্ট যাক্রা করিতেছি। তখন সোম সকল তোমায় প্রমত্ত করুক, তুমি ককুদম্বরূপ।

১৫। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য ধনবান্ হইয়া দান করে না এবং তুমি ধনমাতা, তোমার অশ্রয়া করে, তাহার ধন আমাদের জন্য আহরণ কর।

১৬। হে ইন্দ্র! লোক যেমন ঘাস সংগ্রহ করিয়া পশুকে দেখে, সেইরূপ আমার এই সখা সকল সোম্যভিষব করতঃ তোমায় দেখিতেছে।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি বধির নও, তোমার কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে, অতএব আমরা তোমাকে রক্ষার্থ দূর হইতে আহ্বান করিতেছি।

১৮। হে ইন্দ্র! আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর ও আপনায় বল দুর্জয় কর, আমাদের ছন্দরক্ষয় বন্ধ হও।

১৯। হে ইন্দ্র! আমরা যখন (দারিত্র্য) দ্বারা ব্যথিত হইয়া তোমার নিকট গমন করিব ও তোমার স্তব করিব, তখন আমাদেরকে গো দান করিবার জন্যই আগন্তু হও।

২০। হে বলপতি! আমরা ক্ষীণ হইয়া মণ্ডের ন্যায় তোমায় লাভ করিব, যজ্ঞে তোমায় কামনা করিব।

২১। বহুধনবিশিষ্ট, দানশীল ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর, যুদ্ধে তাঁহাকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না।

২২। হে রুত ইন্দ্র! সোম অভিযুত হইলে, সেই অভিযুত সোম-পানার্থ তোমার উদ্দেশে তাগ করি, তৃপ্ত হও, মদকর সোম পান কর।

২৩। হে ইন্দ্র! মৃতলোক রক্ষাভিলাষী হইয়া তোমাকে যেন হিংসা না করে এবং তোমায় যেন উপহাস না করে, স্তুতিদেয়ীকে কখন ভঙ্গনা করিও না।

২৪। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞে মহাধনলাভার্থ মৃত্যুশয়ন গব্যমিশ্রিত সোম পানে মত্ত হউক, তুমি ও গৌরমৃগ যেরূপ সরোবর হইতে পান করে, সেই-রূপ পান কর।

২৫। হে ইন্দ্র! হে রুতহা! দূরদেশে যে নৃত্যন এবং পুরাতন ধন প্রেরণ করিয়াছ, সত্যস্থলে তাহার কথা কহ।

২৬। হে ইন্দ্র! তুমি কদ্র ঋষির অভিযুত সোম পান করিয়াছ এবং সহস্রবাহুর শত্রুনাশ করিয়াছ, এই সময় ইন্দ্রের বীৰ্য্য অত্যন্ত দীপ্ত হইয়াছিল।

২৭। তুর্দশ ও ষড়্ধর প্রসিদ্ধ কর্ম্ম সত্য জানিয়া তাহাদের জন্য সংগ্রামে অহুবায্যকে ইন্দ্র ব্যাণ্ড করিয়াছিলেন।

২৮। হে স্তোতাগণ! তোমাদের সম্মানগণের তারক, শত্রুগণের বিমর্দক, গোবিশিষ্ট, অন্নদাতা, সাধারণ ইন্দ্রকে আমি স্তুতি করি।

২৯। জলবর্জী, মহানু ইন্দ্রকে ধনদানার্থ সোম অভিযুত হইলে উৎকৃষ্ট উচ্চারণ কালে (স্তব করি)।

৩০। যে ইন্দ্র জল নির্গমনের দ্বারস্বরূপ, বিত্তীর্ণ যেথাকে তৃণোৎকর জন্য ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনি জলের গমনার্থ পথ করিয়াছিলেন।

৩১ । হে ইন্দ্র ! তুমি হর্ষযুক্ত হইয়া বাহা ধারণ কর, বাহার পূজা কর এবং বাহা দান কর, (আমাদের জন্য) তাহা কর নাই কেন ? সুখী কর ।

৩২ । হে ইন্দ্র ! তোমার মত কর্ম অল্প করিলেও পৃথিবীতে প্রশস্ত হয় । হে ইন্দ্র ! তোমার মন আমার প্রতি গমন করুক ।

৩৩ । হে ইন্দ্র ! তুমি যাহার দ্বারা আমাদেরকে সুখী কর, সেই কীর্তি-সকল ও সেই স্তুতিসকল তোমারই যেন হয় ।

৩৪ । হে ইন্দ্র ! এক অপরাধে আমাদেরকে বধ করিও না, দুই, তিন এবং বহু অপরাধেও আমাদেরকে বধ করিও না ।

৩৫ । হে ইন্দ্র ! তোমার ন্যায় উগ্র, শত্রুদিগের প্রহারকারী, দর্শনীয় হিংসাসাহ্যকারী দেব হইতে আমি নির্ভয় হই ।

৩৬ । হে প্রভুত ধনবান্ ইন্দ্র ! তোমার সখার সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করিতেছি, তাঁহার পুত্রের সমৃদ্ধির কথা নিবেদন করিতেছি, তোমার মন আমাদের হইতে যেন না ফিরিয়া যায় ।

৩৭ । হে মনুষ্যগণ ! ইন্দ্র ভিন্ন কোন সখা গ্রহণ করিবার পূর্বেই সখাকে বলিতে পারে ? আমি কাহাকে হনন করিব ? কেবা আমার নিকট হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিবে ?

৩৮ । হে অভিসাযপ্রদ ইন্দ্র ! সোম অভিযুত হইলে এবার নামক ব্যক্তিকে বহুধন দান না করিয়া (সেই সোম) ধূর্তের ন্যায় (তোমার নিকট আগমন করে) । দেবগণ অধোমুখ হইয়া বহির্গত হন ।

৩৯ । সূক্ষ্মর রথবিশিষ্ট, বাক্যমাত্রে রথে যোজিত অশ্বদ্বয়কে আকর্ষণ করি, যেহেতু তুমি স্তোতাদিগকে এই ধন দান করিয়াছ ।

৪০ । হে ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিদৌর্য কর, হিংসা কর, সংগ্রাম পরিহার কর, স্পৃহনীর ধন আহরণ কর ।

৪১ । হে ইন্দ্র ! তুমি দৃঢ় স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, স্থির স্থানে বাহা বিন্যাস করিয়াছ, সন্দেহযুক্ত স্থানে যে ধন বিন্যাস করিয়াছ, সেই স্পৃহনীর ধন আহরণ কর ।

৪২ । হে ইন্দ্র ! তোমার দত্ত যে বহুধন আছে বলিয়া সকল গোপে জানে, সেই স্পৃহনীর ধন আহরণ কর ।

চতুর্থ অধ্যায়।

৪৬ সূক্ত।

২১ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত পৃথুশ্রবার পুত্র কনীতের দানন্ততি দেবতা; ২৫ হইতে ২৮ পর্য্যন্ত
এবং ৩২ ঋকটীর বায়ু দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা। অষ্টপুত্র বশ ঋষি।

১। হে বহুধনবান্, কর্মপূরক ইন্দ্র! তোমার সদৃশ লোকেরই
আমরা আত্মীয়, তুমি হরিনামক অশ্বের অভিষ্ঠাতা।

২। হে ইন্দ্র! তোমায় নিশ্চয়ই অন্নদাতা বলিয়া জানি। ধনদাতা
বলিয়া জানি।

৩। হে অপরিমিত রক্ষাযুক্ত শতক্রতু! তোমার মহিমা স্তোতাগণ
স্ততিদ্বারা স্তুতি করে।

৪। স্রোহরহিত মরুৎগণ যাহাকে রক্ষা করেন, অর্থাৎ ও নিত্র যাহাকে
রক্ষা করেন, সেই মনুষ্যই সুযোগ্য হয়।

৫। আদিভেদে অতুগৃহীত যজমান গোবিশিষ্ট, অশ্ববিশিষ্ট, মৃদর
বীৰ্য্যবিশিষ্ট পুত্র লাভ করিয়া সর্বদা বর্জিত হয়, বহুসংখ্যক স্পৃহনীয়
ধনের দ্বারা বর্জিত প্রাপ্ত হয়।

৬। বলপ্রয়োগকারী, ভয়রহিত, সকলের স্বামী, সেই প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের
নিকট ধন যাক্কা করি।

৭। সর্বত্রগামী, ভয়রহিত, সমস্ত সহায়ভূত (মকং সেনা) ইন্দ্রেরই।
গমনশীল হরিগণ আমন্দার্থ বহুধনপ্রদ ইন্দ্রকে অভিযুত সোমের নিকট
আনয়ন ককন।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার যে হর্ষ বরণীয়, যাহা দ্বারা শক্রদিগকে
অতিশয় বধ কর, যাহা দ্বারা শত্রুর নিকট হইতে ধন গ্রহণ কর, সংগ্রামে
যাহা দ্বারা পার হওয়া যায় না।

৯। হে সকলের বরণীয় ইন্দ্র ! যুদ্ধে দুস্তর শক্রগণের পার্শ্ব এবং সর্বত্র বিখ্যাত, হে সর্বাধিপেক্ষ বলবান্ বাসশ্রদ ইন্দ্র ! তোমার সেই হর্ষের সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর, আমরা গোপুত্র গোষ্ঠে গমন করিব।

১০। হে মহাধনবান্ ইন্দ্র ! আমাদের গোলাভের ইচ্ছা হইলে, কিন্না অশ্বলাভের ইচ্ছা হইলে, কিন্না রথ লাভের ইচ্ছা হইলে, পূর্বকালের ন্যায় দান কর।

১১। হে শূর ইন্দ্র ! সত্যই আমি তোমার ধনের ইয়ত্তা জানি না, হে মঘবান্, বজ্রবান্ ইন্দ্র ! আমাদেরিগকে শীঘ্র ধন দান কর, অম্নের দ্বারা আমাদের কর্ম রক্ষা কর।

১২। যে ইন্দ্র দর্শনীয়, ঋত্বিকগণ যাহার সখা, যিনি বহুলোকের স্তুত, তিনি সমস্ত জাতবন্ত্র অবগত আছেন, সমস্ত মনুষ্যগণ হব্য গ্রহণ করতঃ সর্বকালে সেই বলবান্ ইন্দ্রকে আহ্বান করে।

১৩। সেই বহু ধনবান্, মঘবান্, বিব্রহা ইন্দ্র সংগ্রামে আমাদের রক্ষক এবং অগ্রবর্তী হউন।

১৪। হে স্তোতাগণ ! তোমাদের জন্য সোমজনিত মত্ততা উৎপন্ন হইলে, বিশিষ্ট প্রজাপুত্র, সর্বত্র বিখ্যাত, সায়ধবান্ শক্রগণের অবনতি-কর, বীর ইন্দ্রকে তোমাদের যেরূপ বাক্য নক্ষুর্তি হয়, সেইরূপে মহতী স্তুতি দ্বারা স্তব কর।

১৫। হে ইন্দ্র ! তুমি আমার শরীরের জন্য এখনই ধনের দাতা হও। সংগ্রামে অন্নবান্ ধনের দাতা হও। হে পুত্রহৃত ! পুত্রদিগকে ধন দান কর।

১৬। সমস্ত ধনের ঈশ্বর এবং বাধাশ্রদ, যুদ্ধকম্পনাকারী শক্রর অভিভবকর (ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে)। তিনি শীঘ্র ধন দান করিবেন।

১৭। হে ইন্দ্র ! তুমি মহান্, আমি তোমার আগমন ইচ্ছা করি, তুমি গমনশীল, সংপূর্ণগামী ও নেচক, তোমায় যজ্ঞ ও স্তুতিদ্বারা স্তব করি, তুমি মকংগণের নেতা, সকল মনুষ্যের ঈশ্বর, নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা তোমার গুণ গান করি।

১৮। যাহারা মেঘের পতনশীল জলের সহিত গমন করে, সেই প্রভূত-
ধনিস্থক মরুৎগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিব এবং সেই যজ্ঞে মহাধনিস্থক
মরুৎগণ যে সুখ দিতে পারেন, তাহা প্রাপ্ত হইব ।

১৯। তুমি দুৰ্ম্মতিগণের বিনাশক, (তোমার নিকট যাক্ষা করি), হে
অত্যন্ত বলবান্ ইন্দ্র ! আমাদের জন্য উপযুক্ত ধন আহরণ কর । তোমার
বুদ্ধি সর্বদা ধনপ্রেরণতৎপর । হে দেব ! উৎকৃষ্ট ধন আহরণ কর ।

২০। হে দাতা, উগ্র, বিচিত্র, প্রিয়সত্যভাবী, শত্রু পরাভবকারী,
সকলের স্বামী ইন্দ্র ! শত্রু পরাভব কর, ভোগযোগ্য প্রবন্ধ ধন যুদ্ধে
আমাদিগকে প্রদান কর ।

২১। যেহেতু অশ্বের পুত্র বশ(১) কন্যার পুত্র পৃথুশ্রবা রাজার
নিকট প্রাতঃকালে ধন গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব যে দেবশূন্য মনুষ্য পূর্ণধন
গ্রহণ করিয়াছে, সে আগমন করুক ।

২২। আমি ষষ্টিমহত্ৰ অমৃত অশ্ব লাভ করিয়াছি । বিংশতিশত
উক্ট লাভ করিয়াছি, কৃষ্ণবর্ণ দশশত বড়বা লাভ করিয়াছি । তিন স্থানে
শুভ্রবর্ণযুক্ত দশমহত্ৰ গো লাভ করিয়াছি(২) ।

২৩। দশটী কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব রথ নেমি প্রবর্তিত করিতেছে । তাহারা
অত্যন্ত বেগবান্, বলবান্ মন্থনকারী ।

২৪। উৎকৃষ্ট ধনযুক্ত কন্যাপুত্র পৃথুশ্রবার দান এই—তিনি হিরণ্য
রথ দিয়াছেন, তিনি অভিশয় দাতা ও প্রাজ্ঞ । তিনি অত্যন্ত প্রবন্ধ কীর্ত্তি
লাভ করিয়াছেন ।

২৫। হে বায়ু ! তুমি মহাধনার্থ এবং পূজনীয় বলার্থ আমাদের
নিকট আগমন কর । তুমি প্রভূত ধন দাতা, তোমার স্তুতি করিতেছি, তুমি
মহা ধনদাতা, এখনই তোমার স্তুতি করি ।

(১) পৃথুশ্রবা অশ্বের পুত্র বশকে যে ধন প্রদান করিয়াছিলেন, এই চারিটী
শ্লোকে তাহারই প্রশংসা করা হইয়াছে । অবিবাহিতা কন্যার পুত্র হইলে সেই
পুত্রকে কে “কানীত” (কন্যাপুত্র) বলে ।

(২) এ বকে যে অশ্ব ও উক্ট ও কৃষ্ণবর্ণ বড়বা ও শুভ্রবর্ণযুক্ত গোর সংখ্যা
দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনেক ব্যাখ্যান, তাহার সম্বন্ধ নাই । এত পশু কোনও এক
কনৈঋত্বাকাও অসম্ভব এবং কেহ কাহাকে দান করা ও অসম্ভব ।

২৬ । হে সোমপানী, দীপ্ত ও পূত সোমের পানকর্তা বায়ু! যিনি অশ্ব গমন করেন, গৃহে বাস করেন, ত্রিগুণিত সপ্ততিসংখ্যক গাভীর স্নাহায্যে গমন করেন, তিনিই তোমার সোমপ্রদানার্থ সোমযুক্ত হইয়াছেন ও অতিষবকারীগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন ।

২৭ । যে (বিশ্বাক্ষ) আপনি আমাদের এই বিচিত্র ধন দান করিব মনে করিয়া ছুট হইয়াছিলেন, তিনি আপনার কার্য্যাদ্যক্ষ অরক্ষ, অক্ষ, মনুষ্য ও সুব্রহ্মণ্যকে অর্পণ করিলেন ।

২৮ । হে বিশ্বাক্ষ! যিনি উচথা ও বপু নামক রাজা অপেক্ষাও অধিক বলবান, সেই য়তবৎ শুদ্ধ রাজা যে অন্ন, অশ্ব, উষ্ট্র ও কুকুর পৃষ্ঠে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এই(৩), ইহা তোমারই অনুগ্রহ ।

২৯ । এক্ষণে ধনাদির প্রেরক সেই রাজার অনুগ্রহে সেচক অশ্বের ন্যায় যক্ষিসহস্র সংখ্যক শ্রিয় গাভীও লাভ করিলাম ।

৩০ । গাভীসমূহ যেন যুগ্মে গমন করে, সেইরূপ বলীবর্দ সকল আমার নিকট আগমন করিতেছে । বলীবর্দ সকল আমার নিকট আগমন করিতেছে ।

৩১ । উষ্ট্রগণ যখন বনাভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিল, তখন শত উষ্ট্র আমার জন্য ডাকাইয়া আনিলেন । শ্বেতবর্ণ গাভীর মধ্যে বিংশতিশত গাভী আনিলেন ।

৩২ । আমি বিপ্র, আমি গো ও অশ্বের রক্ষক, বলুথ নামক নাসের নিকট শত (গো ও অশ্ব) গ্রহণ করিলাম(৪), হে বায়ু! এই লোক সকল তোমার, ইহারা ইন্দ্রকর্তৃক ও দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আনন্দিত হন ।

(৩) অশ্ব ও উষ্ট্র পৃষ্ঠে দ্রব্য প্রেরণ করার প্রথা এখনও আছে, কিন্তু কুকুর কি কখনও দ্রব্য বহন করিত? গাভী ও বলীবর্দের উল্লেখ পরের ঋকে দেখ ।

(৪) "Professor Roth conjectures that the correct reading is *Satam Dāsān*, I received a hundred slaves."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V, p. 461.

৩৩ । এক্ষণে তাহার। স্বর্ণাভরণবিশিষ্ট, পূজনীয় (রাজদত্ত) কন্যা-
কে(৫) অশ্বের পুত্র বশের অভিযুগে আনয়ন করিতেছেন ।

৪৭ সূক্ত ।

আদিত্য দেবতা । আশ্রয়িত

১ । হে মিত্র ! হে বরুণ ! হব্যদায়ীকে তোমরা বরুণ করিয়া
মহৎ, তোমরা যে যজ্ঞানকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছ
করিতে পারেন না । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের
রক্ষাই সুরক্ষা ।

২ । হে আদিত্যগণ ! তোমরা কি প্রকারে দুঃখ নিবারণ করিতে হয়,
তাহা জান । পক্ষীগণ যেমন (আপমাদের শিশুদের উপরে) পক্ষ বিস্তার
করে, সেইরূপ আমরাদিগকে সুখ প্রদান কর । তোমরা রক্ষা করিলে
উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

৩ । পক্ষীগণের পক্ষের ন্যায় তোমাদের যে সুখ আছে, তাহা আমা-
দিগকে প্রদান কর । হে সর্কধনবানু আদিত্যগণ ! সমস্ত গৃহের উপযুক্ত
ধন তোমার নিকট যাক্কা করিতেছি । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব
থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

৪ । প্রকৃষ্টচিত্ত আদিত্যগণ বাহার উদ্দেশে গৃহ ও জীবনোপযোগী
অন্ন প্রদান করেন, তাহার জন্য ইহারা সমস্ত মনুষ্যের ধনের অধিপতি হন ।
তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

(৫) মূলে “যোযনা” আছে । বহুপশুর সহিত স্বর্ণাভরণবিশিষ্টা কন্যা বা
দাসী ও রাজাদাতা দান করা হইয়াছিল । এই অষ্টম মণ্ডলে অনেক স্থানে রাজা-
দিগের প্রভূত দানের উল্লেখ আছে, ঋগ্বেদের প্রথম অংশে এরূপ দেখা যায় নাই ।
তাত্ক্ষণিক সমাজে সকলেই নিজ নিজ ক্ষুদ্র যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিল, কেবল
ধনবান্গণ ঋত্বিক ও ঠাকুরীরা আড়ম্বরের সহিত বড় বড় যজ্ঞ করিতেন । তখন এই-
রূপ ধনবান্ ও রাজাদিগের লংঘ্য বাঙ্কিতে লাগিল, বজের আড়ম্ব বাঙ্কিতে লাগিল,
ঋত্বিকগণের ক্ষমতা বাঙ্কিতে লাগিল এবং লাভও বাঙ্কিতে লাগিল, তাহার পরিচয়
আমরা পাইতেছি ।

৫ । রথগামী লোকে যেমন দুর্গম প্রদেশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, আমরা পাপ পরিত্যাগ করিব, আমরা ইন্দ্রদত্ত সুখ ও আদিভ্যদত্ত রক্ষা লাভ করিব । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

৬ । মনুষ্যগণ ক্রোধ দ্বারাই তোমাদের ধন প্রাপ্ত হয়, হে দেবগণ ! তোমরা শীঘ্র গমনশীল, তোমরা যে যজ্ঞমানকে প্রাপ্ত হও, সে অগ্নি ধন লাভ করে । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

৭ । হে আদিভাগ ! যাহার উদ্দেশে বিস্তীর্ণ সুখ প্রদান কর, সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও ক্রোধ তাহার বিশ্ব করিতে পারে না, অপরিহার্য্য দুঃখও তাহার নিকট গমন করে না । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

৮ । হে আদিভাগ ! আমরা তোমাদের আশ্রয়েই থাকিব, যোদ্ধা-গণ এইরূপে বর্মের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে । তোমরা আমাদেরিকে মহা-অনিষ্ট ও অগ্নিঅনিষ্ট হইতে রক্ষা কর । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

৯ । অদিতি আমাদেরিকে রক্ষা করুন, অদিতি আমাদেরিকে সুখ প্রদান করুন । তিনি ধনবান্, মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমার মাতা । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

১০ । হে আদিভাগ ! তোমরা আমাদেরিকে শরণীয়, ভজনীয়, যোগ্যরহিত, ত্রিগুণযুক্ত গৃহযোগ্য সুখ প্রদান কর । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

১১ । হে আদিভাগ ! চর সকল যেমন কুল হইতে দর্শন করে, সেই-রূপ তোমরা উপর হইতে নিম্নমুখে আমাদেরিকে দর্শন কর । অশ্বকে যেমন ভাল ঘাটে লইয়া যায়, সেইরূপ আমাদেরিকে ভাল পথে লইয়া চল । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

১২ । হে আদিভাগ ! এই জগতে আমাদেরে হিংসক বলবান্ ব্যক্তিরা সুখ যেন না হয় ! গোসমূহের সুখ হউক, ধেনুসমূহের সুখ হউক, অশ্বাতি-

লাবী বীরের সুখ হউক । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

১৩। হে আদিত্যদেবগণ ! যে সকল পাপ আবির্ভূত হইয়াছে ও যে সকল পাপ অন্তর্হিত রহিয়াছে, আমি আশ্রয়িত, আমার যেন তাহার কোনটাই না হয় । উহাদিগকে দূরে স্থাপন কর । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

১৪। হে স্বর্গের দুহিতা (উষা) ! আমাদের গোসমূহে যে দুঃস্বপ্ন আছে ও আমাদের যে দুঃস্বপ্ন হইয়াছে । হে বিভাবরী ! আশ্রয়িতের জন্য তাহা দূর করিয়া দাও । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

১৫। হে স্বর্গের দুহিতা ! আভরণকারীর অথবা মালাকারীর(১) যে দুঃস্বপ্ন আছে, আশ্রয়িতের নিকট হইতে তাহা দূর হউক । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

১৬। হে উষাদেবী ! স্বপ্নে অন্নকর্ষ এবং ভাগ পাইলে আশ্রয়িত হইতে দুঃস্বপ্নজনিত কষ্ট দূর কর । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

১৭। যে প্রকারে (যজ্ঞার্থ) পশুর হৃদয়াদি এবং তাহার শৃঙ্গাদি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়, ঋণ যেমন ক্রমে ক্রমে শোধ করিতে হয়, সেইরূপ আশ্রয়িতের সমস্ত দুঃস্বপ্ন ক্রমে ক্রমে দূর করিব । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

১৮। আমরা অদ্য জয় করিব, আমরা অদ্য সুখ লাভ করিব, আমরা অদ্য অপাপ হইব । হে উষাদেবী ! যে হেতু আমরা দুঃস্বপ্ন হইতে ভীত হইয়াছি, অতএব সেই ভয় অপগত হউক । তোমরা রক্ষা করিলে উপদ্রব থাকে না, তোমাদের রক্ষাই সুরক্ষা ।

(১) মূলে “নিকং . . কৃণবতে অন্নং বা” অর্থাৎ স্বর্ণকার বা মালাকারী ।

৪৮ সূক্ত ।

সোম দেবতা । কণ্ণপুত্র প্রগাথ ঋষি ।

১। আমি সুন্দর প্রজ্ঞাযুক্ত, সুন্দর অধ্যয়নবিশিষ্ট ও সুন্দর কর্ম-বিশিষ্ট । আমি যেন অত্যন্ত পূজিত স্বাদু অম্লের আশ্বাদন গ্রহণ করিতে পারি । বিশ্বদেবগণ ও মর্ত্যগণ এই অন্ন মনোহর বলিয়া ইহাদিগের নিকটে উপস্থিত হন ।

২। হে সোম ! তুমি হৃদয় মধ্যে গমন কর, তুমি অদিতি, তুমি দেব-গণের ক্রোধ পৃথক কর । হে ইন্দ্র ! তুমি ইন্দ্রের সখ্য লাভ করিয়া শীঘ্র অশ্ব যে রূপ ভার বহন করে, সেইরূপ আমাদের ধন বহন কর ।

৩। হে অমৃত সোম ! আমরা তোমাকে পান করিব ও অমর হইব, পরে দ্ব্যতিমানু স্বর্গে গমন করিব ও দেবগণকে অবগত হইব(১) । শত্রু আমাদের কি করিবে ? আমি মনুষ্য, হিংসাকারী আমার কি করিবে ?

৪। হে সোম ! দ্বিজা যেমন পুন্ড্রের সখা, সেইরূপ আমরা তোমায় পান করিলে, তুমি হৃদয়ের সুখকর হও । হে অনেকের প্রশংসিত সোম ! তুমি বুদ্ধিমান, তুমি আমাদের জীবনার্থ আয়ু প্রবর্দ্ধিত কর ।

৫। এই যশস্কর, রক্ষাকরণাভিলাষী সোম পীত হইয়া গোসমূহকে যে রূপ পর্কে পর্কে রথ যোজন্য করে, সেইরূপ পর্কে পর্কে আমাদের কর্মে যোজিত করুক । আরও চরিত্রশালন হইতে আমাদের রক্ষা করুক এবং আমাদের ব্যাধি হইতে পৃথক করুক ।

৬। হে সোম ! তুমি পীত হইয়া, মথিত অগ্নির ন্যায় আমাদের দীপ্ত কর, আমাদের বিশেষরূপে দর্শন কর, আমাদের অতিশয় ধনবানু কর । হে সোম ! এক্ষণে তোমাকে আনন্দার্থ স্তব করিতেছি, অতএব তুমি ধন-বানু হইয়া পুষ্টি প্রাপ্ত হও ।

(১) মূলে এইরূপ আছে, “অপাম সোমঃ অমৃতঃ অভূন অগম্য জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান ।” সোম পান করিয়া জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিবার কথা এখানে আছে ।

৭। আমরা অভিলাষযুক্ত মনে পৈতৃক ধনের ন্যায় অভিবৃত্ত সোম পান করিব, হে রাজা সোম ! তুমি আমাদের আয়ু বর্দ্ধিত কর। সূর্য্য এইরূপে দিবস সকলকে বর্দ্ধিত করেন।

৮। হে রাজা সোম ! আমাদেরিগকে স্থতির জন্য সুখী কর, আমরা ব্রতযুক্ত, আমরা তোমারই হইব। তুমি আমাদেরিগকে অবগত হও। হে ইন্দ্র ! আমাদের শত্রু প্ররুদ্ধ হইয়া গমন করিতেছে, ক্রোধ ও গমন করিতেছে। এই উভয় শত্রুরই দণ্ড হইতে আমাদেরিগকে উদ্ধার কর।

৯। হে সোম ! তুমি আমাদের শরীরের রক্ষক, তুমি কর্ম্মনেতা, অতএব তুমি গাত্রে গাত্রে নিষন্ন হও। আমরা যদিও তোমার ব্রতের বিদ্ব করি, তথাপি হে দেব ! তুমি উৎকৃষ্ট অন্নযুক্ত ও উত্তম সখা হইয়া আমাদেরিগকে সুখী কর।

১০। হে সোম ! তুমি উদরের পীড়া জন্মাইও না, তুমি সখা, আমি তোমার সহিত মিলিত হইব। সোমপীত হইয়া আমাকে হিংসা করিবেন না। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র ! এই যে সোম আমাদেরিগে নিহিত হইয়াছে, ইহারই জন্য চিরকাল জঠরে অবস্থান প্রার্থনা করিতেছি।

১১। সেই সকল চিকিৎসার অসাধ্য কঠিন পীড়া অপগত হউক, এই সকল পীড়া বলবান্ হইয়া আমাদেরিগকে একান্ত কল্পিত করিতেছে। মহান্ সোম আমাদেরিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা পান করিলে আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়, আমরা মনুষ্য, আমরা ইহার নিকট গমন করিব।

১২। হে পিতৃগণ ! যে সোম পীত হইলে মরণরহিত হইয়া, আমরা মর্ত্ত্য, আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে, হব্যদ্বারা সেই সোমের পরিচর্যা করিব, অতএব উহার অনুগ্রহ বুদ্ধিতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া সুখী হইব।

১৩। হে সোম ! তুমি পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্যাবাপৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ, আমরা হব্যদ্বারা এই সোমের পরিচর্যা করিব, আমরা ধনের পতি হইব।

১৪। হে ত্রাণকর্ত্তা দেবগণ ! আমাদেরিগকে মিষ্ট বাক্য বল, যথ্য আমাদের যেন বশীভূত না করে, বিন্দকগণ যেন আমাদের বিন্দা না করে,

আমরা বেল সর্বদা সোমের প্রিয় হই, যেন সুন্দর স্তোত্রযুক্ত হইয়া স্তোত্র উচ্চারণ করিতে পারি ।

১৫ । হে সোম ! তুমি সকল দিক্ হইতে আমাদের অন্নদাতা, তুমি স্বর্গদাতা ও সর্বদর্শী, তুমি প্রবেশ কর । হে ইন্দ্র ! তুমি একত্রে শ্রীতি-যুক্ত হইয়া রক্ষার সহিত পশ্চাত্তাগে ও সম্মুখভাগে আমাদেরিগকে রক্ষা কর ।

৪৯ সূক্ত(১) ।

ইন্দ্র দেবতা ।

১ । আমি যাহাতে (ধন) লাভ করিতে পারি, এইরূপে সুন্দর ধনবিশিষ্ট ইন্দ্রকে তোমাদের সম্মুখীন করতঃ অর্চনা কর, তিনি মঘবা ও বহুধনযুক্ত, তিনি স্তোত্রাগণকে সহস্র সহস্র দান করিয়া থাকেন ।

২ । তিনি সগর্বে গমন করিতেছেন, যেন শত সেনার (পতি), তিনি হব্যদায়ীর জন্য রত্নবধ করিতেছেন । তিনি বহুলোকের পালক, তাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত রস পর্বতের রসের ন্যায় শ্রীত করে ।

৩ । যে সকল সোম মদকর, হে স্তুতিভাক্ত ইন্দ্র ! তোমার জন্য তাহা অতিবৃত্ত হইয়াছে । হে বজ্রবান্ শূর ! ধনার্থ জল সকল সম্প্রতি আপন বাসস্থান স্বরূপ সরোবরকে পূর্ণ করিতেছে ।

৪ । তুমি সোমের পাণপশু, ত্রাণকারী, স্বর্গপ্রদ, নধুরতম রস পান কর । কারণ তুমি প্রমত্ত হইলে আপনিই গর্বিত হইয়া থাক এবং ক্ষুদ্রার ন্যায় আমাদেরিগকে (অভিলষিত) দান করিয়া থাক ।

(১) ৪৯ হইতে ৫২ এই ১১টি সূক্তকে বাসধিলা কহে । সারণাচার্য এই বাসধিলা সূক্তগুলির দ্বিতীয় দ্বিতীয় সূক্ত, হুতরাং এগুলির অনুবাদ অভিশর জমলাধ্য । ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় সারণাচার্য বলিয়াছেন, যে আটটি মাত্র বাসধিলা সূক্ত আছে, কিন্তু মকমুলরের প্রকাশিত গ্রন্থে একাদশটি দেখা যায়, বোধ হয় সারণ যে গ্রন্থলিপি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে আটটি মাত্র ছিল । বাহা হউক এই বাসধিলা সূক্ত-গুলিকে স্মৃতি প্রাচীনকাল হইতে ঋগ্বেদের অন্য সূক্ত হইতে কতকটা পৃথকভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে । ঋগ্বেদের সূক্ত গণনার সময় এই গুলি লইয়া গুলিলে ১০৩৮ সূক্ত হয়, এগুলি ছাড়িয়া গুলিলে ১০১৭ সূক্ত হয় ।

৫। হে অশ্ববান্ ইন্দ্র! কণ্ণগণের উদ্দেশ্যে তুমি যে প্রীতিকর দান করিয়াছ, সেই দান স্তোমকে স্বাদু করিতেছে, অভিব্যবকারিগণ আহ্বান করিলে, তুমি অশ্বের ন্যায় সেই স্তোম অভিযুগ্মে দ্রুত আগমন কর।

৬। সম্প্রতি আমরা বিভূতিবিশিষ্ট, অক্ষয়ধনযুক্ত, উগ্র, বীর ইন্দ্রের নিকট নমস্কারের সহিত গমন করিব। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! জলবিশিষ্ট কূপ যেরূপ জল সেক করে, সেইরূপ স্তোত্র সকল তোমার সিন্ধু করিতেছে।

৭। এক্ষণে যেখানেই থাক, যজ্ঞেই থাক, অথবা পৃথিবীতেই থাক, সেই স্থান হইতেই, হে উগ্র মহামতি (ইন্দ্র)! তুমি উগ্র এবং আশুগামী (অশ্বের) সহিত আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।

৮। তোমার যে গমনশীল হরিগণ আছে, তাহারা বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী ও শত্রুপরাভবকারী। তুমি উহাদিগের সাহায্যে মনুষ্যাগণের নিকট গমন কর এবং সমস্ত বস্তুজাত দর্শনার্থ জগতে গমন করিয়া থাক।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার এতৎপরিমিত গোবিশিষ্ট ধন যাক্রা করি, হে মঘবা! যে হেতু তুমি মেঘাতিথি ও নীপাতিথিকে ধন বিষয়ে রক্ষা করিয়াছিলে।

১০। হে মঘবা! যে হেতু তুমি কণ্ণ, ত্রসদন্ত্য, পক্ধ, দশত্রজ, গোশর্ক ও ঋজিষ্ঠাকে গোযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত (ধন) দান করিয়াছিলেন।

৫০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। (ধন) লাভের জন্য বিখ্যাত এবং সুন্দর ধনবিশিষ্ট শত্রুর অর্চনা কর। তিনি অভিব্যবকারী ও স্তুতিকারীকে সহস্র সহস্র কমনীয় ধন দান করেন।

২। ইহার অস্ত্রসমূহ শত শত এবং দুস্তর ইন্দ্রের অস্ত্র প্রভূত। যখন অভিযুত সোম সকল ইহাকে প্রমত্ত করে, তখন ইনি পর্কতের ন্যায় খাদ্যদাতা হইয়া ধনবান্‌গণের প্রীতি উৎপাদন করেন।

৩। অভিষুত সোম সকল যখন প্রিয় ইন্দ্রকে প্রমত্ত করিয়াছে, তখন হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! হব্যদায়রী উদ্দেশে গাতীগণের ন্যায় জলসমূহ আমাদের যজ্ঞে নিহিত হইয়াছে।

৪। হে ঋত্বিকৃগণ! তোমাদের রক্ষার্থ কন্দিসকল পাপশূন্য আহুয়-মান ইন্দ্রের উদ্দেশে মধু ক্ষরণ করিতেছে। হে বাসপ্রদ! সোম আহুত হইয়া স্তোত্রকালে তোমার সম্মুখে নিহিত হইতেছে।

৫। ইন্দ্র আমাদের সূর্যজ্ঞবিশিষ্ট সোমে প্রেরিত হইয়া অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছেন। হে আশ্বাদবানু (ইন্দ্র)! তোমার স্তোতাগণ এই সোম সুস্বাদু করিতেছে, তুমি পুত্রপুত্রের আশ্বানকে প্রীতিকর কর।

৬। বীর, উগ্র, ব্যাপ্ত ও ধনের দ্বারা প্রীতিকারী এবং মহাধনের বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রকে স্তুতি করি। হে বজ্রবানু! জলবিশিষ্ট কূপেরন্যায় সর্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত ধনের সহিত হব্যদায়ী (যজমানের মঙ্গলের) জন্য পান কর।

৭। হে দর্শনীয়, মহামতি ইন্দ্র! তুমি দূরদেশেই থাক, পৃথিবীতেই থাক, অথবা স্বর্গেই থাক, দর্শনীয় হরিগণকে রথে যোজিত করতঃ আগমন কর।

৮। তোমার যে রথবাহক অশ্ব আছে, তাহারা হিংসারহিত, উহা বায়ুর বেগ পূর্ণ করে; ইহাদের সাহায্যে দম্যগণকে নিহত করিয়াছ। তুমি মনুকে বিখ্যাত করিয়াছ এবং সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত করিয়াছ (১)।

৯। হে শূর নিবাসপ্রদ (ইন্দ্র)! তোমার এতৎপরিমিত নূতন (ধনের) কণা জানি, তুমি এইরূপে কর্তব্য ধনার্থ এতশ্রমে এবং দশব্রজ-বিশিষ্ট বশুকে রক্ষা করিয়াছিলে।

১০। হে মঘবা! হে বজ্রবানু! পবিত্র যজ্ঞে কণ্ঠকে এবং শক্রনাশা-ভিনাশী দীর্ঘনীষকে এবং গোশর্যাকে যে প্রকারে রক্ষা করিয়াছ, অশ্ব-দ্বারা সেইরূপে আমাদেরগকে রক্ষা কর।

(১) অর্থাৎ অনাধ্যাদিগকে নিহত করিয়া মানব আর্হ্যগণকে উন্নত করিয়াছ।

৫১ হুক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা ।

১। হে ইন্দ্র ! তুমি সাম্বকণি মনুর জন্য যেরূপে অভিযুত সোম পান করিয়াছিলে, হে মঘবা ! পুষ্ট এবং শীত্ৰগামী গোবিশিষ্ট মেধাতিথি ও নীপাতিথির জন্য যেরূপ (সোম পান করিয়াছিলে) ।

২। পার্শ্বদ্বান (ঋষি) বৃদ্ধ, শয়ান প্রস্তুতকে উর্দ্ধে স্থাপিত করিয়া উপবেশন করাইয়াছিলেন । দম্যগণের পক্ষে বৃকস্বরূপ ঋষি তোমাকর্তৃক রক্ষিত করিয়া সহস্র গো রক্ষা করিয়াছিলে ।

৩। যাঁহাকে উক্থের দ্বারা লাভ করা যায়, যিনি ঋষিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সকলের জাতা, রক্ষাভিলাষী, সেই ইন্দ্রের অভিযুখে সেবার্থ নূতন স্তুতি উচ্চারণ কর ।

৪। উত্তম স্থানে যাঁহার উদ্দেশে সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট ও স্থানত্রয়যুক্ত অর্চণামন্ত্র উচ্চারিত করে, তিনি এই বিশ্বভুবন শস্যযুক্ত করিয়াছেন এবং বল উৎপাদন করিয়াছেন ।

৫। যিনি আমাদের ধনদাতা সেই ইন্দ্রকে আমরা আহ্বান করি, আমরা উঁহার নূতন অনুরোধ বুদ্ধি জানি, আমরা যেন গোযুক্ত গোষ্ঠে গমন করিতে পারি ।

৬। হে বাসপ্রদ, স্তুতিভাকু, মঘবা ইন্দ্র ! তুমি দান করিব বলিয়া যাঁহাকে দান কর, সে ধনের পুষ্টিলাভ করে । তুমি এইরূপ, অতএব আমরা অভিযুত সোমবিশিষ্ট হইয়া তোমায় আহ্বান করিতেছি ।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি কখনও নিরস্ত প্রসব হও না, তুমি হব্যদায়ীর সহিত মিলিত হও । তুমি দেবতা, তোমার দান বারম্বার নিকটে আসিয়া মিলিত হয় ।

৮। যিনি বলপূর্বক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শত্রুকে বিনাশ করতঃ কৃপা পূর্ণ করিয়াছিলেন, যিনি ঐ দ্যুলোককে প্রথিত করতঃ স্তুতিত করিয়াছেন এবং যিনি পার্থিব হইয়া সমস্ত বস্তু উৎপাদন করিয়াছেন ।

৯। এই সমস্ত আৰ্য্য ও দাসগণ(১), যাহার ধনপালক ও স্তোতা, যিনি আৰ্য্য স্বেতবর্ণ পবীকর সম্মুখে উপস্থিত হন, সেই ধনদাতা তোমার সহিত মিলিত হন ।

১০। ত্বরাযুক্ত বিপ্রগণ, মধুযুক্ত স্নাতস্রাবী অর্জুণামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, ইহার উদ্দেশে ধন প্রার্থিত হইতেছে, পুরুষোচিত বল প্রার্থিত হইয়াছে, অভিসৃত সোম প্রার্থিত হইতেছে ।

৫২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা ।

১। হে ইন্দ্র ! বিবস্বানু(১) মনুর সোম পূর্বে যেরূপে পান করিয়াছ, ত্রিতের নন যেরূপ যোগাইয়াছ, আয়ুর সহিত যেরূপ প্রমত্ত হইয়াছ ।

২। মাতরিশা যজ্ঞীয় পুষ্প অতিষব করিতে আরম্ভ করিলে, তুমি যেরূপ প্রমত্ত হও এবং সম্বন্ধ দীপ্তি বিশিষ্ট দশশিপ্র ও দশোন্ম্যের সোম পান করিয়া থাক ।

৩। যিনি কেবল উক্খ ধারণ করেন, যিনি ধূম্ররূপে সোমপান করেন, যাহার উদ্দেশে মিত্রের কর্মের নিকট বিষ্ণু তিন পদ রূপে করিয়া ছিলেন ।

৪। হে বেগবানু, শতক্রতু ইন্দ্র ! তুমি যাহার যজ্ঞে স্তুতি কামনা কর, হে ইন্দ্র ! সেই তোমাকে আমরা অগ্নাভিলাষী হইয়া, গোদোহক যেমন দুগ্ধবতী গাভী আহ্বান করে, সেইরূপ আহ্বান করিতেছি ।

(১) আৰ্য্য ও অনাৰ্য্যগণের উল্লেখ । অনেক অনাৰ্য্যগণ আৰ্য্যদিগের দ্বারা ক্রমে বশীভূত বা শিক্ত হইয়া আৰ্য্যধর্ম ও ব্রীতিনীতি গ্রহণ করিয়াছিল ও ইন্দ্রাদিকে স্তুতি করিত, ভাষা প্রতীয়মান হইতেছে। ইহারাই প্রথম “Hinduzes Aborigines.”

(২) যুলে “মনো বিবস্বতি” আছে। এখানে মনুকে বিবস্বানের পুত্র বলিতে না, মনুকেই বিবস্বান বলিতেছে।

৫। যিনি আমাদের দাতা, তিনি আমাদের পিতা, তিনি মহানু, তিনি উগ্র, তিনি ঐশ্বর্য্যকর্তা। উগ্র, মঘবা, প্রভূত ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদের গাভী ও অশ্ব প্রদান করেন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি ষাহাকে দান করিতে ইচ্ছা কর, সে ধন পুষ্টিলাভ করে। আমরা ধনাভিলাষী হইয়া বসুপতি ও শতক্রতু ইন্দ্রকে স্তোত্রাধারা আহ্বান করিতেছি।

৭। তুমি কখন কখন ভ্রমে পতিত হও, তুমি উভয় প্রকার (প্রাণীকে) রক্ষা কর। হে তুরাবান্ আদিত্য! তোমার সুখকর আহ্বান অমর দ্ব্যলোকে অবস্থান করে।

৮। হে স্তুতিভাক্ত, দাতা মঘবা! তুমি হব্যদায়ীকে দান কর। হে বাসপ্রদ! তুমি যেমন কণ্ঠ ঋষির আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের বাক্য, স্তুতি এবং আহ্বান শ্রবণ কর।

৯। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাচীন স্তোত্র পাঠ কর, এবং স্তোত্র উচ্চারণ কর, যজ্ঞের পূর্বকালীন মহতী স্তুতি উচ্চারণ কর এবং স্তোত্রার মেধা বর্দ্ধিত কর।

১০। ইন্দ্র প্রভূত ধন প্রেরণ করেন, দাবাপৃথিবীকে প্রেরণ করিয়াছেন, সূর্য্যকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং শ্বেতবর্ণ শুভি (পদার্থ সমূহকে) প্রেরণ করিয়াছেন। গব্যমিশ্রিত সোম ইন্দ্রকে সন্ম্যকরূপে প্রমত্ত করিয়াছিল।

৫৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। তুমি ধনীগণের উপমানরূপ, অতীতবর্ষগণের জ্যেষ্ঠ, সর্বাণেক, শক্রপুরবিদারী, ধনজ্ঞ ও স্বামী। হে মঘবা ইন্দ্র! আমি ধনার্থ তোমার যাক্ষা করিতেছি।

২। যিনি প্রত্যহ বর্দ্ধমান হইয়া আয়ু, কুৎস এবং অধিত্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা সেই হরিনামক অশ্বযুক্ত শতক্রতু ইন্দ্রকে অশ্বাভিলাষী হইয়া আহ্বান করিতেছি।

৩। যে সোম সকল দূরদেশে লোকসমূহ মধ্যে অভিবৃত্ত হয়, যাহারা নিকটে অভিবৃত্ত হয়, সেই সমস্ত সোমের রস আমাদের অভিষব প্রস্তুত পেষণ করিয়া বাহির করুক ।

৪। তুমি যেখানে সোম পান করিয়া তৃপ্ত হও, সেখানে সমস্ত শক্র-গণকে বিনাশ কর ও পরাভূত কর, সমস্ত ধন উপভোগ যোগ্য হউক । শিষ্টগণের মধ্যে সোম তোমার মদকর ।

৫। হে ইন্দ্র ! তুমি কল্যাণতমঃ এবং অত্যন্ত বন্ধু, তুমি মিতমেধা, কল্যাণকর, অভীষ্টপ্রদ, বন্ধুরূপ রক্ষা কার্যের সহিত নিকটবর্তী স্থানে আগমন কর ।

৬। যুদ্ধে ত্বরান্বিত, সাধুলোকের পালক, সমস্ত লোকের অধীশ্বর, ইন্দ্রকে প্রজাগণের মধ্যে পূজনীয় করা, যাহারা কর্মসমূহদ্বারা (মুফল) প্রবর্তিত করেন, সেই উকুথউচ্চারণকারীগণ অবিচ্ছিন্নভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করুন ।

৭। তোমার সর্বাঙ্গের উৎকৃষ্ট বাহ্য কিছু আছে (তাহা যেন আমরা পাই), আমরা রক্ষার্থ তোমারই হইব, যুদ্ধকালেও তোমারই হইব । আমরা স্তুতি এবং আহ্বানদ্বারা তোমাদের ভজনা করতঃ স্তুতি পাঠ করিব ।

৮। হে হরিনামক অশ্ববিশিষ্ট (ইন্দ্র) ! আমি অগ্নাভিলাষী, অগ্নাভিলাষী ও গবাভিলাষী হইয়া তোমার স্তোত্র করি এবং তোমার রক্ষালাভ করিয়া যুদ্ধে গমন করি । ভয়ের সময় তোমাকেই শত্রুগণের সম্মুখে স্থাপন করি ।

৫৪ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । ৩ ও ৪ ঋকে অন্যান্য দেবেরও স্তুতি আছে ।

১। হে ইন্দ্র ! স্ততিকারীগণ স্তোত্রদ্বারা তোমার এই বীর্যের প্রশংসা করিতেছেন । তাহারা স্তুতি করিয়া বল লাভ করিয়াছিল । পৌরগণ কর্মদ্বারা যত করুণশীল ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল ।

২। হে ইন্দ্র! যাছাদের (সোমোভিষবে) তুমি প্রমত্ত হও, তাহারা উৎকৃষ্ট কর্মদ্বারা তোমায় ব্যাপ্ত করিতেছে। যেরূপ সম্বর্ত ও কৃশের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাদের অভিযুগে এবং আমাদের সমীপে আগমন করুন। বসু ও কদ্রগণ রক্ষার্থ আগমন করুন, মরুৎগণ আহ্বান শ্রবণ করুন।

৪। পৃথি, বিষ্ণু, সরস্বতী, সপ্তসিদ্ধ, জল, বায়ু, পর্বত, বনস্পতি আমার যজ্ঞ রক্ষা করুন, পৃথিবী আহ্বান শ্রবণ করুন।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধন আছে, হে শ্রেষ্ঠ মঘবা! হে রত্নহা! একত্রে প্রমত্ত হইয়া সমৃদ্ধি ও দানার্থ সেই ধনের সহিত প্ররুদ্ধ হও, তুমি ভজনীয়।

৬। হে যুদ্ধপতি, মুকর্মা ও নৃপতি! তুমিই আমাদের যুদ্ধে লইয়া যাও, শুনা যায় (দেবগণ) স্তোত্র এবং যজ্ঞকালে ভক্ষণার্থ মিলিত হন।

৭। অর্ধ্য ইন্দ্রে অনেক আশীর্বাদ আছে, মনুষ্যাগণের আয়ু আছে, হে মঘবা! আমাদের ব্যাপ্ত কর, রক্ষিকর অন্ন দান কর।

৮। হে ইন্দ্র! আমরা স্তুতিদ্বারা তোমার পরিচর্যা করিব, হে শত্রুতু! তুমি আমাদের। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাকণের উদ্দেশে প্রচুর স্কুল এবং অক্ষীণ ধন প্রেরণ কর।

৫৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।

১। ইন্দ্রের কর্ম ভূরি বলিয়া জানিয়াছি। হে দন্যাগণের রক্ষকরূপ! তোমার ধন আমাদের অভিযুগে আগমন করিতেছে।

২। আকাশে যেরূপ তারা শোভা পায়, সেইরূপ শত শত রূষ শোভা পাইতেছে, তাহারা মহাভেদে ছ্যলোককে যেন স্তুতিত করিতেছে।

৩। শতবেণু, শতশা, শতমুত চন্দ্র, শতবল্লভ স্তবক এবং চারিশত অকম্বী(১)রহিয়াছে ।

৪। হে কণ্ঠগোত্রীয়গণ! তোমরা অগ্নে অগ্নে বিচরণ করতঃ অথ-
গণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গমন করতঃ সুন্দর দেবীবিশিষ্ট হইয়াছ ।

৫। সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট, অনোর অনূন, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেই মহাঅন্ন
প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। শাশ্ববর্ণ পথ অক্লিষ্টম করিয়া চক্ষুদ্বারা গৃহীত
হইতেছে ।

৫৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা ।

১। হে দম্যগণের রুক্মরূপ! তোমার অক্ষীণ ধন দর্শিত হইয়াছে,
তোমার সেনা দ্ব্যনৌকের ন্যায় বিস্তৃত ।

২। তুমি দম্যর রুক্মরূপ, তোমার নিত্যধন হইতে আমাকে দশসহস্র
প্রদান কর ।

৩। আমাকে একশত গর্দভ, একশত ঘেষী(১) এবং একশত দাস
প্রদান কর ।

৪। অশ্বযুগের ন্যায় সেই প্রকাশ্য ধন শুদ্ধপ্রজ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে
উঁহাদের নিকট গমন করে ।

৫। অগ্নি জাত হইয়াছেন, তিনি জ্ঞানবান্, সুন্দর রথবিশিষ্ট এবং
হব্যবাহী। তিনি শুভ্র কিরণে গমনশীল ও রহং হইয়া শোভা পাইতে-
ছেন, স্বর্ণে স্বর্ষ্যও শোভা পাইতেছেন ।

(১) মূলে ঋক এই “শতং বেণু শতং শূনঃ শতং চন্দ্রাণি শূতানি শতং
বল্লভ স্তবকঃ অকম্বীণাং চতুষশতং।” এসকল শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই ।

(১) মূলে উর্ণাবতী আছে, অর্থ ঘেষী। পশুর সহিত দাসগণকেও দাস
করা প্রথা ছিল, তাহা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। “One
hundred Slaves.”—*Muir's Sanscrit Texts* (1884), Vol. v., p. 461.

৫৭ সূক্ত ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা ।

১। হে নাসত্যদ্বয় ! তোমরা পূর্বকালে নির্মিত রথের সাহায্যে যজ্ঞে আগমন কর । তোমরা যজ্ঞনীয় ও দেবতা ; তোমরা নিজ কর্মবলে তৃতীয় সর্বন পান কর ।

২। দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশ(১), তাঁহারা সত্য, তাঁহারা যজ্ঞের সম্মুখে দৃষ্ট হন । হে দীপ্তিমান্ অগ্নিবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আমার, এই সোম যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পান কর ।

৩। হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা দু্যলোক, ভুলোক ও অন্তরীক্ষলোকের অভীষ্টবর্ষী, তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি করিয়াছি । যাহারা সহস্র স্তুতি করে, যাহারা গোযাগে প্ররুত হয়, পানার্থ তাহাদের সকলের নিকট উপস্থিত হও ।

৪। হে নাসত্যদ্বয় ! এই তোমাদের ভাগ নিহিত হইয়াছে, এই তোমাদের স্তুতি, তোমরা আগমন কর, আমাদের জন্য মধুমান্ সোম পান কর, হব্যদায়ীকে কর্মদ্বারা রক্ষা কর ।

৫৮ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা ।

১। সন্মদয় ঋত্বিকুগণ যাহাকে বহু প্রকারে কল্পনা করতঃ এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন, যিনি বাঁক্য উচ্চারণ না করিলেও স্ততিকারীরূপে নিযুক্ত আছেন, তাঁহার বিষয়ে যজ্ঞমানের কি জ্ঞান আছে ? ।

২। এক অগ্নি, বহু প্রকারে সমিদ্ধ হইয়াছেন, এক স্বর্গ্য সমস্ত বিধে প্রভূত হইয়াছেন, এক উষা এই সমস্তকে প্রকাশিত করিতেছেন । এই একই সর্বপ্রকারে হইয়াছেন(১) ।

(১) ৩৩ জন দেবের উল্লেখ ।

(১) “ একং বৈ ইদং বি বভূব সর্বং । ” মূলে এই আছে ।

৩। জ্যোতিষ্মান, কেতুমানু, চক্রত্বরবিশিষ্ট, সুখকর বৃথস্বরূপ ও উপবেশনযোগ্য অগ্নিকে প্রচুর পরিমাণে পানার্থ এই যজ্ঞে আহ্বান করি, তাঁহার সহিত মিলন হইলে বিচিত্র ধন লাভ হয়।

৫৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! মহাযজ্ঞে সোম্যভিষবে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, এই তোমাদের ভাগধেয়, উহার অনুসরণ কর, প্রতি যজ্ঞে সর্বন সকলকে পোষণ কর, সোম্যভিষবকারী যজমানকে দান কর।

২। ইন্দ্র ও বরুণ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা অন্তরীক্ষের পারে পক্ষে গমন করিতেছেন। কোনও দেবশূন্য ব্যক্তি তাঁহাদের শত্রু হইতে পারে না। (তাঁহাদের অনুগ্রহে) সুসম্পন্ন ওষধি এবং জল মহিমা লাভ করিতেছে।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! একথা সত্য, যে সপ্তবাণি তোমাদের জন্য কৃণ ঋষির সোম প্রবাহ মোহন করিতেছে, তোমরা শুভকর্মের পালক। যে অহিংসিত ব্যক্তি তোমাদিগের কর্মদ্বারা পালন করে, সেই হব্যদায়ীকে হব্যদ্বারা পালন কর।

৪। সূত ক্ষরণশীল, প্রভূত দানশীল, কমলীয়, সপ্তভগিগীগণ যজ্ঞগৃহে প্রভূত দানবিশিষ্ট (হইয়াছেন)। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যাহারা তোমাদের উদ্দেশে সূত ক্ষরণ করে, তাহাদের উদ্দেশে (যজ্ঞ) ধারণ কর এবং যজ্ঞ-দানকে দান কর।

৫। দীপ্তিশীল ইন্দ্র ও বরুণের নিকট মহাসৌভাগ্য লাভের জন্য ইন্দ্রের সত্য মহিমা কীর্তন করিব। আমরা সূত ক্ষরণ করি, ইন্দ্র ও বরুণ শুভ কার্যের পতি, তাঁহারা ত্রিসপ্তসংখ্যক (কার্যদ্বারা) আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৬। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা পূর্বে ঋষিগণকে যে মনুষ্য বাক্য জুতি এবং স্রুত প্রদান করিয়াছ এবং যে সকল ছান প্রদান করিয়াছ, আমরা ধীর এবং যজ্ঞে ব্যাপ্ত হইয়া তপঃ দ্বারা সেই সমস্ত দর্শন করিব।

৭ । হে ইন্দ্র ও বরুণ ! যে ধনরুদ্ধিতে মনের তৃপ্তি হয়, গর্ভ জন্মায় না, যজমানকে তাহাই প্রদান কর, আমাদিগকে প্রজা, পুষ্টি এবং ভূতি প্রদান কর । আমরা দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারি এই জন্য আমাদের আহু রক্ষা কর । ইতি বালখিল্য সমাপ্ত ।

৬০ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । প্রণাথের পুত্র তর্গ ঋষি ।

১ । হে অগ্নি ! অগ্নিগণের সহিত আগমন কর, তোমার হোতা বলিষা বরণ করিতেছি; ধৃতব্রতা হবিষ্যতী কুশে উপবেশন করাইয়া তোমাকে অলঙ্কৃত করুক ।

২ । হে বলের পুত্র অঙ্গিরা ! ত্রক সকল যজ্ঞে তোমাকে লাভ করিবার জন্য গমন করিতেছে । বলের পুত্র প্রদীপ্ত জ্বালাযুক্ত, পুরাতন অগ্নিকে আমরা যজ্ঞে স্তব করি ।

৩ । হে অগ্নি ! তুমি কবি, তুমি ফলের বিধাতা । হে পাবক ! তুমি হোতা ও যাগযোগ্য । হে শুক্র ! তুমি আমোদযোগ্য, তুমি সর্বাপেক্ষা যাগযোগ্য, যজ্ঞে বিশ্রগণ মননমন্ত্রদ্বারা তোমার স্তুতি করে ।

৪ । হে যুবতম, নিত্য অগ্নি ! আমি দ্রোহরহিত, দেবগণ আমার কামনা করেন, তাহাদিগকে আনয়ন কর । হে বাসপ্রদ অগ্নি ! স্নিহিত অগ্নের সমীপে গমন কর, স্তুতিদ্বারা নিহিত হইয়া আনন্দিত হও ।

৫ । হে অগ্নি ! তুমি রক্ষক, সত্যস্বরূপ, তুমি কবি, তুমিই সর্বতঃ বিস্তৃত । হে সমিদ্যমান, দীপ্ত অগ্নি ! বিশ্র স্তোতাগণ তোমার পরিচর্যা করিতেছে ।

৬ । হে অত্যন্ত শুচিকারী অগ্নি ! দীপ্ত হও ও দীপ্ত কর । প্রজাগণের জন্য ও স্তোতার জন্য সুখ প্রদান কর । তুমি মহান্ । আমার স্তোতাগণ দেবদত্ত সুখ প্রাপ্ত হউক । তাহারা শক্রপরাভবক ও সুঅগ্নিবিশিষ্ট হউক ।

৭। হে অগ্নি! পৃথিবীস্থ শুদ্ধ কাষ্ঠ যে প্রকারে দক্ষ কর, হে মিত্রগণের পুজক! আমাদের স্রোহকারীকে এবং যে আমাদের মন্দ করিতে চায় তাহাকে সেই প্রকারে দক্ষ কর।

৮। হে অগ্নি! আমাদের হিংসাকারী বলবান্ মনুষ্যের বশীভূত করিও না। যে মন্দ কথা কয়, তাহার বশীভূত করিও না। হে যুবতম! তোমরা রক্ষাকার্য্য হিংসাশূন্য আপদ হইতে উদ্ধারকারী ও সুখকর। উহা দ্বারা আমাদের রক্ষা কর।

৯। হে অগ্নি! আমাদের এক ঋকের দ্বারা রক্ষা কর, দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা রক্ষা কর। হে বলপতি! তিন বাক্যের দ্বারা পালন কর। হে বাসপ্রদ! চারি বাক্যের দ্বারা পালন কর।

১০। সমস্ত রাক্ষস ও দানশূন্য লোক হইতে আমাদের রক্ষা কর। সংগ্রামে আমাদের রক্ষা কর। তুমি নিকটবর্তী ও বন্ধুস্বরূপ; যজ্ঞের জন্য ও সমৃদ্ধির জন্য তোমায় প্রাপ্ত হইব।

১১। হে পাবক অগ্নি! আমাদের অন্নবর্জক, প্রাশংসনীয় ধন প্রদান কর। হে সমীপবর্তী ধনদাতা! আমাদের সুনীতিদ্বারা অনেকের স্পৃহনীয় অত্যন্ত কীর্তিযুক্ত ধন দান কর।

১২। যে ধনদ্বারা আমরা যুদ্ধে ভরাবান্ শত্রু ও অস্ত্রক্ষেপকদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া তাহাদিগকে হিংসা করিব, (তাহা প্রদান কর), তুমি প্রজ্ঞাবলে বাসপ্রদ, তুমি আমাদের বর্জিত কর। অন্নদ্বারা বর্জিত কর; আমাদের ধনপ্রদ কর্ম্ম সকল সুসম্পন্ন কর।

১৩। রুষভের ন্যায় শব্দ তীক্ষ্ণ করতঃ অগ্নি মস্তক কম্পিত করিতেছেন। অগ্নির হনুসকল তীক্ষ্ণ, কেহ উহা নিবারণ করিতে পারে না। অগ্নির দন্ত উত্তম, তিনি বলের পুত্র।

১৪। হে বৃষ্টিপ্রদ অগ্নি! যেহেতু তুমি বর্জিত হও, অতএব তোমার দন্ত কেহ নিবারণ করিতে পারে না। হে অগ্নি! তুমি হোতা, তুমি আমাদের হব্য উত্তমরূপে হোম কর, আমাদের বরণীয় বহুধন দান কর।

১৫। হে অগ্নি! মাতৃভূত বনে বর্তমান (অরণিদ্বয়ে) নিদ্রা যাইতেছ। মনুষ্যাগণ তোমাকে সম্যক বর্জিত করে, পশ্চাৎ তুমি অনলস হইয়া

হবাদায়ীর হব্য দেবগণের নিকট বহন কর। অনন্তর দেবগণের মধ্যে শোভাপাও।

১৬। হে অগ্নি! সেই তোমাকেই সপ্ত হোতান্তব করে। তুমি দান-শীল ও অক্ষীণ। তুমি তাপপ্রদ ভেজাবলে মেঘকে ভেদ কর। হে অগ্নি! আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রে গমন কর।

১৭। হে (শোভাগণ)! তোমাদের জন্য অগ্নিকেই আহ্বান করি। আমরা বর্হি ছিন্ন করিয়াছি ও হব্য নিধান করিয়াছি, অগ্নি কর্মধারী বহুলোকে বর্তমান ও সমস্তলোকের হোতা।

১৮। হে অগ্নি! উত্তম সামযুক্ত গৃহে (যজমান) প্রজাবলে প্রজাবান্ লোকের সহিত তোমার স্তব করিতেছে। হে অগ্নি! আমাদের রক্ষার্থ আপন ইচ্ছায় নিকটবর্তী নানা রূপধারী অন্ন আহরণ কর।

১৯। হে অগ্নি! হে দেব! হে স্তুতা! তুমি প্রজাগণের পালক, রাক্ষস-গণের সন্তাপপ্রদ। তুমি যজমানের গৃহপালক, উহা কখন ত্যাগ কর না, তুমি মহান্, তুমি ছালোকের পাভা, যজমান গৃহে সর্বদা বর্তমান।

২০। হে দীপ্তধন অগ্নি! রাক্ষসাদি আমাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট না হউক, জাতুধানগণের গীড়া যেন প্রবিষ্ট না হয়। দারিদ্র্য, হিংসাকারী ও বলবান্ রাক্ষসগণকে বহুদূরে পরিহার কর।

৬১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র ভগ্ন ঋষি।

১। ইন্দ্র আমাদের এই উভয়বিধ বাক্য শ্রবণ ককন। আমাদের সহগামী কর্মযুক্ত হইয়া মঘবান্ অভ্যন্ত বল লাভ করতঃ সোমপানার্থ আগমন ককন।

২। দ্যাবাপৃথিবী সেই শোভমান রুষ্টিপ্রদ ইন্দ্রের সংস্কার করিয়াছেন। তাহাকে বলের জন্য সংস্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য হে ইন্দ্র! তুমি উপমানভূত দেবগণের মুখ্য হইয়া বেদীতে উপবিষ্ট হও এবং তোমার মন সোমভিলাষী।

৩। হে বহুধনবানু ইন্দ্র! তুমি (জঠরে) অভিষূত সোম সেক কর, হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! তোমাকে সংগ্রামে শক্রগণের অভিভবকারী, কাহারও দ্বারা অধর্ষণীয় ও অন্যের ধর্ষক বলিয়া জানি।

৪। হে মঘবানু ইন্দ্র! তোমার সত্য কেহ হিংসা করিতে পারে না, যাহাতে ক্রতুদ্বারা (ফল) কামনা করিতে পারি তাহাই ইউক, হে হুয়ুক্ত বজ্রবানু! তোমার আশ্রয়ে অন্ন ভজনা করিব এবং শীঘ্র শক্রগণকে অভিভব করিব।

৫। হে যজ্ঞপতি ইন্দ্র! সমস্ত রক্ষার সহিত অভিমত ফল প্রদান কর। হে শূর! তুমি যশস্বী ও ধনপ্রাপক, তোমাকে ভাগ্যের ন্যায় পরিচর্যা করি।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বের পোষক, তুমি গোসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি কর, তুমি হিরণ্যশরীর ও উৎস সদৃশ। তুমি আমাদের যাহা দান করিতে বাসনা কর, তাহা কেহই হিংসা করিতে পারে না। অতএব যাহা যাচ্ছা করি, তাহা আহরণ কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি আগমন কর। তুমি ধনদানার্থ পরিচর্যাকারীকে ধন প্রদান কর। আমি গাভী ইচ্ছা করি, আমাকে গোসমূহ প্রদান কর। আমি অশ্ব ইচ্ছা করি, আমাকে অশ্ব প্রদান কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি বলশত ও বহুসহস্র পশুযুগ প্রদানের অমুমতি কর। নগরবিদারক ইন্দ্রকে রক্ষার্থ স্তব করতঃ বিবিধ বাক্যযুক্ত হইয়া তাহাকে আমাদের অভিযুগে আনয়ন করিব।

৯। হে ইন্দ্র! হে শতক্রতু! হে অপ্রতিহত ক্রোধবিশিষ্ট! হে সংগ্রামে অহংকার বিশিষ্ট! যে মেধাশূন্য, বা মেধাবী তোমার স্তব করে, তোমার অমুগ্ৰহে সে আনন্দিত হয়।

১০। উগ্রবাহু, বধকারী, নগরবিদারী ইন্দ্র যদি আমার আহ্বান শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমরা ধনাভিলাষে ধনপতি, বহুকর্মা ইন্দ্রকে ভোক্তৃদ্বারা আহ্বান করিব।

১১। আমরা পাপী, আমরা ইন্দ্রকে জানি না। আমরা ধনশূন্য, আমরা অগ্নিরহিত, আমরা ইন্দ্রকে জানি না, অতএব এক্ষণে আমরা

সোম অভিষুত হইলে তাহার জন্য একত্রিত হইয়া ইন্দ্রকে সখা করিয়া লইব।

১২। উগ্র ও যুদ্ধে শক্রগণের অভিভবকর ইন্দ্রকে আমরা যোজিত করিব। তাঁহার পূজা ধ্যানের ন্যায় (অবশ্য প্রদেয়)। তিনি অহিংসময়ী, রথস্বামী এবং বহু অশ্বের সহিত মিলিত বেগবান্ অশ্বকে জানেন, তিনি দাতা, তিনি (বহুলোকের মধ্যে) আমাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩। হে ইন্দ্র! যাহা হইতে আমরা ভয় পাই, তাহা হইতে আমাকে অভয় প্রদান কর। হে মঘবন্! তুমি সমর্থ, আমাদের অভয় প্রদানার্থ রক্ষাকার্য্য সম্পাদনদ্বারা শক্রগণকে ও হিংসাকারীগণকে বিনাশ কর।

১৪। হে ধনস্বামী! তুমিই মহাধনের পরিচয়াকারীর গৃহের বন্ধ-
য়িতা। হে মঘবান্! হে স্তুতিভাক! তুমি এইরূপ হওয়ায় আমরা সোম
অভিষব করতঃ তোমায় আহ্বান করিতেছি।

১৫। এই ইন্দ্র সকলের জ্ঞাতা, ইনি রত্নহা, ইনি পরপালয়িতা ও বর-
ণীয়। সেই ইন্দ্র আমাদের (পুত্র) রক্ষা ককন। শেষ পুত্র রক্ষা ককন,
মধ্যম পুত্র রক্ষা ককন, আমাদিগকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে রক্ষা
ককন।

১৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পশ্চাৎভাগ হইতে, পূর্ব ভাগ
হইতে ও অধোভাগ হইতে ও উত্তর ভাগ হইতে, সর্ব দিক্ হইতে রক্ষা কর।
হে ইন্দ্র! দৈব ভয় আমাদের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ কর, অদেব অস্ত্র
শস্ত্র দূর করিয়া দেও।

১৭। হে ইন্দ্র! অন্য ও কল্য এবং পরেও আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে
সাপুগণের পালক! আমরা তোমার স্তোতা, সকল দিন আমাদিগকে রক্ষা
কর।

১৮। এই মঘবান্ শূর, বহুধনবিশিষ্ট, ইন্দ্র বীরত্বের জন্য সকলের
সহিত মিলিত হন। হে শতক্রতু! তোমার সেই দুই অভিলষপ্রদ বাহু
বজ্র গ্রহণ ককক।

৬২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্ঠের শব্দ প্রগাথ ঋষি।

১। যে হেতু ইন্দ্র সেবা করেন, অতএব উহার উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণ কর। সোমযুক্ত লোকে ইন্দ্রের প্রচুর অন্ন উৎকৃষ্টমন্ত্রদ্বারা বর্দ্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

২। অসহায়, অসদৃশ, অন্য দেবগণের মুখ্য, বিনাশের অশক্য ইন্দ্র পূর্ব প্রজাগণকে ও সমস্ত জাতবস্তুর অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৩। ধন দাতা ইন্দ্র অযোজিত অশ্বের সাহায্যে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে ইন্দ্র! তুমি সামর্থ্যপ্রদ, তোমার মহত্ত্ব স্তুতিযোগ্য। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৪। হে ইন্দ্র! আগমন কর, তোমার উৎসাহবর্দ্ধক উৎকৃষ্ট স্তুতি করিব। হে সর্কাপেক্ষা বলবান্ ইন্দ্র! তুমি এই স্তুতিপ্রযুক্ত অম্পাভিনাষী স্রোতার মঙ্গল করিতে ইচ্ছা কর। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার মন গর্ভিত হইতেও গর্ভিত, তুমি তীব্র সোম প্রদানদ্বারা পরিচর্যাকারী এবং নমস্কারদ্বারা অলঙ্কারকারী যজমানকে (অভিমত ফল প্রদান কর)। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া মনুষ্য যেমন কূপ দর্শন করে, সেইরূপ আমাদিগকে দর্শন করিতেছ এবং শ্রীত হইয়া প্ররুদ্ধ সোমযুক্ত (যজমানের) উপযুক্ত বজ্র হইতেছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার বীৰ্য্য ও তোমার প্রজ্ঞা অনুসরণ করতঃ সমস্ত দেবগণ বীৰ্য্য ও প্রজ্ঞা ধারণ করে। তুমি গোপতি, বহুলোক স্তুত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার সেই উপমানভূত বল যজ্ঞার্থ স্তুতি করি। হে যজ্ঞপতি! তুমি বলের দ্বারা যজ্ঞকে হনন করিয়াছ। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৯। প্রণয়বতী রমণী যেমন রূপাভিলাষী (পুরুষকে বশীভূত) করে, সেইরূপ ইন্দ্র মনুষ্যগণকে বশীভূত করেন। উহার (সম্বৎসরাদি) কাল লাভ করে, ইন্দ্র উহাদিগকে জানাইয়া দেন, অতএব তিনি সর্বত্র বিখ্যাত। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

১০। হে ইন্দ্র! বহু পশুবিশিষ্ট যে (বজ্রমানগণ) তোমার প্রদত্ত সুখভোগ করে, তাঁহারা তোমার উৎপন্ন বল প্রভূতরূপে বর্দ্ধিত করে, তোমায় বর্দ্ধিত করে, তোমার প্রজা বর্দ্ধিত করে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

১১। হে ইন্দ্র! যাবৎ ধন না পাই, তাবৎ তোমাতে ও আমাতে মিলিত হইব। হে রত্নহা, বজ্রবানু ও শূর! অদানশীল ব্যক্তিও তোমার দানের প্রশংসা করিবে। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

১২। আমরা ইন্দ্রকে সত্যই স্তব করিব, মিথ্যা স্তব করিব না, ইন্দ্র বজ্রবিরতদিগকে প্রভূত পরিমাণে বধ করেন, অভিষবকারীকে প্রভূত জ্যোতিঃ প্রদান করেন। ইন্দ্রের দান কল্যাণকর।

৬৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা; কেবল শেষ ঋকের দেবগণ দেবতা। কণ্ঠের পুত্র প্রণাথ ঋষি।

১। তিনি প্রধান, তিনি পূজ্যগণের কর্মপ্রযুক্ত কমনীয়, তিনি আগমন করিতেছেন। ইন্দ্রকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ কর্ম সকলকে পিতা মনু দেবগণের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। সোমাদিষবে নিযুক্ত প্রস্তর সকল স্বর্গের নির্মাতা ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে না, উদ্ধ ও স্তোত্র সকল উচ্চারণ করা উচিত।

৩। বিদ্বান্ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের জন্য গোসকল অপারূত করিয়াছিলেন, তাহার সেই পুরুষত্বের স্তুতি করি।

৪। ইন্দ্র পূর্বের ন্যায় একালেও কবিগণের বর্দ্ধয়িতা, স্তোতার কার্য নির্বাহক, সুখকর, অর্চনীয় সোমের হোমকালে আমাদিগের রক্ষার্থে গমন করুন।

৫। স্বাহাদেবীর পতির উদ্দেশে যাগকারীগণ, হে ইন্দ্র! তোমারই কীর্তিসকল গান করিতেছে, স্তোতাগণ শীঘ্রধন দানার্থ ইন্দ্রের স্তব করিতেছে।

৬। সমস্ত বীৰ্য্য, সমস্ত কর্তব্য কার্য্য ইন্দ্রেই বর্ত্তমান, স্তোতাগণ ইন্দ্রকে অধর বলিয়া জানেন।

৭। যখন পঞ্চ জনপদের লোক ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি ঘোষণা করে, তখন ইন্দ্র আপনার মহিমার শক্রগণকে বধ করেন। অর্ঘ্য ইন্দ্র স্তোতাকৃত পূজার নিবাসস্থান।

৮। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি সেই সকল পৌকমকর কার্য্য করিয়াছ, অতএব তোমায় এই স্তুতি করিতেছি, চক্রে পথ রক্ষা কর।

৯। রুক্ষিপ্রদ ইন্দ্রের প্রদত্ত নানা প্রকার অন্ন লব্ধ হইলে (লোক সকল) জীবনার্থে নানা প্রকার কর্ম্ম করে, পশুগণের ন্যায় তাহার যব গ্রহণ করে।

১০। আমরা স্তোত্রকারী, রক্ষাভিলাষী ঋত্বিক্। তোমাদের সহিত যেন আমরা মকংবিশিষ্ট ইন্দ্রের বর্দ্ধনার্থ অন্নের পালক হই।

১১। তুমি যাগকালে প্রোত্তুভূত ও তেজোবিশিষ্ট। হে শূর ইন্দ্র! মন্ত্রের দ্বারা সতাই তোমার স্তব করিব, সহায়তায় জয় লাভ করিব।

১২। জলসেকবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মেঘগণ এবং আছ্রানে আনন্দযুক্ত যে রত্নহস্তা ইন্দ্র স্তুতিকারী ও শাস্ত্রপাঠকারী যজমানের নিকট বেগে আগমন করেন, তিনিও আমাদের রক্ষা ককন। ইন্দ্রই দেবগণের জ্যেষ্ঠ।

৬৪ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । প্রগাথ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র! স্তুতি সকল তোমায় উত্তমরূপে প্রমত্ত করুক, হে বজ্র-রানু! ধন প্রদান কর, স্তুতি বিদ্রোহীগণকে বিনাশ কর।

২। লুব্ধ ধনরহিতগণকে পদদ্বারা বাধা প্রদান কর। তুমি মহানু, তোমার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

৩। তুমি অভিষুত সোমের দৈশ্বর, তুমি অনভিষুত সোমের দৈশ্বর, তুমি জনসমূহের রাজা।

৪। হে ইন্দ্র! আগমন কর, মনুষ্যদিগের জন্য যজ্ঞগৃহ শব্দে পূর্ণ করতঃ স্বর্গ হইতে গমন কর। তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়া থাক।

৫। তুমি স্তোতাগণের জন্য পর্কবিশিষ্ট শত এবং সহস্র জলবিশিষ্ট মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ ।

৬। সোম অভিযুত হইলে আমরা দিব্যরাত্রি তোমায় আত্মন করি, আমাদের অভিনাষ পূর্ণ কর ।

৭। সেই রুষ্টিপ্রদ, নিত্যতরুণ, বিস্তীর্ণস্কন্ধবিশিষ্ট, অনবনত ইন্দ্র কোথায় আছেন? কৌনু স্তোতা তাঁহাকে স্তুতি করে? ।

৮। রুষ্টিপ্রদ ইন্দ্র প্রীত হইয়া কৌনু যজমানের যজ্ঞ অবগত হন? । কৌনু যজমান ইন্দ্রকে স্তব করিতে জানে? ।

৯। যজমানদত্ত দান তোমায় সেবা করে, হে রুত্বহা! শাস্ত্র পাঠ কালে সুন্দর বীর্ষাযুক্ত স্তোত্র সকল তোমায় সেবা করে । তুমি কীদৃশ? কে যুদ্ধে নিকটবর্তী হয়? ।

১০। বহুসংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে আমি তোমায় জন্য সোম অভিষব করিতেছি, তাহার নিকট আগমন কর, ক্রতুগামী হও? এবং পান কর ।

১১। এই সোম শর্যণাবতী(১), সুসোমা নদীতে তোমায় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রমত্ত করে, আজীকীর্যতে তোমায় সর্বাপেক্ষা প্রমত্ত করে ।

১২। তুমি অদ্য সেই মনোহর সোম আমাদের ধনের জন্য ও শত্রুদের বিনাশকর মত্ততার জন্য পান কর । হে ইন্দ্র! শীঘ্র সোমপাত্রের দিকে গমন কর ।

৬৫ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । প্রগাথ ঋষি ।

১। হে ইন্দ্র! যে হেতু লোকে পূর্বদিক, পশ্চিমদিক, উত্তরদিক ও নিম্নদিক হইতে তোমাকে আত্মন করে, অতএব শীঘ্র অশ্বের সাহায্যে আগমন কর ।

(১) “মূলে শর্যণাবতী” আছে। সাধারণ পুরে “শর্যণা” নদী বিশেষের নাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে শর্যণা শব্দে শরতৃণ করিয়াছেন, সুসোমা সিন্ধু নদীর একটি নাম। আজীকীর্য বিপাশা নদীর অর্থাৎ আধুনিক বেয়া নদীর একটি নাম । ১০। ৭৫। ৫ ঋকের টীকা দেখ।

২। তুমি ছ্যালোকের প্রস্রবণে প্রমত্ত হও; ভুলোকে প্রমত্ত হও, অন্নের অপাদানভূত অন্তরীক্ষে প্রমত্ত হও।

৩। অতএব হে ইন্দ্র! তোমাকে স্তুতিদ্বারা আহ্বান করি। তুমি মহান্ ও প্রভূত। সোমপানার্থ ও ভোগার্থ তোমাকে গাভীর ন্যায় আহ্বান করি।

৪। রথযোজিত অশ্বগণ তোমার মহিমা ও তোমার তেজঃ আহ্বান করুক।

৫। হে ইন্দ্র! বাক্য ও স্তুতিদ্বারা তোমার স্তব করা হইতেছে। তুমি মহান্, তুমি উগ্র, তুমি ঐশ্বর্য্যকারী, তুমি আগমন করতঃ সোম পান কর।

৬। আমরা অভিবূত সোমবিশিষ্ট ও অন্নবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে আমাদের কুশে উপবেশনার্থ আহ্বান করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! যে হেতু তুমি অনেক যজমানের সাধারণ, অতএব আমরা তোমায় আহ্বান করিতেছি।

৮। হে ইন্দ্র! অধ্বর্য্য প্রভৃতি সকলে সোমসম্বন্ধীয় মধু প্রস্রব দ্বারা অভিষব করিতেছে। তুমি প্রীত হইয়া উহা পান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি স্বামী, তুমি সমস্ত স্তোতাগণকে অতিক্রম করিয়া দর্শন কর; শীঘ্র আগমন কর, আমাদের গণকে মহাঅন্ন প্রদান কর।

১০। ইন্দ্র হিরণ্যবর্ণ গোসমূহের রাজা, তিনি আমাদের দাতা হউন। হে দেবগণ! মম্বণ ইন্দ্র হিংসিত না হউন।

১১। আমি গোসহস্রের উপরি ধারিত, রূহং, বিস্তীর্ণ, আচ্ছাদকর, নির্মূল হিরণ্য স্রীকার করি।

১২। আমি অরুকিত ও দুঃখী, আমার লোক সকল অপরিমিত ধনে ধনবান্ হউক। দেবগণ প্রীত হইলে অন্ন লাভ করা যায়।

৬৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। প্রগাথের পুত্র কনি ঋষি।

১। তোমরা বাধাযুক্ত হইয়া বেগবান্ অশ্বের সাহায্যে যিনি ধন প্রদান করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে রুহং সাম গান করতঃ পরিচর্যা কর। লোকে যেমন হিতকারী কুটুম্বপোষক ব্যক্তিকে আত্মান করে, আমি সেইরূপ অভিবৃত সোমযুক্ত যজ্ঞে সেই ইন্দ্রকে আত্মান করি।

২। দুর্দ্ধর্ষ শক্রগণ সুন্দর হনুযুক্ত ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারে না। স্থির দেবগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারে না, মনুষ্যগণও পারে না। তিনি সোমপানজনিত আনন্দলাভের উদ্দেশে প্রাণৎসাকারী, সোমোতিষকারী স্তোতার উদ্দেশে দান করেন।

৩। যে শক্র পরিচর্যার যোগ্য, যিনি অশ্ববিদ্যাকুশল, যিনি অদ্ভুত, যিনি হিরণ্যুয়। যে আশ্চর্য্যভূত রত্নহা ইন্দ্র বহুল গোসদৃহকে অপায়িত করতঃ চালিত করেন।

৪। যিনি ভূমিতে নিখাত সংগৃহীত বহুধন বজ্রমানের উদ্দেশে উঠাইয়া দেন। সেই বজ্রযুক্ত উত্তম হনুযুক্ত হরিদ্বর্ণ অশ্ববিশিষ্ট ইন্দ্র যাঁহা ইচ্ছা করেন, কর্মদ্বারা তাহাই সিদ্ধ করেন।

৫। হে বহুলোকের স্তুত শূর ইন্দ্র! পূর্বকালের ন্যায় স্তোতাগণের নিকট যাঁহা কামনা করিয়াছি, তাহাই আমরা শীঘ্র তোমায় প্রদান করিয়াছি, তাহা যজ্ঞই হউক, উত্থই হউক, আর বাক্যই হউক, প্রদান করিয়াছি।

৬। হে পুঙ্কহৃত ও বজ্রবান্ ও স্বর্ণযুক্ত সোমপায়ী! সোম অভিবৃত হইলে মদযুক্ত হও। ভূমিই স্তোত্রকারী সোমোতিষকারীর উদ্দেশে সর্বা-পেক্ষা অধিক পরিমাণে কমলীয় ধনের দাতা হও।

৭। আমরা একগণে এবং কল্যা এই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে আপ্যায়িত করিব। তাঁহারই উদ্দেশে এই যুদ্ধে অভিবৃত সোম আহরণ কর। স্তোত্র ক্রত হইলে তিনি যেন আগমন করেন।

৮। গোর যদিও সকলের নিবারণকারী এবং পথগামীদিগের বিনাশক, তথাপি সে ইন্দ্রের কাষে ব্যাঘাত করিতে পারে না, হে ইন্দ্র! সেই

তুমি প্রীত হইয়া আগমন কর। হে ইন্দ্র! বিচিত্র কর্মবলে বিশেষরূপে আগমন কর।

৯। কোন্ পৌরুষকর কার্য ইন্দের অনাচরিত আছে? উহার কোন্ প্রকার পৌরুষ কার্য প্রতিগোচর না হয়? এই ব্রতহা জন্মাবধি বিখ্যাত।

১০। ইন্দের মহাবল কখন অধর্মক হইয়াছিল? ইন্দের হস্তব্য কবে অহিংসিত হইয়াছিল? হে ইন্দ্র সমস্ত সুদেখার দিবস গণনাকারীদিগকে(১) এবং বণিকদিগকে তাড়নাদিদ্বারা অভিব্যব করেন।

১১। হে ব্রতহা, পুরুহত, বজ্রবান্ ইন্দ্র! তোমারই উদ্দেশে আমরা অনেকে ভূতির ন্যায় নূতন শোভা প্রদান করি।

১২। হে বলকর্মবান্! বলসংখ্যক আশা তোমাতেই অবস্থিত, রক্ষাও তোমাতেই অবস্থিত। শোভাগণ তোমাকে আহ্বান করে। অতএব হে ইন্দ্র! অরির সর্বন সকল অতিক্রম করিয়া আমাদের সর্বনে আগমন কর, হে মহাবল! আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

১৩। হে ইন্দ্র! আমরা তোমারই, আমরা তোমার শোভা হইয়াছি। হে পুরুহত মঘবা! তোমা ভিন্ন আর কেহ সুখপ্রদ নাই।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের এই দারিদ্র্য, এই ক্ষুধা এবং এই নিন্দার হস্ত হইতে মোচিত কর। তুমি আমাদের উদ্দেশে রক্ষা এবং বিচিত্র কর্মদ্বারা অভিমত প্রদান কর। হে সর্কাপেক্ষা বলবান্! তুমি উপায়জ্ঞ।

১৫। তোমাদেরই সোম অভিষূত হউক। হে কলিগণ(২)! ভীত হইও না। এই রাজসাদি দূর হইয়া যাইতেছে। ইহারা আপনিই অপগত হইতেছে।

(১) মূলে “বেকনাটান অঃ দশঃ” আছে।

(২) মূলে “কলয়” আছে।

৬৭ সূক্ত।

আদিভাগণ দেবতা। সমদ নামক মহামীনের পুত্র মৎস্য; মিত্র ও বরুণের
পুত্র মান্য, অথবা অনেকগুলি মৎস্য জালবদ্ধ হইয়া এই স্তুতি করিয়াছিল,
অতএব তাহারা ই ঋষি(১)।

১। অভিমত ফল লাভার্থ, সুখ-প্রদ, বলবানু আদিভাগণের নিকট রক্ষা
যাক্কা করিতেছি।

২। মিত্র, বরুণ, অর্যমা, আদিভাগণ যেহেতু ছুঃসহ বলিয়া জানেন,
অতএব অহস্তি পণ করিয়া দিউন।

৩। আদিভাগণের বিচিত্র স্তুতিযোগ্য ধন আছে, তাহা হব্যদানী
যজমানের জন্য।

৪। হে বরুণাদি! তোমরা মহান্, হব্যদাতার প্রতি তোমাদের রক্ষা
মহতী; অতএব তোমাদের রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

৫। হে আদিভাগণ! আমরা জীবিত; ইদানীং আমাদিগের অভি-
ধান কর। হে আহ্বান শ্রবণকারীগণ! মৃত্যুর পূর্বে আগমন করিও।

৬। অশ্রু অভিমবকারীকে দাতব্য তোমাদের যে বরণীয় ধন আছে,
যে গৃহ আছে, তদ্বারা প্রীত করিয়া আমাদিগের প্রতি মিষ্ট কথা কও।

৭। হে দেবগণ! পাপশীলের মহাপাপ আছে, অপাপ ব্যক্তির
রমণীয় সুকৃত আছে। হে পাপশূন্য আদিভাগণ! আমাদের অভিলষিত
প্রদান কর।

৮। জাল যেন আমায় বন্ধন না করে, মহাকর্মেদের জন্য আমাদিগকে
জাল হইতে যেন ত্যাগ করে। ইন্দ্র ই বিখ্যাত এবং সকলের বণকারী।

৯। হে দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে পরিহার কর। আমাদিগকে
রক্ষা করিতে ইচ্ছা করতঃ হিংসক রিপুদিগের জালদ্বারা আমাদিগকে বাধা
দিও না।

(১) মৎস্যগণের কোনও উল্লেখ এ সূক্তে নাই, সুতরাং মৎস্য এই সূক্তের ঋষি
বিবেচনা করিবার কোনও কারণ নাই। সূক্তে যে জালের উল্লেখ আছে, সে মাচধরা
জাল নহে, সংসারের বিপদজাল, বা শত্রুতাজাল, বা পাপজাল। এই অর্থ করিলেই
সূক্তের সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

১০। হে দেবীঅদিতি! তুমি মহতী, আমি অভিমত লাভের জন্য তোমার স্তব করিতেছি ।

১১। হে অদিতি! সকলদিক হইতে রক্ষা কর। ক্ষীণ, উগ্রপুন্ড্র-বিশিষ্ট জলে হিংসাকারীর জাল আমাদের তনয়কে যেন হিংসা না করে।

১২। হে বিস্তীর্ণগমনবিশিষ্টা ও গুরুতরা (অদিতি)! তুমি পুন্ড্রের জীবনার্থ আমাদেরিগকে জীবিত রাখ।

১৩। সকলের শীর্ষস্থানীয়, মনুষ্যদিগের অহিংসাকারী, সুন্দর কীর্ত্তি-যুক্ত ও দ্রোহরহিত হইয়া যাঁহার আমাদেরিগের কর্ম্ম রক্ষা করেন।

১৪। হে আদিত্যগণ! সেই তোমরা, হিংসাকারীদিগের মুখ হইতে ধৃত চোরের ন্যায় আমাদেরিগকে রক্ষা কর।

১৫। হে আদিত্যগণ! এই জাল আমাদের হিংসা করিতে অক্ষম হইয়া অপগত হউক। লোকের দুর্ব্বুদ্ধিও অপগত হউক।

১৬। হে সুন্দর দানশীল আদিত্যগণ! তোমাদের আশ্রয়ে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণেও নানা ভোগ উপভোগ করিব।

১৭। হে প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত দেবগণ! যে পাপকারী শত্রু বারম্বার আমাদের প্রতি গমন করিতেছে, আমাদের জীবনার্থ তাঁহাদিগকে পৃথক কর।

১৮। হে আদিত্যগণ! (তোমাদের অনুগ্রহে) বন্ধন যেমন বন্ধ পুরুষকে ত্যাগ করে, সেইরূপ যে জাল আমাদেরিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, সেই জাল স্তুতিযোগ্য এবং ভজনাযোগ্য হউক।

১৯। হে আদিত্যগণ! তোমাদের ন্যায় বেগ আমাদের নাই। এই বেগ আমাদেরিগকে মুক্ত করিতে সমর্থ। তোমরা আমাদেরিগকে সুখী কর।

২০। হে আদিত্যগণ! বিবস্বানের আয়ুধ সদৃশ এই কৃত্রিম জাল পূর্ব্ব-কালে এবং এই কালে জীর্ণ ব্যক্তিকে বধ করে না।

২১। হে আদিত্যগণ! দ্বেষকারীগণকে উন্মূলিত কর। পাতকগণকে বিনাশ কর। জালকে বিনাশ কর। সর্ব্বব্যাপী পাপকে বিনাশ কর।

পঞ্চম অধ্যায় ।

৬৮ সূক্ত ।

শেষ ছয়টি ঋকের ঋক্ষ ও অশ্বমেধের দানস্ততি দেবতা; অপরাগুলির ইন্দ্র দেবতা । অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন প্রায়মেধ ঋষি ।

১। হে অত্যন্ত বলবান্ এবং সংপতি ইন্দ্র তুমি বহুকর্মা এবং হিংসকগণের অভিভবকারী, আমরা রক্ষা এবং সুখের জন্য তোমাকে রথের ন্যায় আবর্জিত করিতেছি ।

২। হে প্রভূত বলশালী, অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, বহুকর্মা এবং পূজনীয় ইন্দ্র ! তুমি বিশ্বব্যাগু মহত্বের দ্বারা (জগৎ) আপূরিত করিয়াছ ।

৩। তুমি মহান্, তোমার মহত্বদ্বারা পৃথিবীতে ব্যাগু হিরণ্য বজ্র হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করে ।

৪। আমি সমস্ত (শত্রুগণের) প্রতিগমনকারী ও দুর্দমনীয় বলের পাতি ইন্দ্রকে তোমাদিগের লোকসমূহের গমনের সহিত এবং রথের গমনের সহিত আহ্বান করি(১) ।

৫। নেতাগণ রক্ষার্থে ঘাঁহাকে নানা প্রকারে যুদ্ধে আহ্বান করেন, সেই সর্বদা বর্দ্ধমান ইন্দ্রকে (সাহায্যার্থে) আগমনের জন্য (আহ্বান করি) ।

৬। অপরিমিত শরীরবিশিষ্ট ও স্ততিদ্বারা পরিস্ক্রিয় ও সুন্দর ধন-বিশিষ্ট এবং ধনসমূহের স্বামী উগ্র ইন্দ্রকে (আহ্বান করি) ।

৭। যিনি নেতা এবং মনুষ্যাগণের যজ্ঞমুখস্থিত আত্মপূর্বিক স্ততি (শ্রবণ করিতে) সক্ষম, সেই ইন্দ্রকেই আমি মহৎ ধন লাভ করিবার জন্য সোম পানে আহ্বান করি ।

(১) ঋষি মন্ত্রগণকে, অথবা যজ্ঞানগণকে সযোজন করিয়া বলিতেছেন ।

৮। হে বলবান্! মনুষ্য তোমার সখ্য ব্যাপ্ত করিতে পারে না, তোমার বল ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

৯। হে বজ্রবান্! আমরা যেন তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া এবং তোমার সাহায্যে জলে (স্নান করিবার জন্য) এবং সূর্য্য (দর্শন করিবার জন্য) সংগ্রামে মহৎ ধন জয় করি।

১০। হে স্তুতির দ্বারা অভ্যন্ত স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! আমি প্রাজ্ঞ, যাহাতে তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর, আমরা তোমাকে সেইরূপে যজ্ঞের দ্বারা যাক্রা করি, তোমাকে স্তুতিদ্বারা যাক্রা করি।

১১। হে বজ্রবান্! তোমার সখ্য স্বাদু, তোমার (ধনাদির) প্রণয়ন স্বাদু এবং তোমার যজ্ঞ বিস্তারযোগ্য।

১২। আমাদের পুত্রের জন্য প্রভূত দান কর, আমাদের পৌত্রের জন্য প্রভূত দান কর এবং আমাদের নিবাসের জন্য প্রভূত দান কর আমাদের জীবনের জন্য (অভিলষিত) প্রদান কর।

১৩। মনুষ্যগণের জন্য হিত প্রার্থনা করি, গাভীর জন্য হিত প্রার্থনা করি, রথের জন্য সুন্দর পথ প্রার্থনা করি, যজ্ঞ প্রার্থনা করি।

১৪। ছয় জন নেতা সোমজন্য, হর্যহেতু, উপভোগার্থ ধনযুক্ত হইয়া দুইজন দুইজন করিয়া আমার নিকট আগমন করে।

১৫। ইন্দ্রোত্তের নিকট হইতে ঋজুগামী (অশ্বদ্বয়) গ্রহণ করিয়াছি, ঋক্সের পুত্রের নিকট হইতে হরিৎবর্ণ (অশ্বদ্বয়) গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হইতে রৌহিতবর্ণ (অশ্বদ্বয়) গ্রহণ করিয়াছি(২)।

১৬। অতিথিদের পুত্রের নিকট হইতে সুরথবিশিষ্ট (অশ্বসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি; ঋক্সের পুত্রের নিকট হইতে সুন্দর অভীশ্র(৩) বিশিষ্ট (অশ্বসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি এবং অশ্বমেধের পুত্রের নিকট হইতে সুরূপ (অশ্বসমূহ) গ্রহণ করিয়াছি।

(২) ঋক্সের পুত্রের ও অশ্বমেধের পুত্রের যজ্ঞে ইন্দ্রোত্ত তাঁহার পিতা অতিথিদের সহিত আগমন করিয়া ঋক্সকে অশ্বদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩) দীপ্তিবিশিষ্ট, অথবা লালানবিশিষ্ট।

১৭। অতিথিগ্নের পুত্র শুদ্ধকর্মা ইন্দ্রোত্তের নিকট হইতে বধুযুক্ত ছয়টি অশ্ব(৪), (ঋক্ষপুত্র ও অশ্বমেধপুত্রদত্ত অশ্বের) সহিত গ্রহণ করিয়াছি ।

১৮। দীপ্তিমতী, সেচনসমর্থ অশ্ববিশিষ্টা, দীপ্তিমতী এবং সুন্দর কশবতী (বড়বা) ও এই ঋজুগামী (অশ্বগণের) মধ্যে আছে ।

১৯। হে অন্নপ্রদগণ! নিন্দক মনুষ্যও যেন তোমাদিগের প্রতি নিন্দা আরোপ না করে ।

৬৯ সূক্ত ।

একাদশ ঋকের প্রথমার্দ্ধের বিশ্বদেবগণ দেবতা; শেষার্দ্ধের বরুণ দেবতা; অবশিষ্ট ঋকগুলির বরুণ দেবতা। প্রিয়মেধ ঋষি ।

১। যিনি বীরগণের হর্ষ উৎপন্ন করেন, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমরা তিনটি স্তোত্রবিশিষ্ট অন্ন সংগ্রহ কর। তিনি যজ্ঞভোগার্থ বহুপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট, কর্মদ্বারা তোমাদিগের সৎকার করিতেছেন ।

২। উষাগণের উৎপাদক, নদীগণের শব্দ উৎপাদক, গোসমূহের পতি (ইন্দ্রকে আহ্বান কর), যেহেতুক তিনি ক্ষীরপ্রদ, (গাভী হইতে উৎপন্ন অন্ন) ইচ্ছা করিতেছেন ।

৩। দেবগণের জন্মস্থানে, আদিত্যের দীপ্তিযুক্ত প্রদেগে যাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারে, যাহাদের দুক্ষে কৃপা পূর্ণ হয়, সেই গাভী সকল সবনত্রয়ে ইন্দ্রের সোম মিশ্রিত করিতেছে ।

৪। ইন্দ্র গোসমূহের স্বামী, যজ্ঞের পুত্র, সাধুলোকের পালক তিনি যাহাতে জানিতে পারেন, সেইরূপে স্তুতিবাক্যদ্বারা তাঁহার অর্চনা কর ।

৫। হরিনামক অশ্বগণ দীপ্তিযুক্ত হইয়া কুণোপরি (ইন্দ্রকে) ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা কুশস্থিত ইন্দ্রকে স্তুতি করিব ।

(৪) বধুযুক্ত অশ্ব কি? অশ্বের সহিত বোধ হয় অশ্বী দানও করা হইয়াছিল, নিম্নের ঋক দেখ ।

৬। ইন্দ্র যখন চারিদিক হইতে সমীপস্থিত মধুল ঋ করেন, তখন গৌসমূহ সেই বজ্রযুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে সোমের সহিত মিশ্রিত করিবার উপযুক্ত মধু দোহন করেন।

৭। যখন ইন্দ্র ও আমি সূর্য্যের গৃহে গমন করি, তখন আদিত্যের এক বিংশতি স্থানে(১) মধুপান করিয়া উভয়ে মিলিত হই।

৮। হে প্রিয়মেধগণ! তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা কর। বিশেষরূপে অর্চনা কর, পুঞ্জগণ পুরবিদারীকে যেরূপ (অর্চনা করে), সেই রূপ ইন্দ্রের অর্চনা করুক।

৯। গর্ গর্ ধনিসু ক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে, গোধা(২) চতুর্দিকে শব্দ করিতেছে। পিঙ্গলবর্ণ জ্যা শব্দ করিতেছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্তুতি কর।

১০। যখন শুভ্রবর্ণ, সুন্দর দোহনবিশিষ্ট নদীসকল অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন ইন্দ্রের পানার্থ অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ সোম গ্রহণ কর।

১১। ইন্দ্র পান করিলেন, অগ্নি পান করিলেন, বিশ্বদেবগণ তৃপ্ত হইলেন, বকণ এই গৃহে বাস করুন, বৎসের সহিত মিলিত গৌসকল যেরূপ বৎসের জন্য শব্দ করে, সেইরূপ উদকসমূহ বকণের স্তুতি করিতেছে।

১২। হে বকণ! তুমি সূদেব, রশ্মিসমূহ যেরূপ সূর্য্য্যভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তোমার তালুতে সপ্তনদী অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে।

১৩। যে ইন্দ্র বিবিধ গমনবিশিষ্ট রথে সম্বদ্ধ অশ্বগণকে হব্যদাতার নিকটে গমনার্থ ছাড়িয়া দেন, যে ইন্দ্র উপমাংসুল, যাঁহাকে সকলে পথ ছাড়িয়া দেন, সেই ইন্দ্র (যজ্ঞে) গমনকালে (জলের) নেতা হন।

১৪। শক্র (সংগ্রামে শত্রুদিগকে) অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন সমস্ত দ্বেষকারীগণকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। কমলীয়, উৎকৃষ্ট ইন্দ্র বাক্যদ্বারা তাড়না করতঃ মেঘ ভেদ করেন।

(১) একবিংশতি স্থান যথা—দ্বাদশমাস, পাঁচঋতু, তিনলোক, আর আদিত্য।
সায়ণ।

(২) হস্তয়া। সায়ণ।

১৫। এই ইন্দ্র, ক্ষুদ্রশরীর কুমারের ন্যায় নৃতন রথে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইন্দ্র পিতামাতার জন্য প্রকাণ্ড যুগ্মস্বরূপ, বহুকর্মা (মেঘকে) পরিপাক করিতেছেন।

১৬। হে সুন্দর হনুবিশিষ্ট রথস্বামী! তুমি স্বচ্ছন্দগমনকারী, দীপ্ত, সহস্রপাদবিশিষ্ট, উজ্জল হিরণ্যুর রথে আরোহণ কর, পরে আমরা ছুজনে মিলিত হইব।

১৭। অন্নবানুগণ আপনাই দীপ্ত ইন্দ্রকেই এই প্রকারে সেবা করিতেছে, পরে যখন গমনার্থ এবং হব্যদানার্থ (স্তুতি সকল) ইন্দ্রকে আবর্তিত করে, তখন সুস্থাপিত ধন (প্রাপ্ত হয়)।

১৮। প্রিয়মেধাগণ ইহানিগের পুরাতন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্বপ্রদানের নিমিত্ত কুশ বিত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং হব্য স্থাপন করিয়াছেন।

৭০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। পুরুহণ্য ঋষি।

১। যিনি মনুম্যগণের রাজা, যিনি রথে গমন করেন, যাহার গমনে কেহ বাধা দিতে পারে না, সমস্ত সৈন্যের উদ্ধারকর্তা, সেই জ্যেষ্ঠ রত্ন হইন্দ্রকে স্তব করি।

২। হে পুরুহণ্য! রক্ষার্থ ইন্দ্রকে অলঙ্কৃত কর। তোমার পালক ইন্দ্রের দুই প্রকার স্বভাব। তিনি হস্তে দর্শনীয় বজ্র ধারণ করেন, ঐ বজ্র আকাশে দৃশ্যমান সূর্যের ন্যায়।

৩। সর্বদা বুদ্ধিশীল, সকলের স্তুত, মহান্ ও অন্যের অভিভবকর ইন্দ্রকে যিনি যজ্ঞের দ্বারা (অনুকূল) করেন, তিনি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কর্মের দ্বারা ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না।

৪। অন্যের অসহ, উগ্র ও শত্রুসেনার অভিভবকর ইন্দ্রকে স্তব করি। ইন্দ্র জঘগ্রহণ করিলে মহতী ও বহুবেগবিশিষ্টা ধেনু সকল স্তুতি করিয়াছিল, ছালোকসকল এবং পৃথিবীসকলও স্তুতি করিয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র ! তুমি লোক তোমার পরিমাণ করিতে পারে না, পৃথিবী শত শত হইলেও তোমার পরিমাণ করিতে পারে না, সহস্র ঋগ্বেদ প্রকাশ করিতে পারে না, যাহা কিছু জন্মিয়াছে, তাহা এবং দ্যাবাপৃথিবী তোমার পরিমাণ করিতে পারে না ।

৬। হে অভিল্যম্প্রদ, অত্যন্ত বলবান্, ধনবান্, বজ্রবান্ ইন্দ্র ! তুমি মহৎ বলের দ্বারা বল ব্যাণ্ড করিয়াছ। আমাদের গোসমূহের নিমিত্ত আমাদিগকে বিচিত্র রক্ষাকার্য্যদ্বারা রক্ষা কর ।

৭। হে দীর্ঘায়ু ইন্দ্র ! যে ব্যক্তি শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজিত করে, ইন্দ্র তাহারই জন্য হরিদ্রয় যোজিত করেন ; যে ব্যক্তি দেবরহিত, সে সমস্ত অগ্নি পায় না ।

৮। তোমরা পূজনীয়, মহনীয় এবং দানার্থ মিলিত ইন্দ্রের পরিচর্যা কর। জললাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত ; নিম্নস্থল লাভার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান করা উচিত ; সংগ্রামে আহ্বান করা উচিত ।

৯। হে বাসপ্রদ, শূর ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে মহৎ ধন লাভের জন্য উৎখাপিত কর। হে শূর ! হে মঘবা ! হে ইন্দ্র ! মহৎ ধন দানের জন্য এবং মহতী কীর্ত্তি দানের জন্য উদ্যোগবিশিষ্ট হও ।

১০। হে ইন্দ্র ! তুমি যজ্ঞাভিলাষী, যে তোমাকে নিন্দা করে, তাহার (ধন অপহরণ করিয়া) তুমি অত্যন্ত শ্রীতি প্রাপ্ত হও । হে তর্পণীয়, প্রভূত-ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র ! তুমি উকদ্বয়ের মধ্যে আমাদিগকে আচ্ছাদিত কর ; আর বধ কর, অস্ত্রের দ্বারা দাসকে মারিয়া ফেল(১) ।

১১। হে ইন্দ্র ! তোমার সখা পর্ব্বত অন্যরূপ ব্রতধারী, অমায়ুষ, যজ্ঞরহিত, দেবদেবী ব্যক্তিকে স্বর্গ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করেন ; তিনি দম্বাকে মৃত্যুর হস্তে প্রেরণ করেন ।

১২। হে বলবান্ ইন্দ্র ! তুমি আমাদের জন্য এই ভাজ্য যবের ন্যায় গোসমূহকে হস্তে গ্রহণ কর ; তুমি আমাদিগকে অভিল্যম্প্রদ করিতেছ, আরও অভিল্যম্প্রদ করিয়া আরও গ্রহণ কর ।

১৩। হে সখাগণ! কৰ্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই হিংসাকারী
ইন্দ্রকে কেমন করিয়া স্তুতি করিব? তিনি শক্রগণের ভক্ষক এবং সুরী;
তিনি কখনও জ্বলনত হন না।

১৪। হে সকলের পূজনীয় ইন্দ্র! বহুসংখ্যক ঋষি এবং হব্যদায়ীগণ
তোমার স্তব করে। হে হিংসক ইন্দ্র! তুমি এক এক করিয়া বহুতর প্রকারে
স্তোতাগণকে বহুবৎস দান কর।

১৫। এই মঘবা! তিন জন হিংসকের নিকট হইতে যুদ্ধে বিজিত,
গো ও বৎস কর্ণে ধারণ করতঃ আমাদের নিকট আনয়ন করুন। স্বামী
এইরূপে হমনার্থ অজ্ঞাকে আনয়ন করে।

৭১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। স্তুতিভি এবং পুরুষোত্তম ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে বহুসংখ্যক অদাতাগণ হইতে লব্ধ
মহাধনের দ্বারা পালন কর; শত্রুলোকের হস্ত হইতেও রক্ষা কর।

২। হে প্রিয়জাত অগ্নি! পুরুষস্বভবেমূলভ ক্রোধ তোমাকে বাধা
দিতে পারেন। এবং তুমিই রাজিবান্।

৩। হে বলের পুত্র প্রশংসনীয় তেজোযুক্ত অগ্নি! তুমি সমস্ত দেব-
গণের সহিত অবস্থিত হইয়া আমাদিগকে সকলের বরণীয় ধন প্রদান
কর।

৪। হে অগ্নি! যে অদাতা ধনবান্গণ হব্যদায়ীকে তুমি পালন কর,
সেই ব্যক্তিকে পৃথক করিয়া দেও।

৫। হে মেধাবী অগ্নি! তুমি যে ব্যক্তিকে ধন লাভের উদ্দেশে যজ্ঞে
প্রবর্তিত কর, সে তোমার রক্ষার দ্বারা গোবিশিষ্ট হয়।

৬। হে অগ্নি! তুমি হব্যদায়ী মন্ত্রের জন্য বহুবীরবিশিষ্ট ধন
প্রদান কর, বাসযোগ্য ধনের অভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ কর।

৭। হে জাতবেদা! আমাদিগকে রক্ষা কর, অনিষ্টাভিলাষী হিংসা-
বুদ্ধি মন্ত্রের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিও না।

৮। হে অগ্নি! তুমি দ্যোতমান, কোন দেবরহিত ব্যক্তি তোমার ধন দান যেন রহিত করিতে না পারে ।

৯। হে বলের পুত্র সখা, বাসপ্রদ অগ্নি! আমরা স্তোতা, তুমি আমাদের মহাধন প্রদান কর ।

১০। আমাদের স্তুতি সকল দাহকর নিখাবিশিষ্ট, দর্শনীয় অগ্নির অতিমুখে গমন করুক । যজ্ঞ সকল রক্ষার নিমিত্ত হব্যবিশিষ্ট হইয়া প্রভুত ধনবিশিষ্ট, অনেকের স্তুত অগ্নির অতিমুখে গমন করুক ।

১১। স্তুতি সকল বলের পুত্র, জাতবেদ্য বরনীয় অগ্নির অতিমুখে গমন করুক, অগ্নি অমর, মনুষ্য মধ্যেও থাকেন, তিনি দুই প্রকার । মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি হোমসম্পাদক এবং মন্তকারী ।

১২। দেবগণের যাগের জন্য আমাদের অগ্নিকে স্তব করিতেছি, যজ্ঞ প্ররম্ব হইলে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, কর্মকালে প্রথমে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, (শত্রু) উপস্থিত হইলে অগ্নিকে স্তব করিতেছি, ক্ষেত্রের ফল লাভার্থ অগ্নিকে স্তব করিতেছি ।

১৩। অগ্নি বরনীয় ধনের ঈশ্বর, আমরা তাঁহার সখা, তিনি আমাদের অগ্নিকে অন্নদান করুন । পুত্রের জন্য, পৌত্রের জন্য সেই বাসপ্রদ অগ্নিপালক অগ্নির নিকট বহুধন যাক্রা করি ।

১৪। হে পুরুষোত্তম! তুমি রক্ষার জন্য অগ্নিকে গাথা দ্বারা স্তব কর, তাঁহার নিখা দাহকর, ধন্যার্থ তাঁহাকে স্তুতি কর, অন্য লোকেও তাঁহাকে স্তুতি করে, সুদিত্তির জন্য গৃহ যাক্রা কর ।

১৫। শক্রগণকে পৃথক করিবার জন্য অগ্নিকে স্তব করি, সুখ এবং অভয় দানের জন্য অগ্নিকে স্তব করি; অগ্নি সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে রাজার ন্যায়, ঋষিগণের বাসপ্রদ এবং আহবানযোগ্য হউন ।

৭২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। প্রগাথের পুত্র হব্যত ঋষি।

১। তোমরা শীঘ্র হব্য প্রস্তুত কর, অগ্নি আনিয়াছেন, অধ্বর্যু পুন-
রায় যজ্ঞ ভজন্য করিতেছেন, উনি হবি প্রদান করিতে জানেন।

২। অগ্নির সহিত যজ্ঞমানের সখা, সংস্থাপনকর্তা, হোতা, ত্রীক্ষু
অংশবিশিষ্ট অগ্নির নিকটে উপবেশন করিতেছেন।

৩। যজ্ঞমানের অভিনবিত সিদ্ধির জন্য তাঁহারা আপনাদের প্রজা
বলে সেই ক্রম অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন (করিতে) ইচ্ছা করিতেছেন, জিহ্বা
জাত (স্বতি) দ্বারা নিম্নিত অগ্নিকে গ্রহণ করিতেছেন।

৪। যে অন্তরীক্ষ সমস্ত রহং বস্তুতে অতিক্রম করে। অন্নদাতা অগ্নি
সেই অন্তরীক্ষকে অতিশয় তাপ প্রদান করিতেছেন। তিনি শিখা দ্বারা
মেঘকে বধ করিতেছেন এবং জলের উপর আরোহণ করিয়াছেন।

৫। বৎসরের ন্যায় (চঞ্চল), শ্বেতবর্ণ অগ্নি, এই জগতে নিরোধকারী
ব্যক্তির নিকট গমন করেন, স্তোতাকে কামনা করেন।

৬। এই অগ্নির মাহাত্ম্যযুক্ত, অংশবিশিষ্ট যে প্রকাণ্ডযুগ ও রথের
রজ্জু আছে।

৭। সপ্তঋত্বিক শকযুক্ত সিঙ্কুনদীর ঘাটে জল দোহন করিতেছেন।
দুই জন ঋত্বিক্ অপর পাঁচ জনকে প্রবর্তিত করিতেছে।

৮। পরিচর্যাকারী দশ (অঙ্গুলি) দ্বারা যাচিত হইয়া ইন্দ্র আকাশে
মেঘ হইতে তিন প্রকার রশ্মি দ্বারা জলবর্ষণ করিয়াছিলেন।

৯। ভিনবর্ণবিশিষ্ট, বেগবান অগ্নি নৃতন শিখার সহিত যজ্ঞ
গমন করিতেছেন। হোমনিষ্পাদক অধ্বর্যুগণ মধু দ্বারা উহার পূজা
করিতেছেন।

১০। উপরিভাগে চক্রবিশিষ্ট, পরিণত দীপ্তি, নিম্নমুখদ্বারযুক্ত,
অক্ষীণ, রক্ষাকারী অগ্নির উপরে অবনত হইয়া উহাকে সিক্ত করিতে
ছেন।

১১। আদরযুক্ত অধ্বৰ্য্যগণ সমীপবর্তী হইয়াই রক্ষাকারী অগ্নির
বিসর্জনের সময়ে একাণ্ডপাত্রে মধুসেক করিতেছেন ।

১২। স্বস্তের দ্বারা দোহনীর প্রচুর দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে, হে গো
সকল ! তোমরা রক্ষাকারী অগ্নির নিকটে গমন কর । অগ্নির উভয় কৰ্ম্ম
হিরণ্যম্ ।

১৩। হে অধ্বৰ্য্যগণ ! দুগ্ধ দোহন করা হইলে দ্যাবাপৃথিবীতে আশ্রিত
এবং মিশ্রায়োগ্য দুগ্ধ সেক কর । অনন্তর অজ্ঞাভুগ্নে অগ্নিকে স্থাপন কর ।

১৪। তাহার আগ্নাদিগের নিবাসস্বরূপ অগ্নিকে জানিয়াছে, বৎস
যেমন জননীর সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ গো সকল আগ্ন বন্ধুজনের
সহিত মিলিত হইতেছে।

১৫। শিখাদ্বারা ভক্ষণকারী (অগ্নির) অন্ন (ইন্দ্র ও অগ্নিকে) পোষণ
করে, অন্তরীক্ষে উপকার করে, ইন্দ্র ও অগ্নিতে সমস্ত অন্ন প্রদান কর ।

১৬। গমনশীল বায়ু চঞ্চল পাদযুক্ত, মাধ্যমিকী বাকু হইতে সূর্য্যের
সপ্তরশ্মিদ্বারা বর্জিত অন্ন ও রস গ্রহণ করিতেছেন ।

১৭। হে মিত্র ও বন্ধন ! সূর্য্য উদিত হইলে তিনি সোম স্বীকার
করেন, উহা আতুরের ঔষধ । এই হর্য্যত ঋষির যে স্থান হব্য স্থাপন করি-
বার উপযুক্ত, তথা হইতে অগ্নি শিখাদ্বারা দু্যলোক ব্যাপ্ত করেন ।

৭৩ সূক্ত ।

অশ্বিনয় দেবতা । সপ্তবদ্বি ঋষি ।

১। হে অশ্বিনয় ! আমি যজ্ঞাভিলাষী, আমার জন্য উদিত হও, রথ
যোজিত কর । তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক ।

২। হে অশ্বিনয় ! অতিশয় বেগবানু রথে নিমেষ মধ্যে আগমন কর ।
তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক ।

৩। হে অশ্বিনয় ! অত্রির জন্য হিমজলের দ্বারা কৰ্ম্ম নিবারণ কর ।
তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক ।

৪। তোমরা কোথায় আছ? কোথায় যাইতেছ? শ্রেনপক্ষীর মত
কোথায় গতিত হইতেছ? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

৫। কোন কালে, কোন স্থানে, অদ্য আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ
করিবে, তাহা জানি না। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

৬। যথাকালে অতিনয় আহ্বানযোগ্য অশ্বিনয়ের নিকট গমন করি,
নিকটবর্তী বান্ধবের নিকট গমন করি। তোমাদের রক্ষা আমাদের
সমীপবর্তী হউক।

৭। হে অশ্বিনয়! তুমি জন্ম রক্ষাকারী গৃহ নির্মাণ করিয়া
ছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

৮। হে অশ্বিনয়! মনোহর স্তুতিকারী অত্রি জন্ম অগ্নিকে তাপ হইতে
পৃথক কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

৯। সপ্তবধি তোমাদের স্তুতিদ্বারা অগ্নির ধারাকে শয়ন করাইয়া-
ছিলেন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১০। হে রুতিশ্রদ, ধনবিশিষ্ট অশ্বিনয়! এই স্থানে আগমন কর,
আমার আহ্বান শ্রবণ কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী
হউক।

১১। হে অশ্বিনয়! জীর্ণ রুদ্ধের ন্যায় তোমাঙ্গিকে পুনঃ পুনঃ আহঁস
আইস বলিতে হয় কেন? তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১২। হে অশ্বিনয়! তোমাদের উভয়ের উৎপত্তি স্থান একই, তোমা-
দের বন্ধুও এক। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১৩। হে অশ্বিনয়! তোমাদের যে রথ আছে, সে দ্যাবাপৃথিবী এবং
লোকসমূহে গমন করে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১৪। হে অশ্বিনয়! সহস্র গোসমূহ এবং সহস্র অশ্বসমূহের সহিত
আমাদের নিকট আগমন কর। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী
হউক।

(১) সপ্তবধি পেটক মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পরে অশ্বিনয়ের
অনুগ্রহে নির্গত হইয়াছিলেন। ৫। ৭৮। ৫ ঋক রেখ।

১৫। হে অশ্বিধ্বয়! সহস্রসংখ্যক গোসমূহ ও অশ্বসমূহের সাহায্যে আমাদের নিবারণ করিওনা। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১৬। হে অশ্বিধ্বয়! উষা শুভ্রবর্ণা, তিনি যজ্ঞবতী, তিনি জ্যোতিঃ নির্মাণ করেন। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১৭। কুঠারবিগ্নিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ রক্ষা স্বেদন করে, অত্যন্ত দীপ্তিমান, স্বর্ঘ্য সেইরূপ তমঃ নিবারণ করেন, অতএব অশ্বিধ্বয়কে (আশ্রয় করি)। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

১৮। হে পরাভবকারী সপ্তবহ্নি! তুমি কৃষ্ণপেটক মধ্যে আবৃত হইয়াছিলে, পরে তাহাকে নগরের ন্যায় দক্ষ করিয়াছিলে। তোমাদের রক্ষা আমাদের সমীপবর্তী হউক।

৭৪ সূক্ত।

শেষ ভিনটী ঋকের শুভর্ক। নামক রাজার দানস্তুতি দেবতা; অপরাণ্ডলির অগ্নি দেবতা। গোপবন ঋষি।

১। তোমরা অগ্নিভিলাষী, সমস্ত প্রজাগণের অতিথি ও অনেকের শ্রিয় অগ্নির স্তুতি সম্পাদন কর, আমি তোমাদের সুরের জন্য স্তোত্রের দ্বারা গুঢ়বাক্য উচ্চারণ করি।

২। যাঁহার উদ্দেশে মৃত হোম করা হয় এবং লোকে যাঁহার উদ্দেশে হব্য দান করতঃ স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করে।

৩। যিনি (স্তোত্রার) প্রশংসা করেন, যিনি জাতবেদা এবং যিনি যজ্ঞ প্রদত্ত হব্যসমূহ ছালোকে প্রেরণ করেন।

৪। যাঁহার শিখাসমূহে ঋকপুত্র মহান্ শুভর্ক বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মহস্তা জ্যেষ্ঠ এবং মনুয্যগণের হিতকর অগ্নির নিকট আমি উপস্থিত হইয়াছি।

৫। তিনি মরণরহিত, জাতবেদা ও স্তুতিযোগ্য, তিনি তমঃ দূর করেন, তাঁহার উদ্দেশে মৃত হোম করা হয়।

৬। বাধাবিগ্নিষ্ট এই সকল লোকে যজ্ঞ করতঃ ও ঋক সংযত করতঃ হব্যের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করে।

৭। হে কৃষ্ণ সূজাত, সূক্রতু, অমুট এবং দর্শনীয় অগ্নি! আমরা তোমার এই নূতন স্তুতি করিলাম।

৮। হে অগ্নি! উহা অত্যন্ত সুখকর, প্রভূত অন্নবিশিষ্ট ও তোমার প্রিয় হউক। তুমি উহা দ্বারা উত্তমরূপে স্তুত হইয়া হৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।

৯। উহা প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, উহা সংগ্রামে অমের উপরি প্রভূত অন্ন ধারণ করুক।

১০। যিনি বলপূর্বক (শত্রুর) অন্ন ও প্রসংশনীয় (ধন) হিংসা করেন, সেই দৌণ্ড এবং (ধনদ্বারা) রথপূরক অগ্নিকে মনুষ্যাগণ গমনশীল অশ্বের ন্যায় ও সংপতি ইন্দ্রের ন্যায় (পরিচর্যা করুন)।

১১। হে অগ্নি! গোপবন স্তুতি করাতে, তুমি অন্ন প্রদান করিয়াছ; তুমি সর্বত্র গমনশীল ও পারক, তুমি তাহার আচ্ছাদন শ্রবণ কর।

১২। লোক বাধ্যযুক্ত হইয়াও অন্ন লাভের জন্য তোমার স্তুতি করে, তুমি সংগ্রামে প্রবুদ্ধ হও।

• ১৩। আমি আহুত হইয়া শত্রুগণের গর্ষ খর্বকারী, ঋক্ষপুত্র শুতর্বা রাজার প্রদত্ত লোমযুক্ত অশ্ব চতুর্দয়ের উন্নত লোমবিশিষ্ট মন্তক হস্তদ্বারা মার্জনা করিব।

১৪। অত্যন্ত অন্নবিশিষ্ট শুতর্বা রাজার চারিটী অশ্ব দ্রুতগামী ও উত্তম রথযুক্ত হইয়া পক্ষী সকল বেরূপ তুণ্ডকে বহন করিয়াছিল, সেইরূপ অন্ন বহন করিতেছে।

১৫। হে মহানদী পকষী(১)! তোমাকে সত্যই বলিতেছি, হে জল! এই সর্ষাপেক্ষা অধিক বলবান্ শুতর্বা হইতে অধিক অশ্ব আর কোন মনুষ্য দান করিতে পারে না।

(১) আধুনিক রাবীনদী। ১০।৭৫।৫ ঋকের টীকা দেখ।

৭৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অজিরাপুত্র বিরূপ ঋষি।

১। হে অগ্নি ! রথীর ন্যায় তুমি দেবগণের আছান্বে অত্যন্ত পটু অশ্বগণকে যোজিত কর; তুমি হোতা, তুমি প্রধান হইয়া উপবেশন কর।

২। হে দেব ! তুমি দেবগণের নিকট আমাদের বিদ্বানশ্রেষ্ঠ বলিয়া বল এবং সমস্ত বরুণীয় (ধন অথবা হব্য) সার্থক কর।

৩। হে যুবতম, বলের পুত্র আহুত অগ্নি ! তুমি সত্যবান্ ও যজ্ঞার্থ।

৪। এই অগ্নি শত ও সহস্রসংখ্যক অন্নের স্বামী, শিরোবিশিষ্ট, কবি ও ধনপতি।

৫। হে গমনশীল (অগ্নি) ! ঋতুগণ যেরূপ রথনেমি আনমিত করে, সেইরূপ তুমি একত্রে আহুত (দেবগণের) সহিত অতি নিকটবর্তী যজ্ঞ আনমিত কর।

৬। হে বিরূপ ! তুমি নিত্য বাক্যদ্বারা তৃপ্ত ও অভীষ্টবর্ষী অগ্নির স্তুতি কর।

৭। আমরা গাভীগণের জন্য অনঙ্গচ কুবিশিষ্ট, এই অগ্নির শিখাদ্বারা কোন্ পণির হিংসা করিব ?।

৮। আমরা দেবগণের পরিচারক, যেরূপ দুক্ষপ্রদাত্রী গাভীকে পরিত্যাগ করা হয় না, যেরূপ গাভীগণ কৃশ (বৎসকে) পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ আমাদের পরিত্যাগ করিও না।

৯। সমুদ্রতরঙ্গ যেরূপ নৌকাকে বাধা প্রদান করে, সেইরূপ যেন শত্রুসকলের ছুটে বুদ্ধি আমাদের বাধা না দেয়।

১০। হে অগ্নিদেব ! মনুষ্যগণ বল লাভের জন্য তোমার উদ্দেশে নমস্কার শব্দ উচ্চারণ করে, তুমি বলদ্বারা শত্রু নাশ কর।

১১। হে অগ্নি ! আমরা গাভী লাভ করিতে পারিব বলিয়া তুমি বহুধন দান কর, তুমি সমৃদ্ধিকারী, তুমি আমাদের সমৃদ্ধ কর।

১২। তুমি ভারবাহী ব্যক্তির ন্যায় আমাদেরিগকে এই সংগ্রামে পরি-
ভ্যাগ করিও না। তুমি ধন জয় কর, উহা (শত্রুগণের সহিত) ছিন্ন হই-
তেছে।

১৩। হে অগ্নি! এই বাধাসমূহ, অন্য লোকের তর (উৎপাদন
ককক), তুমি আমাদের বলোপেত বেগ বর্জিত কর।

১৪। যে নমস্কারকারীর, অথবা অদৃষ্ট যাগবিশিষ্ট ব্যক্তির কর্ম সেবা
করে, তাহারই নিকট অগ্নি বিশেষরূপে গমন করেন।

১৫। শত্রু সেনা হইতে পৃথক (সেনাগণকে) অভিযুখীন কর; বাহা-
দের মধ্যে আমি আছি, তাহাদের রক্ষা কর।

১৬। হে অগ্নি! তুমি পিতা, আমরা পুত্রের ন্যায় (একগণে) তোমার
রক্ষা অবগত আছি, অনন্তর তোমার সুখ যাক্রা করি।

৭৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্ঠগৌত্রীয় কুরুস্তুতি ঋষি।

১। এই ঐশ্বজ ইন্দ্রকে শত্রু ছেদনের জন্য আহ্বান করি, তিনি স্বীয়
বলে সকলের স্বামী এবং মরুৎগণবিশিষ্ট।

২। এই ইন্দ্র মরুৎগণে মিলিত হইয়া শত সন্ধিবিশিষ্ট বজ্রধারা হস্তের
মস্তক ছেদ করিয়াছেন।

৩। ইন্দ্র বর্জিত ও মরুৎগণে মিলিত হইয়া হস্তকে বিদীর্ণ করিয়াছেন
এবং অন্তরীক্ষের জল অপসৃত করিয়াছেন।

৪। যিনি মরুৎগণযুক্ত হইয়া সোমপানার্থে এই স্বর্গ জয় করিয়া-
ছেন, ইনিই (সেই) ইন্দ্র।

৫। ইনি মরুৎগণযুক্ত, স্বজীৱ, সোমবিশিষ্ট, ওজস্বী এবং মহানু,
আমরা স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করি।

৬। আমরা মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্রকে এই সোমপানার্থে পুরাতন ভোত্র-
দ্বারা আহ্বান করি।

৭। হে মেচনসমর্থ, অনেকের আহৃত শতক্রতু! তুমি মৰুৎগণের সহিত এই যজ্ঞে সোম পান কর।

৮। হে বজ্রবান! তোমার এবং মৰুৎগণের জন্য সোম অভিবৃত্ত হইয়াছে, উক্ণ মন্বোচ্চারণকারী ব্যক্তিগণ অন্তরের সহিত আহ্বান করিতেছে।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি মৰুৎগণের সখা, তুমি আমাদের স্বর্ণপ্রাপ্তিহেতু যজ্ঞে(১) অভিবৃত্ত সোম পান কর এবং বলপূৰ্ব্বক বজ্র তীক্ষ্ণ কর।

১০। তুমি অভিমবণ কলকে অভিবৃত্ত সোমপান করতঃ বলের সহিত উঠিয়া হনুদ্বয় কম্পিত কর।

১১। তুমি শক্রগণকে বিনাশ কর, দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই তোমার কম্পনা করে; তুমি সৰ্বদা দন্যদিগকে বিনাশ কর।

১২। অষ্টাদিক ও নবদিকব্যাপী(২) যজ্ঞস্পর্শী স্তুতিও ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন। আমি সেই স্তুতি সম্পাদন করিতেছি।

৭৭ হুক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কুরুস্তুতি ঋষি।

১। ইন্দ্র জম্বিয়াই বহু কর্মবিশিষ্ট হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উগ্র কে এবং প্রসিদ্ধ কে?

২। শবসী তৎকণাৎ বলিলেন, হে পুত্র! ঔর্ণবাত, অহীশুব প্রভৃতি অনেকে আছে, তাহাদের নিস্তার করা উচিত।

৩। রত্নহা ইন্দ্র তাহাদিগকে রজ্জুদ্বারা (রথ চক্রের) অরসমূহের ন্যায় যুগপৎ আকর্ষণ করিলেন এবং দন্যগণকে হনন করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন।

৪। ইন্দ্র, সোমপূর্ণ ত্রিশটি কমনীয় পাত্র যুগপৎ পান করিলেন(১)।

(১) এইখানে ও অন্য অনেক স্থানে “দিবিষ্টনু” শব্দ আছে। বজ্রদ্বারা স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া বার, এই বিখ্যাত ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে।

(২) চারিদিক ও চারি কোণ এবং আদিত্য সহীরা নবদিক। সায়ণ।

(১) ইন্দ্র জম্বিবাগেই অভিশর শুর ও সোমপ্রিয়, তাহা এই চারি ঋকে প্রদর্শিত হইল।

৫। ইন্দ্র দুলরহিত অন্তরীক্ষ প্রদেশে স্তুতিকারীকে বৃদ্ধি করিবার জন্য চারিদিক হইতে মেঘকে হিংসা করিলেন।

৬। এই ইন্দ্র পক্ষ অন্ন নির্মাণ করতঃ বিস্তৃত বাণ গ্রহণ করিয়া মেঘ সকলকে বিদ্ধ করিলেন।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার একঘাত্ত বাণ শতাংশবিশিষ্ট এবং সহস্র পত্র-বিশিষ্ট; তুমি এই বাণকেই সহায় কর।

৮। স্তুতিকারী পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের আহারার্থ সেই বাণদ্বারা (প্রভূত ধন) আহরণ কর, জাতমাত্রেই প্রভূত এবং স্থির হও।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি এই সকল অভ্যন্ত প্রবদ্ধ ও চতুর্দিকে পরিণত পর্দিত নির্মাণ করিয়াছ; বৃদ্ধিতে উহাদের স্থিরভাবে ধারণ কর।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তাহা প্রদান করিতেছেন, তিনি উরুগতিবিশিষ্ট ও তোমার দ্বারা প্রেরিত(২)। ইন্দ্র শত মহিষ ও ক্ষীর পক্ষ অন্ন ও বরাহ দান করিয়াছেন(৩)।

১১। তোমার ধনুঃ বহু বাণক্ষেপী, সুনির্মিত ও সুখর, তোমার বাণ কার্যসাধন ক্রমেও স্বর্ণময়; তোমার বাহুবল রমণীয় এবং মর্মভেদী, উহার দ্বারা সুসংস্কৃত ও যজ্ঞবর্দ্ধক।

৭৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কুরুহুতি ঋষি।

১। হে শূর ইন্দ্র! পুরোডাস নামক অন্ন আহার করতঃ শত এবং সহস্র গাভী দান কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গো এবং অশ্ব প্রদান কর, মনোহর হিরণ্য অলঙ্কার যুগপৎ প্রদান কর।

(২) বিষ্ণুর অর্থ ঋগ্বেদে সূর্য। সূর্যরূপ বিষ্ণু জল (অর্থাৎ রক্তি) উৎপন্ন করেন, তিনি ইন্দ্রদ্বারা প্রেরিত এবং তিনি উরুগতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ আকাশে ভ্রমণ করেন।

(৩) মহিষ ও বরাহ ধান্যক্রব্য ছিল।

৩। হে শত্রু পরাজয়কারী, বাসঐন্দ ইন্দ্র ! তোমারই কথা শুনা যায়
তুমি আমাদেরকে বহুসংখ্যক কর্ণভরণ প্রদান কর ।

৪। হে শত্রু ইন্দ্র ! তোমা ভিন্ন অন্য বর্জনকারী কেহ নাই, তোমা
অপেক্ষা উত্তম ভাগকারী অথবা উত্তম দাতা নাই, ঋত্বিকৃগণের নেতাও
নাই ।

৫। ইন্দ্র কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না, তিনি পরিভূত হন না, তিনি
সমস্ত জগৎ দর্শন করেন এবং শ্রবণ করেন ।

৬। ইন্দ্র মনুষ্যদের অহিংসিত, তিনি ক্রোধকে মনে স্থান দেন না,
মিন্দার পূর্বেই স্থান নাই ।

৭। ভূরাষিত, রূতঘাতি, সোমপায়ী ইন্দ্রের উদর পরিচর্যাকারীর
কর্মদ্বারাই পূর্ণ আছে ।

৮। হে ইন্দ্র ! সমস্ত ধন তোমাতে সঙ্গত হইয়াছে, হে সোমপায়ী !
সমস্ত সৌভাগ্য সঙ্গত হইয়াছে, সুদান সর্বদাই বুটিলতারহিত ।

৯। আমার মন যবাভিলাষী, গবাভিলাষী, হিরণ্যাভিলাষী ও অশ্বাভি-
লাষী হইয়া তোমারই নিকট গমন করিতেছে ।

১০। হে ইন্দ্র ! আমি তোমার আশাতেই হস্তে দাত্র(১) ধারণ
করিতেছি, হে মঘবা ! পূর্বচ্ছিন্ন, অথবা পূর্ব সংগৃহীত যবের মুক্তি পূর্ণ কর ।

৭৯ হুক্ত ।

সোম দেবতা । কুম ঋষি ।

১। এই সোম কর্তা, কেহ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, ইনি বিশ্ব-
জ্ঞেতা এবং উদ্ভিদ । ইনি ঋষি, মেধাবী এবং স্তুতিযোগ্য ।

২। যাহা নগ্ন, ইনি তাহা আচ্ছাদিত করেন, যাহা কণ্ড ইনি তাহা
আরোগ্য করেন, সনদ্ধ হইয়াও দর্শন করেন, পঙ্কু হইয়াও গমন করেন ।

৩। হে সোম ! তুমি শরীরকৃশকারী, অন্যকৃত অশ্রিয় কার্য্য হইতে
রক্ষা কর ।

(১) মূলে "দাত্র" আছে । শস্য কাটিবার কান্তে ।

৪। হে ঋজীষ সোমবানু! তুমি প্রজ্ঞা ও বলের দ্বারা জ্বালোক ও পৃথিবীর সকাশ হইতে আমাদের শত্রুর কার্য পৃথক্ কর।

৫। ধনাভিলাষীগণ যদি ধনির নিকট গমন করে, দাতার দান প্রাপ্ত হয়, তিস্কুরের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়।

৬। যখন পুরাণ নষ্ট ধন লাভ করে, তখনই যজ্ঞাভিলাষীকে প্রেরণ করে এবং দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করে।

৭। হে সোম! তুমি আমাদের হৃদয়ে সুন্দর, সুখকর, যজ্ঞসম্পাদক, নিশ্চল এবং মঙ্গলকর।

৮। হে সোম! তুমি আমাদের চঞ্চলাঙ্গ করিও না, হে রাজন! তুমি আমাদের ভীত করিও না, আমাদের হৃদয় দীপ্তিদ্বারা বধ করিও না।

৯। তোমার গৃহে দেবগণের দুর্নতি যেন না প্রবেশ করে, হে রাজা! শত্রুদিগকে দূর কর, হে সোমসেকী! হিংসকদিগকে বিনাশ কর।

৮০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নোমার পুত্র একদ্ব্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমা ভিন্ন মুখদাতাকে বহুমান প্রদান করি না, হে শতক্রতু! তুমি আমাদের মুখী কর।

২। যে অহিংসক ইন্দ্র পূর্বে আমাদের অন্ন লাভার্থ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আমাদের সর্বদা মুখী করুন।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আরাধীকে প্রার্থিত কর; তুমি অভিব্যবহারীর রক্ষক; অতএব তুমি আমাদের বহুধন প্রদান কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের পশ্চাৎ অবস্থিত রথকে রক্ষা কর, হে বজ্রবান! উহাকে সম্মুখভাগে আনয়ন কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি এক্ষণে কেন শব্দ শূন্য হইয়া আছ, আমাদের রথকে প্রদান কর, অগ্নাভিলাষী হইয়া অন্ন সমীপবর্তী করিয়া দাও।

৬। হে ইন্দ্র! আমাদের অন্নভিলাষী রথকে রক্ষা কর। তোমার কি কর্তব্য আছে? আমাদের সৎগ্রামে সর্বতোভাবে জয়শীল কর।

৭। হে ইন্দ্র! দূত হও, তুমি নগরের নায় যজ্ঞলক্ষ্মী, স্তুতি ক্রিয়া যথাকালে তোমার নিকট গমন করে, তুমি যজ্ঞনিষ্পাদক।

৮। নিন্দাত্মক ব্যক্তি যেন আমাদের নিকট উপস্থিত না হয়, বিস্তীর্ণ দিক্‌সমূহে নিহিত ধন আমাদের হউক, শত্রুসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি যখন যজ্ঞসম্বন্ধীয় চতুর্থ নাম ধারণ করিয়াছ, তখনই আমরা উহা কামনা করিয়াছি, তুমিই আমাদের পালক, তুমিই আমাদের প্রতিপালন করিতেছ।

১০ হে মরণরহিত দেবগণ! একদ্ব্য ঋষি তোমাদিগকে ও দেব-পত্নীগণকে বর্জিত করিতেছেন, তৃপ্ত করিতেছেন, তাহার উদ্দেশে প্রচুর ধন দান কর, কর্ম্মধন ইন্দ্র প্রাতঃকালেই দ্রুত আগমন ককন।

৮১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কন্বুগোত্রীয় কুসদী ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি মহাহস্তবিশিষ্ট, তুমি আমাদের দিব্যর জন্য শঙ্কবান্ বিচিত্র, গ্রহণযোগ্য ধন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর।

২। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার জানি, তুমি বহুকর্মা, বহুদাতা, বহু-ধনবান্ এবং বহুরক্ষাশুভ্র।

৩। হে শূর ইন্দ্র! তুমি দান করিতে ইচ্ছা করিলে, দেবগণ ও মনুষ্য-গণ ভয়ঙ্কর রথভের নায় তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না।

৪। তোমরা আগমন কর, ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি অরুৎ দীপ্যমান ধনের অধিপতি, ধনের দ্বারা অন্য ধনীর নায় যেন বাধা প্রদান না করেন।

৫। ইন্দ্র তোমাদের স্তুতির প্রশংসা ককন এবং তদনুরূপ গান ককন, তিনি সামন্তোক্ত প্রবণ ককন, ধনযুক্ত হইয়া আমাদের অমুগ্রহ ককন।

৬। হে ইন্দ্র ! আমাদের জন্য আগমন কর, বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তে দান কর, আমাদেরকে ধন হইতে পৃথক করিও না ।

৭। হে ইন্দ্র ! তুমি ধনের নিকট গমন কর, হে শত্রু অভিভবকারী ! তুমি সাহসের মনে জনমধ্যে যে অত্যন্ত অদাতা, তাহার ধন আহরণ কর ।

৮। হে ইন্দ্র ! বিপ্রগণের ভজনীয়, তোমার যে ধন আছে, যাচিত হইয়া আমাদেরকে প্রদান কর ।

৯। হে ইন্দ্র ! তোমার অন্ন আমাদের নিকট শীঘ্র আগমন করুক ; সে অন্ন সকলের প্রীতিকর । আমাদের স্তোতা সকল নানা অভিলাষযুক্ত হইয়া শীঘ্র তোমাকে স্তুতি করিতেছে ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

৮২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কথপুত্র কুসীদী ঋষি।

১। হে ব্রহ্মহনু! যজ্ঞস্থ মধুর অন্য দূরদেশ হইতে ও সমীপদেশ হইতে আগমন কর।

২। তীব্র মদকর সোম অভিষুত হইয়াছে, আগমন কর, পান কর এবং মত্ত হইয়া উহার সেবা কর।

৩। (সোমরূপ) অন্নদ্বারা মত্ত হও। উহা তোমার শক্রনিবারক ক্রোধের জন্য পর্যাপ্ত হউক। তোমার হৃদয়ে সোম সুখকর হউক।

৪। হে শক্ররহিত! শীঘ্র আগমন কর, যেহেতু তুমি দু্যলোক হইতে দীপ্যমান সমীপস্থ যজ্ঞ প্রদেশে উৎকৃষ্টমত্তদ্বারা আহৃত হইতেছ।

৫। হে ইন্দ্র! এই সোম প্রস্তুতদ্বারা অভিষুত এবং গব্যদ্বারা মিশ্রিত হইয়া তোমার আনন্দার্থ আহৃত হইতেছে।

৬। হে ইন্দ্র! আমার আহ্বান শ্রবণ কর, আমাদের অভিষুত ও গব্যযুক্ত সোম পান কর এবং বিবিধ তৃপ্তি লাভ কর।

৭। হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম চন্দন ও চমু নামক পাত্রে রাখিয়াছে, তাহা পান কর। তুমি ঈশ্বর, অতএব পান কর।

৮। জলের মধ্যে চন্দ্রমার ন্যায় চমুর মধ্যে যে সোম দৃষ্ট হয়, তুমি ঈশ্বর, তুমি তাহা পান কর।

৯। শ্যোনপক্ষী অন্তরীক্ষ তিরস্কৃত করিয়া পদদ্বারা যে সোম আহরণ করিয়াছিল, হে ইন্দ্র! তুমি ঈশ্বর, তুমি তাহা পান কর(১)।

(১) যজুর্বেদের ব্রাহ্মণে উক্ত আছে, যে গায়ত্রী শ্যোনরূপ ধারণ করিয়া পদদ্বারা সোম আনিয়াছিলেন। উহা প্রাতঃ সন্ধ্যা, মাধ্যম্নিন সন্ধ্যার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্যোনপক্ষী যে গায়ত্রীরূপ ধরিয়াছিল, সে উপাখ্যান ঋগ্বেদে নাই, পরে কল্পিত হইয়াছে।

৮০ হুক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । কুসীদী ঋষি ।

১। হে দেবগণ! দেবগণের কামবর্ষা, সেই মহারক্ষা আমাদের পালনার্থ প্রার্থনা করিতেছি ।

২। হে দেবগণ! বরুণ, মিত্র, অর্যামা সর্বদা আমাদের সহায় হউন, তাঁহারা প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্ ও আমাদের বন্ধক হউন ।

৩। হে সত্যের নেতা দেবগণ! নৌকাদ্বারা জলের ন্যায় আমরা-দিগকে বিস্তৃত বহু (শত্রুসেনা হইতে) পারে লইয়া যাও ।

৪। হে অর্যামা! ভজনীয় ধন আমাদের হউক । হে বরুণ! প্রশংসনীয় ধন আমাদের হউক । আমরা ভজনীয় ধন প্রার্থনা করি ।

৫। হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত শত্রুভক্ষক! তোমরা ভজনীয় ধনের ঈশ্বর । হে আদিভাগ্য! যাহা পাপিষ্ঠের তাহা আমার নিকট উপস্থিত হউক ।

৬। হে সুন্দরদানশীল দেবগণ! আমরা গৃহেই থাকি, অথবা পথে গমন করি, আমরা হব্যবর্জ্ঞনার্থ তোমাদিগকেই আহ্বান করি ।

৭। হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণু! হে মকংগণ! হে অশ্বিদ্বয়! এক জাতীয়গণের মধ্যে আমাদেরই নিকট আগমন কর ।

৮। হে সুন্দরদানশীলগণ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমাদের মাতৃগর্ভে দুইটী দুইটী করিয়া জন্ম গ্রহণ করায়, যে জাতৃত্ব আছে, তাহাই প্রকাশ করিব ।

৯। তোমরা সুদানশীল, ইন্দ্র তোমাদের জ্যেষ্ঠ, তোমরা দীপ্তযুক্ত, তোমরা যজ্ঞে অবস্থিতি কর । অনন্তর আমি তোমাদিগকে স্তব করিতেছি ।

৮৪ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা। কবির পুত্র উশনা ঋষি।

১। প্রিয়তম অতিথিও মিত্রের ন্যায় প্রিয় এবং রথের ন্যায় ধন-বাহক অগ্নিকে তোমাদের জন্ম স্তব করিতেছি।

২। দেবগণ, যে অগ্নিকে প্রকৃষ্টজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের ন্যায় মনুষ্য-গণের মধ্যে দুই প্রকারে স্থাপিত করিয়াছেন।

৩। হে সর্ব কনিষ্ঠ! হব্যদায়ীর লোক সকলকে পালন কর, স্তুতি শ্রবণ কর, ষয়ংই সস্তানগণকে রক্ষা কর।

৪। হে অগ্নিরা! হে বলের পুত্র! হে দেব! তুমি সকলের বর-ণীয় ও শত্রুদিগের অভিগামী, কিরূপ বাক্যে তোমার স্তুতি করিব?।

৫। হে বলের পুত্র! কীদৃশ যজমানের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা (হব্য) দান করিব এবং কখনই বা এই নমস্কার উচ্চারণ করিব?।

৬। তুমিই আমাদের উদ্দেশে আমাদের সমস্ত স্তুতিকেই উত্তমগৃহ-বিশিষ্ট ও অন্নযুক্ত ধনবিশিষ্ট কর।

৭। হে দম্পতি অগ্নি(১)! তুমি এক্ষণে কীদৃশ ব্যক্তির বহুর্ক্ম গ্রীত কর। তোমার স্তুতি ধন লাভকর।

৮। যজমানগণ আপনার গৃহে সুন্দর প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, মুকর্মযুক্ত, যুদ্ধে অগ্রগামী, বলবান্ অগ্নির পরিচর্যা করে।

৯। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি সাধু পালনের সহিত স্বগৃহে বাস করে, যাঁহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না, যিনি শত্রুকে হিংসা করেন, তিনিই সুন্দর পুত্রাদিযুক্ত হইয়া বর্জিত হন।

(১) গার্হপত্য অগ্নি জায়াপতি স্বরূপ।

৮৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। আজিরন কৃষ্ণ ঋষি।

১। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার আহ্বান শ্রবণ (করিয়) মদকর সোম পানার্থ আমাদের যজ্ঞের প্রতি আগমন কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ আমাদের স্তোত্র শ্রবণ কর। আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। হে অন্নযুক্ত, ধনবান্ অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ এই কৃষ্ণ ঋষি তোমার আহ্বান করিতেছে।

৪। হে নেতাঙ্গ! স্তোত্রশীল, স্তুতিকারী কৃষ্ণের আহ্বান মদকর সোম পানার্থ শ্রবণ কর।

৫। হে নেতাঙ্গ! মদকর সোম পানার্থ বিপ্র স্তুতিকারী কৃষ্ণকে অহিংসনীয় গৃহ প্রদান কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! এই প্রকারে স্তুতিকারী হব্যদাতার গৃহের উদ্দেশে মদকর সোম পানার্থ আগমন কর।

৭। হে বর্ষণশীল, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ দৃঢ়াঙ্গ রথে রাসভ যোজিত কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তিনটি বন্ধুরবিশিষ্ট ত্রিকোণ রথে মদকর সোম পানার্থ আগমন কর।

৯। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! মদকর সোম পানার্থ আমার স্তুতি বাক্যের প্রতি তোমরা শীঘ্র আগমন কর।

৮৬ সূক্ত ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা । কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বক ঋষি(১) ।

১। হে দশ্র ভিষ্কদ্বয় ! তোমরা উভয়ে সুখকর । তোমরা দক্ষের স্তুতিকালে উপস্থিত ছিলে । তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছেন । আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয় । (অশ্ব সকল) মোচন কর ।

২। হে অশ্বিদ্বয় ! বিমনা নামক ঋষি পূর্বকালে কি প্রকারে তোমাদের স্তুতি করিয়াছিলেন, যে তোমরা ধনলাভার্থ মন করিয়াছিলে । সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে । আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয় । (অশ্ব সকল) মোচন কর ।

৩। হে অনেকের পালক অশ্বিদ্বয় ! বিষ্ণুপুর উৎকৃষ্ট ধন বাঞ্ছা পূরণার্থ তোমরা তাঁহাকে ধন রক্ষি প্রদান কর । সেই তোমাদিগকে বিশ্বক সন্তানের জন্য আহ্বান করিতেছে । আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয় । (অশ্ব সকল) মোচন কর ।

৪। হে অশ্বিদ্বয় ! বীর, ধনভোগী, অভিবৃত্তসোমযুক্ত, দূরেস্থিত বিষ্ণুপুকে আহ্বান করিতেছি, পিতার ন্যায় উহারও সুস্তুতি অত্যন্ত স্বাভাবিক । আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয় । (অশ্ব সকল) মোচন কর ।

৫। হে অশ্বিদ্বয় ! সবিতাদেব সত্যদ্বারা রশ্মি সংযত করেন । পরে সত্যের শৃঙ্গকে বিশেষরূপে প্রধিত করেন । সত্যই তিনি সেনায়ুক্ত শত্রুর অভিভব করেন । সত্যদ্বারা আমাদের সখ্য যেন বিযুক্ত না হয় । (অশ্ব সকল) মোচন কর ।

(১) কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় নামক ঋষির পুত্র বিষ্ণুপু বিনষ্ট হইলে, অশ্বিদ্বয় সেই নষ্ট পুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি । ১। ১১৬। ২৩ ও ১। ১১৭। ৭ ঋক্ দেখ ।

৮৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বসিষ্ঠের পুত্র ছান্দীক, অথবা অজিরাণ পুত্র
প্রিয়মেধা ঋষি, অথবা কৃষ্ণই ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! ছান্দীক তোমার স্তোতা, বর্ষাকালে কূপের ন্যায়
তোমরা আগমন কর। হে নেতা দ্বয়! এই স্তোতা ছাতিমান যজ্ঞে অভি-
যুক্ত মদকর সোমের প্রিয়তম। অতএব গৌরমৃগ যেরূপ তড়াগাদির জল
পান করে, সেইরূপ অভিযুক্ত সোম পান কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! রসবানু, ক্ষরণশীল সোম পান কর। হে
নেতা দ্বয়! যজ্ঞে উপবেশন কর। মনুষ্যের গৃহে প্রমত্ত হইয়া তোমরা
হব্যের সহিত সোম পান কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! প্রিয়মেধা (যজ্ঞমান) সমস্ত রক্ষার সহিত তোমা-
দিগকে আহ্বান করিতেছেন। যে বর্হি আশ্রিত করিয়াছে, সেই যজ্ঞমানের
সর্বদেব সেবিত হবির উদ্দেশে তোমরা প্রাতঃকালে গৃহে আগমন কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! রসবানু সোম তোমরা পান কর, পরে সুন্দর
বর্হিতে উপবেশন কর; পরে প্ররুদ্ধ হইয়া গৌরমৃগদ্বয় যেরূপ তড়াগা-
দিতে গমন করে, সেইরূপ স্বর্গ হইতে আমাদের স্তুতি অভিযুক্তে আগমন
কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা স্নিগ্ধ রূপবানু অশ্বের সহিত ইদানীং
আগমন কর। হে দর্শনীয় সুবর্ণময় রথযুক্ত, জলের পালক, যজ্ঞের বর্দ্ধক
অশ্বিদ্বয়! সোম পান কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা স্তোতা ও বিপ্র, আমরা অন্ন লাভার্থ
তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তোমরা সুন্দর গমনশীল ও বলকর্মা।
আমাদের স্তুতিদ্বারা আহৃত হইয়া শীঘ্র আগমন কর।

৮৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গোঁতম নোদা ঋষি।

১। গোষ্ঠে ধেনুগণ দিবসে যেরূপ বৎসকে আহ্বান করে, সেইরূপ দর্শনীয়, শত্রুনাশক, দুঃখ দূর কর ও সোমরস পানে প্রমত্ত ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা আমরা আহ্বান করিতেছি।

২। ইন্দ্র দীপ্তির নিবাসস্থানস্বরূপ, স্বর্গে নিবাসকারী, উত্তম দান-যুক্ত, পর্বতের নায় বলের দ্বারা আরত ও বহুলোকের ভোজ্যিতব্য, ইন্দ্রের নিকট শব্দবান্ শত ও সহস্রসংখ্যক ধনযুক্ত, গোযুক্ত অন্ন যাক্তা করি।

৩। হে ইন্দ্র! রহৎ ও দৃঢ় পর্বত সকলও তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না, মাদৃশ স্তোতাকে যে ধন দিতে ইচ্ছা কর, কেহই তাহা হিংসা করিতে পারে না।

৪। হে ইন্দ্র! কর্ম ও বলদ্বারা তুমি শত্রুদিগের বিনাশক, তুমি আপনার কর্ম এবং বলের দ্বারা সমস্ত জাত বস্তুকে অভিভব কর। অর্চনামন্ত্র রক্ষার্থ তোমায় আবর্তিত করিতেছে, গোতমগণ তোমাকে আবিভূত করিয়াছেন।

৫। হে ইন্দ্র! ছালোকের পর্য্যন্ত প্রদেশ হইতেই তুমি সকলের প্রধান। পার্থিব লোক তোমায় ব্যস্ত করিতে পারে না। তুমি আমাদের অন্ন বহন করিতে ইচ্ছা কর।

৬। হে মঘবান্ ইন্দ্র! তুমি যে ধন হব্যদায়ীকে প্রদান কর, তাহার কেহ বিরোধক নাই। তুমি ধন প্রেরক ও অত্যন্ত দানশীল হইয়া আমাদের উচ্চৈর্য ধন লাভার্থে স্তোত্র অবগত হও।

৮৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নৃমধে ও পুরুমেধ ঋষি।

১। হে মকৎগণ! ইন্দ্রের উদ্দেশে পাপবিনাশকারী রহৎ গান কর। যজবর্জক (বিশ্বদেবগণ) ছাতিমান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে এই গানদ্বারা দীপ্ত, সর্বদা জাগরুক জ্যোতিঃ উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

২ । স্তোত্ররহিতগণের বিনাশক ইন্দ্র শক্রকৃত হিংসা দূরীকৃত করিয়াছিলেন । পরে দ্যুতিমান, যশোযুক্ত হইয়াছিলেন । হে রুহং দীপ্তিবিশিষ্ট মকংগণযুক্ত ইন্দ্র ! দেবগণ তোমার সখ্যার্থ তোমায় বরণ করিয়াছিলেন ।

৩ । হে মকংগণ ! ইন্দ্র মহান্, তাঁহার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কর, রত্নহা, শতক্রতু ইন্দ্র শত পর্ব্ববিশিষ্ট বজ্রের দ্বারা রত্নকে বধ করিয়াছিলেন ।

৪ । হে শক্রবধার্থ উদ্ব্যাক্ত ইন্দ্র ! তোমার অতি প্রভূত অন্ন আছে, তুমি প্রাণলভমেন আমাদিগকে তাহা প্রদান কর । হে ইন্দ্র ! আমাদের মাতৃভূত জলসমূহ বেগে তুমি অভিযুখে ধাবমান হউক, জলাবরক শত্রুকে বিনাশ কর, স্বর্গ জয় কর ।

৫ । হে অপূর্ব্ব মঘবান্ ইন্দ্র ! তুমি রত্ন হননার্থ যখন প্রাচুর্ভূত হইয়াছ, তখন পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছ এবং দ্ব্যালোককে নিরুদ্ধ করিয়াছ ।

৬ । তখন তোমার জন্য যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে, হাংসকর অর্চনামন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তুমি সমস্ত জাত এবং জনিতব্য বিশ্বকে অভিভূত করিয়াছ ।

৭ । হে ইন্দ্র ! তুমি অপক (গোঁসমূহে) পক হুক্ষ প্রেরণ করিয়াছ, দ্ব্যালোকে সূর্য্যকে আরোহণ করাইয়াছ । সামদ্বারা প্রবর্ণ্যের ন্যায় শোভন স্ততিদ্বারা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ কর । স্ততিভোগী ইন্দ্রের জন্য ঐতিকর রুহং সাম গান কর ।

৯০ সূক্ত ।

ইন্দ্রে দেবতা । নৃমেধ ও পুরুমেধ ঋষি ।

১ । সমস্ত যুদ্ধে আহ্বানযোগ্য ইন্দ্র আমাদের স্তোত্র সেবা ককন, সর্বন সকল সেবা ককন । তিনি রত্নহা, তাঁহার মৌর্য্যী অবিনশ্বর, তিনি স্ততিদ্বারা সম্বোধন যোগ্য ।

২ । হে ইন্দ্র ! তুমি সকলের মুখ্যধন দাতা, তুমি সত্য, তুমি (স্তোত্র-গণকে) ঐশ্বর্য্যযুক্ত কর । তুমি বহু ধনবিশিষ্ট এবং বলের পুঞ্জ । তুমি মহান্, তোমার যোগ্য ধন সম্ভজনা করি ।

৩। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র ! আমার (তোমার জন্য) যে যথার্থভূত স্তোত্র করিতেছি। হে হর্ষাশ্ব ! তুমি তাহাতে যোজিত হও, তুমি তাহা সেবা কর। হে ইন্দ্র ! তোমার জন্য যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে, তাহাও সেবা কর ।

৪। হে মঘবান্ ইন্দ্র ! তুমি সত্য, তুমি কাহারও নিকট অবনত না হইয়া প্রভূত রত্নকে নাশ করিয়াছ। হে ইন্দ্র ! তুমি হব্যদাতার অভিমুখে ধন যাহাতে যায়, তাহা সম্যক্রূপে কর ।

৫। হে বলপতি ইন্দ্র ! তুমি উপার্জিত সোমবান্ হইয়া যশস্বী হইয়াছ, তুমি একাকী অপ্রতিগত এবং পরাজয়ে অশক্য রত্নগণকে, মনুষ্য-দিগের রক্ষক বজ্রদ্বারা হনন করিয়াছ ।

৬। হে অশুর ইন্দ্র ! তুমি প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্, তোমারই নিকট (পৈত্রিক বিস্তের) ভাগের ন্যায় ধন যাক্রা করি। হে ইন্দ্র ! তোমার কীর্তির ন্যায় গৃহ (দুর্লোকে) প্রকাণ্ডভাবে অবস্থিতি করিতেছে। তোমার মুখ সকল আমাদিগকে ব্যাপ্ত করুক ।

৯১ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । অপালা ঋষি ।

১। জলের অভিমুখে গমন কালে কন্যা পথে সোমও লাভ করিলেন ; গৃহে আনয়ন কালে (সোমকে) বলিলেন ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমাকে অভিষব করি, সমর্থ ইন্দ্রের উদ্দেশে তোমায় অভিষব করি(১) ।

(১) পূর্বকালে অত্রির কন্যা অপালা নামী ব্রহ্মবাদিনী কোন কারণে দুই রোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিতার আশ্রমে উপস্যা করিয়াছিলেন, সোম ইন্দ্রের প্রিয় এই ভাবিয়া তিনি ইন্দ্রকে সোম দানার্থে এক দিন নদীতীরে গমন করিয়াছিলেন। স্বান করিয়া পথে সোমও পাইয়াছিলেন, কিন্তু পথে তিনি তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছিলেন। খাইবার সময় দত্ত বর্ষণজাত যে শব্দ হইয়াছিল ইন্দ্র তাহাকেই অভিষব প্রস্তরের ধনি মনে করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কি সোম অভিষূত হইতেছে ? তিনিও বলিলেন না, বহু বর্ষণজাত শব্দ হইতেছে। ইন্দ্র তাহা শুনিয়া কিরিয়া খাইবার উপক্রম করিলেন। তাহাতে ব্রহ্মবাদিনী বলিলেন, আগনিত গৃহে গৃহে সোম

২। হে ইন্দ্র! তুমি বীর, তুমি অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি গৃহে গৃহে গমন কর, এই দন্তদ্বারা অভিযুক্ত, ব্রহ্মযব শত্রু, অপূর্ণ এবং উক্খলিত-বিশিষ্ট সোম পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! তোমার জানিতে ইচ্ছা করি, (এখন) তোমার সহিত অধিগত হইব না। হে সোম! ইহার উদ্দেশ্যে প্রথম মন্দ মন্দ পরে দ্রুত বেগে ক্ষরিত হও।

৪। সেই ইন্দ্র বহুবীর আমাদিগকে সামর্থ্যযুক্ত করুন, আমাদিগকে বহুসংখ্যক করুন, তিনি আমাদিগকে অনেক বার ধনবানু করুন। আমরা পতিকর্তৃক পরিভ্যক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমরা ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত হইব।

৫। হে ইন্দ্র! আমার পিতার মস্তক ও ক্ষেত্র এবং আমার উদর সমীপস্থিত প্রদেশ এই তিনটি স্থান আছে, ইহাদিগকে উৎপাদনশীল কর।

৬। আমাদের পিতার যে উগর ক্ষেত্র আছে, আমার এই শরীর ও আমার পিতার মস্তক এই সমস্তকে লোমযুক্ত কর।

পানের জন্য গমন করেন, আপনি কেন কিরিয়া বাইতেছেন? আপনি আমার দণ্ডী হইতেই সোম পান করুন। পরে, ইন্দ্রই আসিয়াছেন ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি সোমকে বলিলেন, হে সোম! উপস্থিত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রথম আস্তে আস্তে পরে দ্রুত গমন কর। ইন্দ্র তাঁহাকে কামনা করিয়া তাঁহার মুখ হইতেই সোম পান করিলেন। তখন অপালা বলিলেন আমি ত্বরোগে আক্রান্ত হওয়ায় স্বামী কর্তৃক পরিভ্যক্ত হইয়াছি, এক্ষণে ইন্দ্র আমার সহিত সঙ্গত হইলেন। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি তোমার জন্য কি করিতে পারি, বর প্রার্থনা কর। তখন অপালা বলিলেন আমার পিতার মস্তকে কেশ লাই এবং তাঁহার ক্ষেত্রে কল উৎপন্ন হয় না। এবং আমার গোপনীয় স্থান লোমশূন্য, আমাদের সকল দোষ দূর কর। ইন্দ্র উহার পিতার দোষ দুইটি পরিহার করিয়া উহাকে তিনবার আপনার রথ, শকট এবং যুগের ছিদ্দের মধ্যে দিয়া আকর্ষণ করিলেন তাহাতে উহার দোষযুক্ত ভূক্ত তিন বার উন্মুক্ত হইল। প্রথম বায়ের ভূক্ত হইতে শল্যকের উৎপত্তি হইল, দ্বিতীয় বায় ভূক্ত হইতে গোধার উৎপত্তি হইল এবং তৃতীয় বায়ের ভূক্ত হইতে কললাস হইল এবং ব্রহ্মবাদিনীর বর্ণ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। সাধারণ। এই সূক্তেরও এক জন নারী ঋষি। কিন্তু প্রকৃত অত্রিকন্যাধারা এ সূক্ত রচিত নহে, অত্রিকন্যা সম্বন্ধে একটা পুরাতন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সেই বংশীয়গণ এই সূক্ত বোধ হয় রচনা করিয়াছেন।

৭। হে শতক্রতু! তুমি রথের ছিদ্রে, শকটের ছিদ্রে এবং স্রুগের ছিদ্রে তিনবার (নিষ্কর্ষণদ্বারা) শোধন করতঃ অপাণালকে স্রুয্য সমান চন্দ্রবিশিষ্ট করিয়াছিলে।

৯২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ঐতর্যক বা সূর্যক ঋষি।

১। (হে ঋত্বিকৃগণ) ! তোমাদের সোমপানকারী ইন্দ্রকে বিশেষরূপে স্তব কর। তিনি সকলের অভিভবকারী, শতক্রতু এবং মনুষ্যদিগকে সর্ব্বা-
পেক্ষা অধিক ধন দান করেন।

২। তোমরা সকলের আহুত, সকলের স্তুত, গাথাযোগ্য এবং সনাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ দেবতাকে ইন্দ্র বলিয়া সম্বোধন কর।

৩। ইন্দ্রই আমাদের মহাধনের দাতা, মহা অম্লের দাতা, তিনিই মর্ত্তনকারী। মহান্ ইন্দ্র, আমাদের অভিযুখে আগত ধন আমাদেরই প্রদান করেন।

৪। সুন্দর শিরস্জাণযুক্ত ইন্দ্র, হোমকারী সুদক্ষ ঋষির যবমিশ্রিত করণশীল সোম প্রকৃষ্টরূপে পান করিয়াছিলেন।

৫। সোমপানার্থ ইন্দ্রকেই তোমরা বিশিষ্টরূপে অর্চনা কর। সোমই ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করেন।

৬। দ্যৌতমান্ ইন্দ্র সোমের মদকর রস পান করিয়া বলদ্বারা সমস্ত ভুবন অভিভব করেন।

৭। সকলের অভিভবকারী এবং তোমাদের সমস্ত স্তোত্রে বিস্তৃত ইন্দ্রকেই রক্ষার্থ অভিযুখে আগমন কর।

৮। তিনি শক্রদিগের সম্প্রহারক, সৎ, অন্যকর্ত্তক অনভিগত, অহিং-
সিত, সোমপানকারী ও সকলের নেতা। ইহার কর্ম্ম কেহ নিবারণ করিতে পারে না।

৯। হে স্তুতিদ্বারা সম্বোধনযোগ্য ইন্দ্র ! তুমি বিদ্বান্, তুমি শত্রু-
দিগের নিকট হইতে আমাদেরই প্রভূত ধন দান কর, শত্রুদিগের ধন-
দ্বারা আমাদেরই রক্ষা কর।

১০। হে ইন্দ্র ! এই (দ্যুলোক) হইতেই শতবলযুক্ত ও সহস্র-
বলযুক্ত অন্নদ্বারায়ুক্ত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর ।

১১। হে সমর্থ ইন্দ্র ! আমরা কর্মবান্ধু, আমরা কর্ম করিব । হে
পর্বতবিদারক, বজ্রবান্ধু ইন্দ্র ! সংগ্রামে অশ্বের দ্বারা জয় লাভ করিব ।

১২। (গোপাল) যেরূপ তৃণদ্বারা গাভীগণকে সম্ভুক্ত করে, হে
শতক্রতু ! তোমাকে সকল দিক্ হইতে উদ্ধৃষ্টোত্তরে সেইরূপ সম্ভুক্ত
করিব ।

১৩। হে শতক্রতু ! সমস্ত বিশ্বই অতীষ্টযুক্ত, হে বজ্রবান্ধু ! আমরা
অশংসনীয় অতীষ্ট যে লাভ করি ।

১৪। হে বলপুত্র ! অতীষ্ট কাতর শব্দযুক্ত মনুষ্যগণ তোমাতেই
অবস্থান করে, অভাব হে ইন্দ্র ! কোনও দেবতাই তোমাকে অভিক্রম
করিতে পারে না ।

১৫। হে অভিনাশপ্রদ ইন্দ্র ! তুমিসর্বাপেক্ষা ধনপ্রদ, ভয়ঙ্কর শত্রু-
দূরকারী ও অনেকের ধারণ সমর্থ, তুমি কর্মদ্বারা আমাদের চালাত কর ।

১৬। হে শতক্রতু ! যে সর্বাপেক্ষা যশস্বী সোম পূর্বকালে তোমার
জন্ম আমরা অভিষব করিয়াছি, তদ্বারা প্রমত্ত হইয়া ইদানীং আমাদের চালাত কর ।

১৭। হে ইন্দ্র ! তোমার প্রমত্ততা সর্বাপেক্ষা নানাবিধ কীর্তিযুক্তা,
সর্বাপেক্ষা পাপহণ্ডা এবং সর্বাপেক্ষা বলদাতা ।

১৮। হে বজ্রবান্ধু, যথার্থকর্মা, সোমপণ, দর্শনীয় ইন্দ্র ! সমস্ত
মনুষ্যের মধ্যে তোমার দত্ত যে ধন আছে, তাহাই আমরা জানিব ।

১৯। মত্ততায়ুক্ত ইন্দ্রের উদ্দেশে আমাদের স্তুতিবাক্য সকল অভিব্যক্ত
সোমকে স্তব ককক ; স্তুতিকারীগণ অর্চনীয় সোমকে পূজা ককন ।

২০। সমস্ত ঋগ্বেদ ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সপ্তসংখ্যক হোত্রকগণ যাহাতে
প্রীত হন, সোম অভিব্যক্ত হইলে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি ।

২১। হে দেবগণ ! তোমরা ত্রিক্রকে জ্ঞানসাধন যজ্ঞ বিস্তার
করিয়াছিলে । আমাদের স্তুতিবাক্য সেই যজ্ঞকেই বর্জিত বকক ।

২২। সিদ্ধাসকল যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ সোমসকল তোমাতে প্রবিষ্ট হউক। হে ইন্দ্র! তোমায় কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

২৩। হে অভিল্যবপ্রদ, জাগরণশীল ইন্দ্র! তুমি স্বমহিমায় সোম পানে ব্যাপ্ত হইয়াছ। উহা তোমার জঠরে প্রবেশ করিতেছে।

২৪। হে রত্নহা ইন্দ্র! সোম তোমার কক্ষির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হউক, করণশীল সোম তোমার শরীরে পর্য্যাপ্ত হউক।

২৫। এই শতকক্ষু ঋষি অশ্বলাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, গো লাভের জন্য অত্যন্ত গান করিতেছে, ইন্দ্রের গৃহার্থ অত্যন্ত গান করিতেছে।

২৬। হে ইন্দ্র! সোম অভিযুত হইলে, তুমি তাহাদের পানার্থ পর্য্যাপ্ত হও। হে সমর্থ ইন্দ্র! তুমিই ধন দাতা, সোম তোমার জন্য পর্য্যাপ্ত হউক।

২৭। হে বজ্রবানু ইন্দ্র! আমাদের স্তুতিবাক্য অতিদূর হইতেও তোমায় ব্যাপ্ত ককক। আমরা স্তোতা, তোমার নিকট হইতে প্রচুর ধন লাভ করিব।

২৮। হে ইন্দ্র! তুমি বীরগণকেই কামনা কর, তুমি শূর, তুমি ধৈর্য্যবান, তোমার ধন সকলের আরাধনীয়।

২৯। হে বহু ধনবানু ইন্দ্র! সমস্ত যজমান তোমার দানধারণ করে, হে ইন্দ্র! আমার সহায় হও।

৩০। হে অন্নপতি ইন্দ্র! তস্মাৎকৃত স্তোতার ন্যায় হইও না, অভিযুত গব্যযুক্ত সোম পানে দ্রষ্ট হও।

৩১। হে ইন্দ্র! আয়ুধক্ষেপী শূর সকল রাত্রিকালে আমাদের নিয়ন্ত্রণা হউক। আমরা তোমার সহায়তায় তাহাদিগকে বিনাশ করিব।

৩২। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তা লাভ করিয়া, আমরা শক্রদিগকে নিরাকৃত করিব, তুমি আমাদের এবৎ অমর্য্য তোমার।

৩৩। হে ইন্দ্র! তোমাকে কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ তোমার স্তুতি করিয়া, তোমার সখারূপ স্তোতা সকল তোমারই পরিচর্যা করিতেছে।

৯৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । সুকক ঋষি ।

(১। হে সূর্য্য (ইন্দ্র) ! বিখ্যাত ধনবিশিষ্ট, অভিলাষপ্রদ, নররহিত-
কর কর্মযুক্ত, শুদার্য্যবিশিষ্ট যজমানের চতুর্দিকে উদ্ভিত হও ।

২। যিনি বালুবলে নবনবতিসংখ্যক পুরীতেদ করিয়াছিলেন, যে
রত্নহা অহিকে বধ করিয়াছিলেন ।

৩। সেই কলাণকর, বন্ধু ইন্দ্র আমাদের উদ্দেশে অশ্বযুক্ত,
গোযুক্ত, যবযুক্ত ধন প্রভূত পয়োবিশিষ্ট গাভীর ন্যায় দোহন ককন ।

৪। হে রত্নহা, সূর্য্য ইন্দ্র ! অদা যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিযুখে
প্রাভুভূত হইয়াছ, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হইয়াছে ।

৫। হে প্ররক্ত, সংপতি ইন্দ্র ! যদি আপনাকে অমর মনে কর,
তবে তোমার সেই মনে করাই সত্য ।

৬। দূরদেশে এবং নিকটবর্তী প্রদেশে যে সকল সোম অভিযুত হয়,
হে ইন্দ্র ! তুমি সেই সকলেরই অভিযুখে গমন কর ।

৭। আমরা মহান্ রত্নকে ইননার্থ সেই ইন্দ্রকেই অরুদ্বারা বলবান্
করিব । ধনবর্ধী ইন্দ্র অভিলাষপ্রদ হউন ।

৮। সেই ইন্দ্র ধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি সর্বপেক্ষা ওজস্বী, তিনি
সোমপানার্থ স্থাপিত, অত্যন্ত যশস্বী, স্তুতিবান্ এবং সোমার্হ ।

৯। স্তুতিবাক্যদ্বারা বজ্রের ন্যায় ভীক্ষুকৃত, বল সহিত অনভিভূত,
মহান্, অহিংসিত ইন্দ্র (ধনাদি) বহন করিতে ইচ্ছা করেন ।

১০। হে স্তুতিভোগী ইন্দ্র ! হে মনুষ্যবান্ ! তুমি যদি আমাদের কামনা
কর, তবে তুমি সূর্যমান হইয়া দুর্গমস্থানে আমাদের পথ করিয়া দাও ।

১১। (হে ইন্দ্র) ! অন্য়াপিও কেহ তোমার বলের অথবা স্বকীয়
রাজ্যের হিংসা করে না ; দেবগণ হিংসা করে না এবং সংগ্রামে স্ত্ররমান
ব্যক্তিও হিংসা করে না ।

১২। হে শোভন হ্রুবিশিষ্ট (ইন্দ্র)! দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয় তোমার অপ্রতিরোধনীয় বলের পূজা করে।

১৩। তুমি, কৃষ্ণবর্ণ এবং রোহিতবর্ণ গোসমূহে এই দীপ্তিমান্ হৃদ্ধ-স্থাপন করিতেছ।

১৪। যখন সমস্ত দেবগণ অহির দীপ্তি হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যুগরূপী (অহি) হইতে ভয় পাইয়াছিলেন।

১৫। তখন আমার ইন্দ্র (রত্নানুরের) নিবারক হইয়াছিলেন, অজাত-শক্র, রত্নহা ইন্দ্র পৌরুষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

১৬। (হে ঋত্বিকুগণ)! প্রসিদ্ধ, রত্নহস্তা, বলস্বরূপ ইন্দ্রের (স্তুতি করিয়া) তোমাদিগকে প্রভূত ধন দান করি।

১৭। হে বহু নামবিশিষ্ট, বহুকর্তৃক স্তুত ইন্দ্র! যখন তুমি প্রত্যেক সোমে উপস্থিত হইয়াছ, তখন (আমরা) এই গবাভিলাষী বুদ্ধিযুক্ত হইব।

১৮। রত্নহস্তা, বহু অভিষবণযুক্ত ইন্দ্র, আমাদের অভিলষিত অবগত হউন, শক্র আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন।

১৯। হে অভিষ্টবর্ষা! তুমি কোন্ অভিগমনের দ্বারা আমাদের প্রমত্ত করিবে? কোন্ অভিগমনের দ্বারা স্তোতাগণকে (ধন) প্রদান করিবে।

২০। অভিষ্টবর্ষা, সেচনসমর্থ রত্নহা, নিযুৎবিশিষ্ট ইন্দ্র, কাহার যজ্ঞে সোমপানের জন্য ঋত্বিকুগণের সহিত বিহার করিতেছেন?।

২১। তুমি মত্ত হইয়া আমাদের সহস্রসংখ্যক ধনদান কর, তুমি হব্যদাতার নিয়ন্তা বলিয়া অবগত হও।

২২। জলবিশিষ্ট এই সকল সোম অভিযুত হইয়াছে, ইন্দ্র পান করুন, এই অভিলাষে ইহারা ইন্দ্রের পানার্থে গমন করিতেছে। ইহারা ভক্ষিত হইলে প্রীতিকর হয়, ইহারা জলের নিকট গমন করে।

২৩। যজ্ঞে বর্জনকারী, যজ্ঞকারী হোতাগণ যজ্ঞান্তে দিবসের অভিযুখে নিজ তেজোবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে বিমর্জিত করিতেছে।

২৪। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের সহিত প্রমত্ত, হিরণ্য কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়, হিতকর অম্বের অভিযুখে ইন্দ্রকে বহন করুক।

২৫। হে বিভাবসু! তোমার জন্য এই সোম অভিযুত হইয়াছে, কুশ আন্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব স্তোতাদের জন্য সোমপানার্থ ইন্দ্রকে আহ্বান কর ।

২৬। তুমি ইন্দ্রের উদ্দেশে, হব্যদায়ী ইন্দ্র তোমার উদ্দেশে দীপ্যমান বল প্রেরণ ককন, রত্ন প্রেরণ ককন, স্তোতাগণের জন্যও প্রেরণ ককন, তোমরা ইন্দ্রকে অর্চনা কর ।

২৭। হে শতক্রতু! তোমার উদ্দেশে বীৰ্য্যবান্ (সোম) ও সমস্ত স্তোত্র সম্পাদন করিতেছি, হে ইন্দ্র! তুমি স্তোতাগণকে সুখী কর ।

২৮। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলে হে শতক্রতু! তুমি আমাদের কল্যাণ সম্পাদন কর, অন্ন সম্পাদন কর ও বল সম্পাদন কর ।

২৯। হে ইন্দ্র! যদি তুমি আমাদের সুখী করিতে চাও, তাহা হইলে হে শতক্রতু, তুমি সমস্ত মঙ্গল আমাদের জন্য আহ্বান কর ।

৩০। হে ইন্দ্র! যেহেতু তুমি আমাদের সুখী করিতে ইচ্ছা কর, অতএব হে শ্রেষ্ঠ রত্নহা! আমরা অভিযুত সোমবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি ।

৩১। হে সোমপতি ইন্দ্র! হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিযুত সোমের নিকট আগমন কর, আমাদের অভিযুত সোমের নিকট আগমন কর ।

৩২। শ্রেষ্ঠ রত্নহা, শতক্রতু ইন্দ্র দুইপ্রকারে জ্ঞাত হইলেন । সেই তুমি হরিগণের সাহায্যে আমাদের অভিযুত সোমের নিকট আগমন কর ।

৩৩। হে রত্নহা! যেহেতু তুমি এই সোমসমূহের পানকর্তা, অতএব হরিগণের সহিত অভিযুত সোমের নিকট আগমন কর ।

৩৪। ইন্দ্রই অন্নার্থ দাতা ও অন্ন ঋতুদেবকে(১) আমাদের দান ককন । বলবান্ ইন্দ্র রাজকে আমাদের দান ককন ।

(১) ঋতুকা অর্থে ঋতু, স্পষ্টই বোধ হইতেছে ।

৯৪ সূক্ত ।

মরুৎগণ দেবতা । বিন্দু অথবা পুতদক ঋষি ।

১। মঘবানু, মরুৎগণের মাতা গোঁ সোম পান করাইতেছেন, তিনি অম্মাভিলাষিণী, মরুৎগণের রুধ সংযোজনকারিণী এবং সর্বত্র পূজ্য ।

২। সমস্ত দেবগণ ইহাঁর ক্রোড়ে বর্ত্তমান হইয়া আপন আপন ব্রত ধারণ করেন, সূর্য্য এবং চন্দ্রমী সর্বলোক প্রকাশনার্থ ইহার সমীপে বর্ত্তমান ।

৩। সর্বত্রগামী আমাদের স্তোতাগণ সর্বদা সোম পানার্থ মরুৎগণকে স্তব করিতেছে ।

৪। এই সোম অভিবৃত্ত হইয়াছে, স্বতাবতঃ দীপ্ত মরুৎগণ এবং অশ্বি-
দ্বয় ইহার অংশ পান করেন ।

৫। মিত্র, অর্ঘ্যমা ও বরুণ, দশাপবিত্রদ্বারা শোধিত স্থানদ্বয়ে অবস্থান-
পিত, স্তত্যজনবিশিষ্ট সোমপান করিতেছেন ।

৬। ইন্দ্র প্রাতঃকালে হোতার ন্যায় অভিবৃত্ত এবং গব্যযুক্ত সোম
সেবার প্রণয়না করিতেছেন ।

৭। প্রোক্ত মরুৎগণ জলের ন্যায় তির্ধ্যাকগতিবিশিষ্ট হইয়া কবে
দীপ্ত হইবেন? শক্রশোধক মরুৎগণ কবে শুদ্ধ বল হইয়া আগমন করিবেন? ।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা মহৎ, তোমাদের তেজঃ স্বতঃই ধর্ম্মগীর ।
তোমরা দ্যুতিমান, কবে তোমাদের রক্ত লাভ করিব? ।

৯। যে মরুৎগণ সমস্ত পার্শ্বিক পদার্থকে এবং সমস্ত জ্যোতিঃকে
প্রথিত করিয়াছেন, সোমপানার্থ তাঁহাদিগকে (আহ্বান করিতেছি) ।

১০। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের বল গবিত্র, তোমরা অতিশয় দ্যুতি-
মানু; এই সোম পানার্থ তোমাদিগকে সত্বর আহ্বান করিতেছি ।

১১। ষাঁহারা দ্যাবাপৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, এই সোমের
পানার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি ।

১২। সর্বতঃ বিস্তৃত, পর্ব্বতে স্থিত, জলবর্ষী মরুৎগণকে এই সোম
পানার্থ আহ্বান করিতেছি ।

৯৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। তিরশ্চী ঋষি।

১। হে স্তুতিভাক্ত ইন্দ্র! সোম অভিযুত হইলে, আমাদের স্তুতিবাক্য রথীর ন্যায় তোমার অভিযুখে অবস্থিত হয়, মাতা বৎসের অভিযুখে যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ তোমার উদ্দেশে শব্দ করে।

২। হে স্তুতিভাক্ত ইন্দ্র! দীপ্তিমান, অভিযুত সোম তোমার নিকট আগমন করুক, এই অগ্নের ভাগ শীঘ্র পান কর। হে ইন্দ্র! চারিদিকে তোমার জন্ম চক পুরোডাসাদি নিহিত আছে।

৩। হে ইন্দ্র! শ্যেনকর্তৃক আহৃত অভিযুত সোম আনন্দার্থ সুখে পান কর, যেহেতু তুমি বলতর প্রজার পালক ও রাজা।

৪। যে তিরশ্চী তোমার পূজা করিতেছে, তাহার আহ্বান গ্রহণ কর। তুমি মহান, তুমিই স্বরীয়যুক্ত ও গবাদিযুক্ত ধনদানে আমাদের পূর্ণ কর।

৫। হে ইন্দ্র! যে ব্যক্তি তোমার উদ্দেশে নূতন মদকর বাক্য উৎপাদন করে, সেই স্তোত্রার উদ্দেশে তুমি পুরাতন, সত্যযুক্ত, প্রবদ্ধ, সকলের হৃদয়ঙ্গম রক্ষাকার্য সম্পাদন কর।

৬। যে ইন্দ্র আমাদের স্তুতি ও উক্থ বর্জিত করেন, তাঁহাকেই স্তব করিব। আমরা তাঁহার বলতর বীৰ্য্য সন্তোষ করিবার অভিলাষে তাঁহার ভজনা করিব।

৭। শীঘ্র আগমন কর, শুদ্ধ সাম ও শুদ্ধ উক্থসমূহের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে স্তব করিব(১), দশাপবিত্রের দ্বারায় শোধিত সোম বর্জিত ইন্দ্রকে হৃষ্ট করুক।

(১) পূর্বকালে ইন্দ্র ব্রতবধ করিলে ব্রতহত্যা তাহাতে প্রবেশ করে। তাহাতে তিনি ঋষিগণের নিকট গমন করিয়া বলেন, আমি অপবিত্র হইয়াছি, আমাকে পবিত্র করুন। ঋষিগণ সামগানদ্বারা তাহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তখন সোম ও হবিঃ ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রাহৃত হইল। এইরূপে ঋষিগণ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। সায়ণ। কিন্তু ঋকে ব্রত লংঘারে ব্রতহত্যা পাপ উৎপন্ন হওয়ার কথা নাই এবং ঋষিদিগের দ্বারা সে পাপ ধ্বংস করিবার কথাও নাই। বিশুদ্ধ স্তোত্রদ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রকে অর্চনা করার কথা আছে মাত্র। বাল কোটিভ পৌরাণিক সম্প্রদায় বলছেন ঋগ্বেদের অর্থ করিতে গেলে অনেক স্থানে আমরা ঋগ্বেদের পবিত্র ভাব অনুভবিত করি।

৮। হে ইন্দ্র ! তুমি শুদ্ধ, তুমি আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, শুদ্ধ ব্রহ্মা-
কাৰ্ধের সহিত আগমন কর। তুমি শুদ্ধ, ধন স্থাপন কর। তুমি শুদ্ধ ও
সোমার্হ, ক্ষয় হও ।

৯। হে ইন্দ্র ! তুমি শুদ্ধ, আমাদেরকে ধন দাও। তুমি শুদ্ধ, হব্য-
দায়ীকে রত্ন দাও, তুমি শুদ্ধ, ব্রত্ৰগকে বধ করিয়া থাক, তুমি শুদ্ধ, অন্ন
ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক ।

৯৬ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । মরুৎগণের পুত্র ছাতান ঋষি, অথবা তিরচ্চী ঋষি ।

১। উষা সন্তান এই ইন্দ্রের ভয়ে আপনাদের গতি বর্জিত করিতেছেন ।
রাত্রি সকল ইন্দ্রের জন্য অপর রাত্রে সন্দের বাক্যবিশিষ্ট হন । এই ইন্দ্রের
জন্য সর্ষভোব্যাগু মাতৃস্থানীয় সপ্ত সিদ্ধু(১) মনুষ্যদের তরণার্থ স্মৃথে
পারযোগ্য হন ।

২। অসহায় অস্ত্রের দ্বারা একত্রিত একবিংশতি সংখ্যক পর্বত সাধু-
সমূহ বিদ্ধ হইয়াছিল । অভিলাষপ্রদ, প্রবুদ্ধ ইন্দ্র বাহ্য করিয়াছেন, মর্ত্য,
অথবা দেব তাঁহা করিতে পারে না ।

৩। ইন্দ্রের বজ্র অয়োনির্মিত, উহা তাঁহার হস্তে সম্বদ্ধ ; তাঁহার
হস্তে বহুতর বল আছে । যুদ্ধগমনকালে ইন্দ্রের মন্তকে শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি
থাকে(২) । (তাঁহার আজ্ঞা) অবগার্থ সকলে তাঁহার সমীপে আগমন
করে ।

৪। হে ইন্দ্র ! তোমাকে যজ্ঞার্থদিগের মধ্যেও যজ্ঞার্থ মনে করি,
অচ্যুত পদার্থের চ্যুতিকারী মনে করি, তোমাকে সৈন্যদিগের কেতু বলিয়া
মনে করি, মনুষ্যগণের অভিমত কলবর্ষক বলিয়া মনে করি ।

৫। হে ইন্দ্র ! তুমি যখন বাহুদ্বয়ে শক্রদিগের গর্ভ চূর্ণ কর, বজ্র, অহির
হননার্থ ধারণ কর, যখন মেঘ সকল শব্দ করে, যখন জলসমূহ শব্দ করে, তখন
চারি দিক হইতে অভিগমন করতঃ স্ততিকারীগণ ইন্দ্রের পরিচর্যা করে ।

(১) ১০। ৭৫। ৫ শ্লোকের দীক্ষা দেখ ।

(২) হুনে “কতব” আছে। সারণ অর্থ করিয়াছেন “শিরস্ত্রাণ প্রভৃতিবি” ।

৬। বিনি এই সমস্ত ভূতগণকে স্রষ্টি করিয়াছেন, সমস্ত বস্তুজাত ঘাহার
পরে উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা স্তুতিদ্বারা সেই মিত্র ইন্দ্রের মিত্র হইব, মম-
কারদ্বারা অভিলাষপ্রদ ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখী করিব ।

৭। হে ইন্দ্র ! যে বিশ্বদেবগণ তোমার সখা হইয়াছিলেন, তাহারা
রত্নের নিশ্চাণ হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করতঃ তোমায় ত্যাগ করিয়া
গেলেন । মরুৎগণের সহিত তোমার সখা হইল । পরে তুমি সমস্ত শত্রু
সেনা(৩) জয় করিলে ।

৮। হে ইন্দ্র ! ত্রিযষ্টি সংখ্যক মরুৎগণ একত্রীভূত গোসমূহের ন্যায়
তোমায় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন বলিয়া যজ্ঞার্থ হইয়াছেন ; আমরা সেই ইন্দ্রের
নিকট গমন করিব । আমাদের ভজনীয় ধন দান কর, তোমার উদ্দেশে
শক্শোষক বল বিধান করিব ।

৯। হে ইন্দ্র ! তোমার তীক্ষ্ণ আয়ুধ, তোমার মরুৎ সৈন্য, তোমার-
বজ্রের কে প্রতিকূলতা করিতে পারে ? হে ঋজীষী ! তুমি চক্রে দ্বারা আয়ুধ-
রহিত, দেবদ্রোহী অশুরদিগকে(৪) দূর করিয়া দাও ।

১০। পশু লাভের জন্য মহানু, উগ্র, প্ররুদ্ধ কল্যাণতম, ইন্দ্রের উদ্দেশে
সুন্দর স্তুতি প্রেরণ কর । স্তুতিভাব ইন্দ্রের উদ্দেশে বহুতর স্তুতি বিধান কর,
ইন্দ্র পুঞ্জের জন্য বহুধন প্রেরণ ককন ।

১১। উক্ধ বাহিত, মহানু ইন্দ্রের উদ্দেশে নদী পারকারী নৌকার
ন্যায় স্তুতি উচ্চারণ কর । বহু বিস্তৃত, প্রীতিপ্রদ ইন্দ্র ধন প্রেরণ ককন,
পুঞ্জের জন্য বহুধন প্রেরণ ককন ।

১২। ইন্দ্র বাহা স্বীকার করেন, তাহা কর, সুন্দর স্তুতি উচ্চারণ কর,
তোত্রদ্বারা ইন্দ্রের পরিচর্যা কর । হে স্তোতা ! অলঙ্কৃত হও, রোদন
করিও না, বাক্য অবগণ কর্যাও, ইন্দ্র বহুধন প্রদান করিবেন ।

(৩)। হুসে “ত্রিঃ বষ্টি মরুৎ” আছে । অন্যান্য স্থানে লাভজন মরুতের উদ্দেশে
আছে, এখানে ভাষার নয় ওন অর্থাৎ ৩০ মরুতের উদ্দেশে দেখা যায় ।

(৪) হুসে “অশুরান, অশুরা, অশেবা” আছে । অর্ধ আয়ুধশূন্য, অজ্ঞান, অ-
বদান মরুৎগণ । যেহেতু মরুৎগণের উদ্দেশে, ১০, ১৪ ও ১৫ বৃক দেখ ।

১৩। দশসহস্র(৫) সৈন্যের সহিত ঋতগমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা সেই শয়কারীকে প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যদিগের হিংস্রাচারে হিংস্রাকারিণী সেনাদিগকে বধ করিলেন।

১৪। (ইন্দ্র বলিলেন), ঋতগামী কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করিতেছে ও সূর্য্যের সায় অবস্থিতি করিতেছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুৎগণ! আমি ইচ্ছা করি, তোমরা যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধে তাঁহাকে সংহার কর।

১৫। ঋতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে। ইন্দ্র রূহ্মপতিকে সহায় লাভ করিয়া দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করিলেন।

১৬। হে ইন্দ্র! তুমিই সেই কর্ম করিয়াছ, তুমিই জন্মিবামাত্রই শক্র শূন্য সপ্তশক্র (শত্রু হইয়াছ), অন্ধকারহৃত দাবাপৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াছ, মহৎযুক্ত ভুবনসমূহের উদ্দেশে আনন্দ ধারণ করিয়াছ।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি সেই কার্য্য করিয়াছ। হে বজ্রী! তুমিই কুশল হইয়া অশুপম বল বজ্রের দ্বারা নষ্ট করিয়াছ, তুমিই আম্রধের দ্বারা শুয্যুকে নিহনমুখ করিয়া বধ করিয়াছ, তুমি আপনার কার্য্যদ্বারা গোলাভ করিয়াছ।

১৮। হে ইন্দ্র! তুমিই সেই কার্য্য করিয়াছ, হে অভিলাষপ্রদ! তুমি মনুষ্যদিগের উপদ্রবের হস্তা, অতএব প্ররুদ্ধ হইয়াছিলে, তুমি শুভ্রমান সিদ্ধুগণকে গমনার্থ ছাড়িয়া দিয়াছিলে, পরে দাসগণের অধিকৃত জল জয় করিয়াছিলে।

১৯। সেই ইন্দ্র শোভন প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ও অভিস্রুত সোম পানার্থ আনন্দিত। তাঁহার ক্রোধ কেহ সহ্য করিতে পারে না, তিনি দিবসের সায় ধনবান, তিনি একাকীই মনুষ্যের কর্মকর্তা, তিনি রূঢ়হা, তিনি সকল শত্রু সৈন্য বিনাশ করেন।

(৫) ইন্দ্রকর্তৃক কৃষ্ণ নামক অশ্বার্য্য বোতা ও ভাষার সৈন্যের বিনাশের কথা আমরা পূর্বেই পাইয়াছি।

২০। সেই ইন্দ্র রূত্রহা, তিনি মনুষ্যাগণের পোষক, তিনি আহ্বান-যোগ্য, তাঁহাকে স্তুতিদ্বারা হোম করিব, তিনি আমাদের বিশেষ রক্ষক ও ধনবান্, তিনি কীর্ত্তিপ্রদ, অম্বের দাতা, তিনি আদরপূর্ব্বক কথা বলিয়া থাকেন।

২১। সেই রূত্রহা ইন্দ্র মহান্, তিনি জাতদ্বায়েই তৎক্ষণাৎ আহ্বানযোগ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যাগণের হিতকর বহুকার্য্য করতঃ পীত সোমের ন্যায় সখ্যাগণের আহ্বানযোগ্য হইয়াছিলেন।

২৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। র্ত্তেত ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সুধবান্। তুমি অম্বরগণের নিকট হইতে(১) যে ভোক্তব্য ধন আহরণ করিয়াছ, হে ধনবান্! তাহার দ্বারা স্তোত্রকারীকে বর্দ্ধিত কর, উহার বর্হি আন্তীর্ণ করিয়াছ।

২। হে ইন্দ্র! তুমি যে গো, যে অশ্ব এবং যে অবিনশ্বর ধন (ধারণ কর), যজ্ঞমান দক্ষিণায়ুক্ত হইয়া সোম্যভিষব করিলে তাহাকেই সে ধন প্রদান কর। যজ্ঞবিহীনকে প্রদান করিও না।

৩। অদেবাভিলাষী, ব্রতরহিত যে ব্যক্তি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যায়, সে আপনার গতিদ্বারাই পোষণীয় ধনবিনাশ ককক, তুমি তাহাকে কর্ম্ম-রহিত প্রদেশে স্থাপন কর।

৪। হে শত্রু! হে রূত্রহা! তুমি যে দূরদেশে থাক, বা যে নিকটদেশেই থাক, তথা হইতে, এই ভুলোক হইতে স্বর্গাভিমুখে কেশরবিগ্ধি অশ্বের ন্যায়, এই স্তুতিদ্বারা অভিযুত সোমবান্ যজ্ঞমান যজ্ঞে আনয়ন করিতেছে।

৫। হে ইন্দ্র! যদি স্বর্গের দীপ্ত স্থানে থাক, যদি সমুদ্রের মধ্যে কোন স্থানে থাক, হে রূত্রহা! যদি বাপৃথিবীর কোন স্থানে থাক, অথবা অস্তরীকে থাক, আগমন কর।

(১) এখানেও বোধ হয় অম্বর অর্থে বলবান্ অনাধ্যগণ। অনাধ্যগণের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লইয়া ভোমার উপাসক আধ্যগণকে দাত, এই বোধ হয় বকের মর্ম্ম। নীচের ঋকে হইটী যজ্ঞবিহীন ও দেববিহীন লোকের উল্লেখ দেখ।

৬। হে সোমপা, বলপতি ইন্দ্র ! সোম অভিযুত হইলে সুবাক্যযুক্ত, বহুপরিমিত ধনের দ্বারা ও বলসাধন অস্ত্রের দ্বারা আমাদেরিগকে আনন্দিত কর ।

৭। হে ইন্দ্র ! আমাদেরিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদের সহিত একত্র সোম পানে প্রমত্ত হও, তুমি আমাদেরিগকে রক্ষায় স্থাপন কর, তুমিই আমাদেরিগের বন্ধু হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদেরিগকে পরিত্যাগ করিও না ।

৮। হে ইন্দ্র ! আমাদের সহিত অভিযুত সোম মধুপানার্থ উপবেশন কর । হে মঘবা ! স্তোতাকে মহারক্ষা প্রদান কর, অভিযুত সোমে আমাদের সহিত (উপবেশন কর) ।

৯। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র ! দেবগণ তোমাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না, মর্ত্যগণও পারে না । তুমি বলদ্বারা সমস্ত ভূতজাতকে অভিভূত কর, দেবগণ তোমায় ব্যাপ্ত করিতে পারে না ।

১০। সমস্ত সেনা পরম্পর মিলিত হইয়া শত্রু পরাজয় কর, নেতাকে তীক্ষ্ণ করিতেছে এবং অত্যন্ত প্রকাশার্থ (সুৰ্য্যাত্মক) ইন্দ্রকে সৃষ্টি করিতেছে, কর্মদ্বারা বলিষ্ঠ ও (শক্রদিগের) সম্মুখ বিনাশকারী, উগ্র, ওজস্বী প্রবল ও বেগবান্ ইন্দ্রকে বরণীয় ধনের জন্য স্তব করিতেছে ।

১১। রেভগণ এই ইন্দ্রকে সোমপানার্থ সম্যকরূপে স্তুতি করিয়াছিল । স্বর্গের পালক ইন্দ্রকে বর্দ্ধনার্থ যখন (স্তুতি করে), তখন কর্মধারী ইন্দ্র বলের দ্বারা এবং পালনের দ্বারা মিলিত হন ।

১২। রেভগণ মেমির ন্যায় ইন্দ্রকে দর্শনমাত্রেই নমস্কার করে, মেধাবীগণ মেঘকে(২) স্তোত্রদ্বারা নমস্কার করে, তোমারা হৃদয় দীপ্তিযুক্ত এবং অশ্রোহী, তোমরা ত্বরায়ুক্ত হইয়া ইন্দ্রের কর্ণে অর্চনা যজ্ঞদ্বারা স্তব কর ।

১৩। সেই মঘবান্, উগ্র, যথার্থ বলধারী, অপ্রতিরোধ্যবীর, ইন্দ্রকে বারম্বার আহ্বান করি । পূজ্যতম, যাগযোগ্য ইন্দ্র, আমাদের স্তুতিদ্বারা আবর্তিত হউন । বজ্রী ধনের জন্য সমস্তই আমাদের সুপথ কখন ।

(২) ইন্দ্র মেঘ হইয়া মেঘাভিধি ঋষিকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন । সায়ণ সম্পাদী বোধ হয় ঋগ্বেদ রচনার পরে কল্পিত ; ঋগ্বেদের কবি বোধ হয় কেবল জ্ঞের বৃত্তপ্রিয়তা বা মনোহরকারিতা দেখিয়া মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছেন ।

১৪। হে সর্বাণেশ্বর বলবানু! হে শত্রু! হে ইন্দ্র! তুমি এই সকল পুরী বলের দ্বারা বিনাশ করিবার জন্য অবগত হও। হে বজ্রী! সমস্ত দুঃখভাঙ তোমার ভয়ে কম্পিত হয়, দ্যাবাপৃথিবী ভয়ে কম্পিত হয়।

১৫। হে শূর! হে চিত্র ইন্দ্র! তোমার প্রশস্ত সত্য আমাকে রক্ষা করক, হে বজ্রবানু ইন্দ্র! জলের ন্যায় বহুপাপ ইহাতে আমাদিগকে পার কর। হে রাজা ইন্দ্র! বহুরূপ এবং স্পৃহনীর ধন আমাদের অভিযুখে কবে প্রদান করিবে?।

সপ্তম অধ্যায় ।

৯৮ সূক্ত ।

ইক্ষ দেবতা । অঙ্গিরাগোত্রীয় নৃমেধ ঋষি ।

১ । মেধাবী, মহানু, কর্মকর্তা, বিদ্বানু, স্তুতি-অভিলাষী ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে মহৎ স্তোত্র গান কর ।

২ । হে ইক্ষ ! তুমি অভিভাবিতা হও, তুমি স্বর্গকে প্রদীপ্ত করিয়াছ ; তুমি বিশ্বকর্মা, বিশ্বদেবস্বরূপ এবং মহানু ।

৩ । হে ইক্ষ ! তুমি জ্যোতিঃদ্বারা ছালোকের প্রকাশক, স্বর্গকে প্রকাশিত করতঃ গমন করিয়াছিলে ; দেবগণ তোমার সখ্য লাভের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন ।

৪ । হে ইক্ষ ! তুমি প্রিয় এবং মহৎ ব্যক্তিদিগের জয়কারী ; তোমাকে কেহ গোপন করিতে পারে না ; তুমি পর্বতের ন্যায় সর্বতঃ বিস্তৃত এবং স্বর্গের পতি ; তুমি আমাদের নিকট আগমন কর ।

৫ । হে সত্যস্বরূপ, সোমপা ইক্ষ ! যেহেতু তুমি দাবাপৃথিবী উভয়কেই অভিতুত করিয়াছ, অতএব তুমি সোম্যভিষকারীর বর্জক হও এবং স্বর্গের পতি হও ।

৬ । হে ইক্ষ ! তুমি বহুপুরী ভেদ করিয়া থাক ; তুমি দম্যহস্তা, মনুষ্যের বর্জক এবং ছালোকের পতি ।

৭ । হে স্তুতিভাক্ত ইক্ষ ! জলে গমনকারী ব্যক্তিগণ ঘেরূপ (ক্রীড়ার্থে সমীপস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি) জল বিসৃষ্ট করে, সেইরূপ আমরা সম্ভ্রুতি তোমার উদ্দেশ্যে মহৎ কমনীয় স্তোম প্রেরণ করিতেছি ।

৮ । হে বজ্রবানু, শূর ইক্ষ ! নদীগণ ঘেরূপ উদকস্থান বর্জিত করে, সেইরূপ আমরা স্তোত্রদ্বারা প্রব্রুত তোমাকে প্রতি দিবস বর্জিত করি ।

৯। গমনশীল ইন্দ্রের প্রশস্ত যুগবিশিষ্ট মহৎরথে তাঁহার বাহনভূত এবং বাহ্যাত্রে যোজিত অশ্বদ্বয়কে স্তোত্রাংগণ স্তোত্রের দ্বারা যোজিত করেন।

১০। হে শতক্রতু, বিচক্ষণ, বীৰ্য্যোপেত এবং সেনাগণের অভিভবকর ইন্দ্র ! তুমি আমাদের বল এবং ধন দান কর।

১১। হে নিবাস প্রদ, শতক্রতু ! তুমি আমাদের পিতা এবং মাতা হও, অনন্তর আমরা তোমার সুখ যাক্কা করিব।

১২। হে বলবান্, বহুকর্তৃক আহুত শতক্রতু ! তুমি বলান্তিলাষী, আমি তোমার স্তুতি করিতেছি ; তুমি আমাদের সুন্দর বীৰ্য্যোপেত ধন দান কর।

৯৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।। নৃমেধ ঋষি।

১। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র ! হব্যের দ্বারা ভরণশীল নেতাগণ তোমাকে অন্ন এবং কল্য সোম পান করাইয়াছে ; তুমি এই যজ্ঞে স্তোত্রবাহকগণের (স্তোত্র) শ্রবণ কর এবং গৃহে উপাগত হও।

২। হে সুন্দর হস্তবিশিষ্ট, অশ্ববান্, স্তুতিভাক্ত ইন্দ্র ! পরিচারকগণ তোমার জন্য সোম অভিষুত করিতেছে, তুমি মত্ত হও। আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, সোম অভিষুত হইলে তোমার অন্ন উপায়াযোগ্য এবং প্রশংসনীয় হউক।

৩। সমাপ্রিত (রশ্মিসমূহ) যেরূপ স্বর্গকে তজ্জনা করে, সেইরূপ তোমরা ইন্দ্রের সমস্ত (ধন) তজ্জনা কর ; তিনি বলদ্বারা জাত ও জনিষা-নান্ ধনসমূহ (উৎপাদন করেন), আমরা (উহা পৈতৃক) ভাগের ন্যায় ধারণ করিব।

৪। পাণশূন্য ব্যক্তির প্রতি যিনি দানশীল ও ধন দাতা, সেই ইন্দ্রের স্তব কর, যেহেতু ইন্দ্রের দান কল্যাণকর। তিনি স্বীয় মনকে দান বিষয়ে প্রেরণ করিয়া এই পরিচর্যাকারীর ইচ্ছার বাধা দেন না।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধকারীগণকে অভিতুত কর। হে শত্রুগণের বাধক! তুমি অমঙ্গলনাশক, জনহিতা, সমস্ত (শত্রুগণের) হিংসক এবং বাধকগণের (বাধাদানকারী)।

৬। হে ইন্দ্র! মাতা যেরূপ শিশুর অনুগমন করে, সেইরূপ মাতৃত্বত দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল হিংসকের অনুগমন করে। যেহেতু তুমি যুদ্ধকে বধ কর, অতএব সমস্ত সংগ্রামকারীগণ তোমার ক্রোধে থির হয়।

৭। জরারহিত, (শত্রুগণের) প্রেরক, অপ্রতিহত, বেগশালী, জয়শীল, গমনশীল, রথিশ্রেষ্ঠ, অহিংসিত ও জলবর্জক ইন্দ্রকে তোমরা রক্ষার্থে অগ্রগামী কর।

৮। (শত্রুগণের) সংস্কর্তা, স্বয়ং অসংস্কৃত, বলকুং, বহুরক্ষাবিশিষ্ট, শতক্রতু, সাধারণ ও ধনাচ্ছাদক ও বসুপ্রেরক ইন্দ্রকে আমরা রক্ষার্থে আহ্বান করি।

১০০ সূক্ত।

দশম ও একাদশ ঋকের বাক্ দেবতা; অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।

ভৃগুগোত্রীয় নেম ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আমি পুত্রের সহিত (শত্রু জয়ার্থে) তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করি, সমস্ত দেবগণ আমার পশ্চাতে অভিগমন করেন; যখন তুমি আমাকে (শত্রুধনের) ভাগ দান কর, অতএব আমার সহিত পৌকষ প্রকাশ কর।

২। তোমাকে অগ্রে যদকর (সোমরূপ) অন্নদান করিতেছি, অতি-যুত সোম তোমার হৃদয়ে নিহিত হউক। তুমি আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সখা-রূপে অবস্থান কর, অনন্তর আমরা দুইজনে বহুসংখ্যক যুদ্ধ বধ করিব।

৩। হে সংগ্রামেচ্ছুগণ! ইন্দ্র আছেন ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যভূত সোম উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে? আমরা কাহাকে স্তুতি করিব(১)?।

(১) দেবগণের অস্তিত্ব লক্ষ্যে লোকের মনে কিছু কিছু সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মিতোছিল, তাহা এই ঋক হইতে অনুমান হয়, পরের হইল ঋকে ঋষি ইন্দ্রের উক্তিচ্ছলে সে সন্দেহ তঞ্জন করিতেছেন।

৪। হে স্তোতা! এই আমি তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাকে দর্শন কর; সমস্ত ভুবনকে আমি মহিমাঘারা অভিভূত করি। যজ্ঞের প্রদেয় গণ আমাকে বর্জিত করে, আমি বিদারণশীল, আমি ভুবন বিদীর্ণ করি।

৫। যখন যজ্ঞাভিলাষীগণ কমলীয় (অন্তরীক্ষের) পৃষ্ঠে একাকী আসীন আমাকে আরোহণ করাইয়াছিল, তখন তাহাদের মনই আমার হৃদয়ের প্রভূতের প্রদান করিয়াছিল যে, পুত্রবৃন্ত প্রিয় এই ঋষিগণ আমার জন্য ক্রন্দন করিতেছে।

৬। হে মঘবান্ ইস্র! তুমি যজ্ঞে সোমাত্তিব্যবকারীর জন্য যাহা করিয়াছ, সেই সমস্ত কার্য বলিবার যোগ্য। তুমি পরাবৎনামক শত্রুর যে ধন আছে, তাহা ঋষিবন্ধু শরভের উদ্দেশে প্রভূত পরিমাণে অপারূত করিয়াছ।

৭। যে এক্ষণে প্রধাবিত হইতেছে, পৃথকৃ থাকিতেছে না, যে তোমা-দিগকে আবরণ করিতেছে না, ইস্র তাহার মর্মস্থানে বজ্রপাতিত করিয়াছেন।

৮। মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট, গমনশীল, সুপর্ণ অয়োময় নগর উত্তীর্ণ হইলেন, পরে স্বর্গে গমন করতঃ ইস্রের উদ্দেশে সোম আহরণ করিলেন।

৯। যে বজ্র সমুজ্জের মধ্যে শয়ন করে, যে জলে আরূত, সেই বজ্রের উদ্দেশে সংগ্রামের অগ্রভাগে গমনকারী শক্রগণ উপহার ধারণ করিতেছে।

১০। দীপ্তিশীল, দেবগণের উদ্বাদকর বাক্য যখন জ্ঞানবহিতগণকে জ্ঞান প্রদান করতঃ যজ্ঞে উপবেশন করেন, তখন চারিদিকে অন্ন, জল দোহন করে। উহার যাহা শ্রেষ্ঠ আছে, তাহা কোথায় গমন করিতেছে?।

১১। দেবগণ যে দীপ্তিমান্ বাকুদেবতাকে উৎপাদন করিতেছেন, সর্বপ্রকার পশুগণ সেই বাক্য উচ্চারণ করে। তিনি হর্ষদায়িনী ও অন্ন ও রসপ্রদানকারিণী ধেনুর ন্যায় হইয়া আশাদের স্তুতি গ্রহণ করতঃ আশাদের নিকট আগমন করতঃ।

১২। সখে বিষ্ণু! তুমি অন্ত্যস্ত পদবিক্ষেপ কর, হে ছালোক! তুমি বজ্রের গতির নিকট অবকাশ প্রদান কর। হে বিষ্ণু! তুমি ও আমি ব্রহ্মকে বধ করিব, নদী সকলকে নাইয়া যাইব, নদী সকল ইস্রের আজ্ঞানুসারে গমন করুক।

১০১ সূক্ত।

পঞ্চমের শেষাংশের ও ষষ্ঠের আদিভা দেবতা; সপ্তম ও অষ্টমের অশ্বি দেবতা;
নবমের ও দশমের বায়ুদেবতা; একাদশ ও দ্বাদশের সূর্য্যদেবতা; ত্রয়োদশের
ঊষা দেবতা; চতুর্দশের পবমান দেবতা; পঞ্চদশ ও ষোড়শের গো দেবতা;
অবশিষ্টের দেবতা মিত্র ও বরুণ। তৃত্যগোত্র জমদগ্নি ঋষি।

১। যে হব্যদায়ী (যজমানের) উদ্দেশে অভিযত সিদ্ধির জন্য মিত্র
ও বরুণকে সম্বোধন করে, সেই মনুষ্য সত্যই এই প্রকারে যজ্ঞার্থ হবিঃ
সংস্থার করে।

২। অতিশয় বর্দ্ধিতবল, মহাদর্শন, নেতা, দীপ্তিমান, অতিশয় বিদ্বান,
সেই মিত্র ও বরুণদ্বয় বাহুদ্বয়ের ন্যায় সূর্য্যাকিরণের সহিত কর্ম লাভ করেন।

৩। হে মিত্র ও বরুণ! বে শীঘ্রগামী তোমাদের অভিযুখে গমন
করে, সে দেবগণের দূত হয়, তাহার মন্তক সুবর্ণ ভূষিত হয় এবং সে মদকর
ধন লাভ করে।

৪। যে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেও আনন্দিত হয় না, যে পুনঃ পুনঃ
আজ্ঞান করিলেও আনন্দিত হয় না, কথোপকথনের জন্মও আনন্দিত হয়
না, তাহার সংগ্রাম ইহাতে আশাদিগকে আজি রক্ষা কর, তাহার বাহুদ্বয়
ইহাতে আশাদিগকে রক্ষা কর।

৫। হে যজ্ঞধন! মিত্রের উদ্দেশে সেবাহি, যজ্ঞগৃহভব স্তোত্র গান কর,
অর্ঘ্যমা উদ্দেশে গান কর, বরুণের উদ্দেশে প্রীতি উৎপাদক বাক্য গান কর,
মিত্রাদি রাজগণের উদ্দেশে স্তোত্র গান কর।

৬। অকণবর্ণ, জয়সাধন, বাসপ্রদ, (পৃথিব্যাদি), তিন জনের এক
পুত্রকে দেবগণ প্রেরণ করিতেছেন। অহিংসিত, মরণরহিত দেবগণ মনুষ্য-
দিগের স্থান সকল দেখিতে পান।

৭। হে একত্র মিলিত নাসত্যদ্বয়! তোমরা আমার উচ্চারিত দীপ্ত-
তম বাক্যে ও কার্য্যে আগমন কর, হব্য তজ্ঞের উদ্দেশে গমন কর।

৮। হে অন্নবিশিষ্ট, ধনযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে রাক্ষসরহিত
দান আছে, তাহা যখন আজ্ঞান করিব, তখন তোমরা অন্নদায়িকর্তৃক

স্বয়ম্ভূত ইহয়। পূর্বমুখী ও স্তুতিবর্দ্ধনকারী নেতাস্বরূপ ইহয়। আগমন কর।

৯। হে বায়ু! তুমি আমাদের সুস্তুতিপ্রযুক্ত স্বর্গস্পর্শী যজ্ঞে আগমন কর। পবিত্রের মধ্যে আশ্রিত এই শুভ্রসোম তোমার উদ্দেশে নিয়ত ইহয়।ছিল।

১০। হে নিয়ুবান্ বায়ু! অধ্ব্যু ঋজুতম পথে গমন করিতেছে, তোমার ভক্ষণার্থ হবিঃ লইয়া যাইতেছে, আমাদের উভয় প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধ সোম ও গব্যযুক্ত সোম পান কর।

১১। হে সূর্য্য! তুমি সত্যই মহান্, হে আদিত্য! তুমি মহান্, একথা সত্য। তুমি মহান্, তোমার মহিমা স্তুত ইহিতেছে, হে দেব! তুমি মহান্, একথা সত্য।

১২। হে সূর্য্য! তুমি অবশেষে মহান্, একথা সত্য। তুমি দেবগণের মধ্যে মহিমায় মহান্, একথা সত্য। তুমি শক্রবিনাশী, তুমি দেবগণের হিতোপদেশী, তোমার তেজ মহৎ এবং অহিংসনয়ী।

১৩। এই যে নিম্নমুখী, স্তুতিমতী, রূপবতী, প্রকাশযুক্তা ঊষা উৎপাদিত ইহয়।ছিলেন, তিনি বহুস্থানীয় দশদিকে গমন করতঃ চিত্রিত গাভীর ন্যায় দৃষ্ট ইহিতেছেন।

১৪। তিন প্রজা অতিক্রমণ করতঃ গমন করিয়াছিল, অন্য প্রজাগণ অর্চনীয় অগ্নির চতুর্দিক আশ্রয় করিয়াছিল। ভুবন মধ্যে আদিত্য মহান্ ইহয়। অবস্থিতি করিতেছিলেন, পবমান্, দিকদমুখে প্রবেশ করিলেন।

১৫। যিনি কদ্রুগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাসস্থান, হে জলগণ! সেই নির্দোষ অদিতি গো দেবীকে হিংসা করিও না। এই কথা চেতনাবিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছিলাম।

১৬। বাক্যপ্রদায়িনী, বাক্যউচ্চারণকারিণী, সমস্ত বাক্যের সহিত উপস্থিতা, দ্যোতমানা, দেবগণের জন্য আমার পরিচয় বিধিষ্ট। গো দেবীকে অল্প বুদ্ধি মনুষ্য পরিবর্জন করে।

১০২ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । এই সূক্তের তৃত্যোগোপ্তাংগের প্রয়োগ ঋষি, অথবা বৃহস্পতির পুত্র
অগ্নি নামক ঋষি, অথবা সত্বের পুত্র গৃহপতি ও বিশিষ্ট নামক ঋষি ।

১। হে দ্যোতমান্ অগ্নি! তুমি কবি, গৃহপতি, যুবা, তুমি হব্যদায়ী
যজমানের উদ্দেশে যজ্ঞান্ন প্রদান কর ।

২। হে বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত অগ্নি! তুমি জাত হইয়া আমাদের বাক্যের
দ্বারা দেবগণকে আনয়ন কর । আমরা স্তুতি ও পরিচর্যা করিতেছি ।

৩। হে যুবতম অগ্নি! তুমি অতিশয় ধনপ্রেরক, তোমাকে সহায়
লাভ করিয়া আমরা অন্ন লাভার্থ (শত্রুগণকে) অভিভব করি ।

৪। আমি সমুদ্রমধ্যবর্তী শুচি অগ্নিকে, উর্য্য, ভূগু ও অগ্নিবানের ন্যায়
আহ্বান করি ।

৫। বাতসদৃশ ধনিবিশিষ্ট, পঙ্কজাসদৃশ ক্রন্দনবিশিষ্ট, কবি, বলবান্,
সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি ।

৬। সবিতাদেবতার এসবের ন্যায়, ভগদেবতার ভোগের ন্যায়,
সমুদ্রশায়ী অগ্নিকে আহ্বান করি ।

৭। অহিংসনীয়গণের বন্ধু, বলবান্, বর্দ্ধমান্ ও বহুতম অগ্নিকে, হে
ঋত্বিকুগণ! তোমরা অভিগমন কর ।

৮। এই অগ্নি, আমাদের কৰ্ত্তব্যের রূপ নির্মাণ করেন, আমরা
অগ্নির কার্যদ্বারা যশোবিশিষ্ট হই ।

৯। দেবগণের মধ্যে অগ্নিই মনুষ্যগণের সমস্ত সম্পদ লাভ করেন,
তিনি অগ্নের সহিত আমাদের নিকট আগমন ককল ।

১০। হে স্তোতা! সমস্ত হোতৃগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক যশস্বী
যজ্ঞে প্রধান অগ্নিকে এই যজ্ঞে স্তব কর ।

১১। দেবগণের মধ্যে প্রধান ও অতিশয় বিদ্বান্ অগ্নি যাজ্ঞিকগণের
গৃহে আদীপ্ত হন । পবিত্রকর, দীপ্তিযুক্ত, অনুশয়নকারী অগ্নিকে স্তব
কর ।

১২ । হে মেধাবী ! অশ্বের ন্যায় ভোগযোগ্য, বলবানু, মিত্রের ন্যায় নিধনকারী অগ্নিকে স্তব কর ।

১৩ । হে অগ্নি ! যজমানের জন্য স্তুতি সকল তগিনী সকলের ন্যায় তোমার গুনকীর্ত্তন করতঃ তোমার সেবা করিতেছে, বায়ুর সমীপে তোমাকে অবস্থাপিত করিতেছে ।

১৪ । যে অগ্নির তিনটী অনারুত অবদ্ধ বহিঁ আছে, সেই অগ্নিতে জল ও স্থান প্রাপ্ত হয় ।

১৫ । অভীষ্টবর্ষী ও দু্যতিমানু অগ্নির স্থান সুরক্ষিত এবং ভোগযোগ্য, তাঁহার দৃষ্টিও সূর্য্যের ন্যায় বজ্রলকর ।

১৬ । হে অগ্নিদেব ! দীপ্তিসাধন স্নাতের নিধানদ্বারা তৃপ্ত হইয়া জ্বালাদ্বারা দেবগণকে আনয়ন কর এবং যজ্ঞ কর ।

১৭ । হে অঙ্গিরা অগ্নি ! দেবগণ মাতৃগণের ন্যায় কবি, মরণরহিত, হব্যবাহী ও প্রসিদ্ধ অগ্নিকে উৎসন্ন করিয়াছেন ।

১৮ । হে কবি অগ্নি ! তুমি প্রকৃষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট, বরণীয়, দূতস্বরূপ এবং দেবগণের হব্যবাহী, তোমার চারিদিকে দেবগণ উপবিষ্ট হইলেন ।

১৯ । হে অগ্নি ! আমাদের গাভী নাই, আমাদের কাষ্ঠচ্ছেদক পরশু নাই, হে অগ্নি ! এই সমস্তই আমি তোমায় দান করিয়াছি ।

২০ । হে যুবতম অগ্নি ! তোমার উদ্দেশে যখন কোন কোন কার্য্য ধারণ করি, তখন সেই সকল পরশু ছিন্নকাষ্ঠ তুমি সেবা কর ।

২১ । তোমার জিহ্বা যে কাষ্ঠ সকল ভক্ষণ করে, যে কাষ্ঠ সকলকে তোমার জিহ্বা অতিক্রম করিয়া গমন করে, সে সমস্ত স্নাতসদৃশ হউক ।

২২ । সমুদ্র কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বালিত করতঃ মনের দ্বারা কর্ম্ম আচরণ করে ও ঋত্বিকৃগণদ্বারা অগ্নিকে সমিদ্ধ করে ।

১০০ সূক্ত ।

অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা । সোতরি স্বষি ।

১। যে অগ্নিতে কর্ম সকল আহুত হয়, সর্বাপেক্ষা পথজ্ঞ সেই অগ্নি দৃষ্ট হইলেন। আর্ধ্যাগণের বর্জনকর অগ্নি প্রাপ্ত হুত হইলে আমাদের স্তুতি বাক্য সকল তাঁহার নিকট গমন করিতেছে।

২। দিবোদাসকর্তৃক আহুত অগ্নি, মাতৃহৃত পৃথিবীর অভিমুখে দেব-গণের প্রতি হব্য বহন করিতে প্ররক্ত হন নাই। দিবোদাস বলেরদ্বারা আহ্বান করিলে অগ্নি স্বর্গের সানুপ্রদেগে অবস্থিতি করিলেন।

৩। কর্তব্যাকর্মকারী মরুৎগণের নিকট ইতর মরুৎগণ (কল্পিত হয়), অতএব হে জনগণ! এক্ষণে তোমরা সহস্রধনদাতা অগ্নিকে যজ্ঞে কর্তব্য-কর্মদ্বারা আপনি পরিচর্যা কর।

৪। হে নিবাসপ্রদ অগ্নি! তুমি যাহাকে ধনদানার্থে শিক্ষিত কর, যে তোমার হব্য, প্রদান করে সেই উক্শংসী নিজেই সহস্রপোষক পুঞ্জলাভ করে।

৫। হে বহু ধনবিশিষ্ট অগ্নি! যে তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করে, সে দৃঢ় শত্রুপুষ্টিত অন্ন অশ্বের দ্বারা হিংসা করে, সে অক্ষীণ অন্নধারণ করে। আমরাও তোমার উদ্দেশে হব্যদান করতঃ তুমি দেবতা, তোমাতে স্থিত সর্বপ্রকার ধন ধারণ করিব।

৬। যিনি দেবগণের আহ্বাতা ও আনন্দময়, যিনি জনগণকে ধনপ্রদান করেন, সেই অগ্নির উদ্দেশে মদকর সোমের প্রথম পাত্র সকল গমন করে।

৭। হে দর্শনীর, লোকপালক অগ্নি! সুন্দর দানবিশিষ্ট, দেবাত্মলাষী-গণ রথবাহক অশ্বের দ্বারা যে তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্যা করে, সেই তুমি, আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে ধনবান্ধুগণের দান প্রদান কর।

৮। হে স্তোতাগণ! তোমরা সর্বাপেক্ষা দাতা, যজ্ঞবান্ধু, সত্যবান্ধু, বৃহৎ, দীপ্তভোজ্যবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে স্তোত্র পাঠ কর।

৯। ধনবান্, অন্নবান্ অগ্নি সমিদ্ধ ও আহুত হইয়া যশস্কর অন্ন প্রদান করেন, উহার নূতন অমুগ্রহবুদ্ধি অন্নের সহিত বহুবীর আমাদেব অভিযুখে আগমন করুন ।

১০। হে স্তোতা! প্রিয়গণের মধ্যে প্রিয়তম অতিথি ও যজ্ঞার্থ অগ্নিকে স্তবক র

১১। জ্ঞানযুক্ত, যজ্ঞার্থ যে অগ্নি উদ্গত প্রস্তবন আবহিত করেন। কর্মদ্বারা সংগ্রামাভিলাষী যে অগ্নির ॥(জ্বালা) নিদ্রাভিমুখ সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় দুস্তর, সেই অগ্নিকে স্তবক র ।

১২। বাসপ্রদ, অতিথি অনেকের স্তব ও দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী এবং সুযজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি আমাদের বিষয়ে বেশ (কোন ব্যক্তিকর্তৃক) অবকল্প না হন ।

১৩। হে বাসপ্রদ অগ্নি! যে মনুষ্যাগণ স্তুতিদ্বারা এবং সুখকর অনুগমনের দ্বারা (তোমার পরিচর্যা করে), তাহারা যেন হিংসিত না হয়; সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট, ইন্দ্রাদায়ী স্তোতাও তোমার দূতকর্মের জন্য উপাসনা করে ।

১৪। হে অগ্নি! তুমি মকংগের প্রিয়, আমাদের যাগকর্মের সোম পানার্থ কত্রগণের সহিত আগমন কর, সোভরির শোভনস্তুতির নিকট আগমন কর, প্রমত্ত হও ।

নবম মণ্ডল(১) ।

১ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । বিশ্বামিত্রগোত্রোৎপন্ন মধুচ্ছন্দা ঋষি ।

১ । হে সোম ! তুমি ইন্দ্রের পানার্থে অভিষুত হইয়া স্বাতন্ত্র্য ও অতিশয় মদকর ধারাতে ক্ষরিত হও ।

২ । রাক্ষসহন্তা, সকলের দর্শক সোম লৌহদ্বারা পিষ্ট হইয়া দ্রোণ-কলসবিশিষ্ট অভিবরণ স্থানে উপবিষ্ট হন ।

৩ । তুমি প্রভূত ধন দান কর, সমস্ত বস্তু দান কর এবং বিশেষরূপে রক্ত বধ কর ; ধনবানু (শক্রগণের) ধন (আমাদিগকে) দান কর ।

৪ । তুমি মহানু, দেবগণের যজ্ঞাভিমুখে অগ্নির সহিত গমন কর, বল ও অগ্নি দান কর ।

৫ । হে ইন্দু ! আমরা তোমার পরিচর্যা করি, প্রত্যহ ইহাই আমাদের কার্য্য ; আমরা তোমারই উদ্দেশে স্তুতি করি ।

৬ । সূর্য্যের দুহিতা(২) তোমার ক্ষরণশীল রসকে বিলুপ্ত এবং নিত্য দশাপবিত্রদ্বারা পুত করেন ।

৭ । অভিবরণকালে যজ্ঞ ভগিনীভূত দশ অজুলিরূপ স্ত্রীগণ সেই সোমকেই গ্রহণ করে ।

(১) সমস্ত নবম মণ্ডলে কেবল সোম দেবের অর্চনা । (অদির) বা তদংশীয়গণ নবম মণ্ডলের ঋষিভাষা পূর্বেই বলা হইয়াছে । সোমদেবের তৃতীয়াংশ এই ঋগ্বেদে নবম মণ্ডল হইতে গৃহিত । সোমলতা প্রভৃতির নিলীকিত করিয়া পরে দশ কলসি-দ্বারা চটকাইয়া রস বাহির করিত । পরে মেঘ দ্বারা ছাওয়া হইয়া থাকিত । রাশিভ এবং “মিচ্চির” নামের হস্ত প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিত ।

(২) অম্বাদেবী । (সারণ) । কিন্তু সূর্য্যদুহিতার সোমের সহিত বিবাহ লব্ধে ১।১১৭।১৭। ঋকের টীকা দেখ ।

৮। অজুলিগণ তাঁহাকেই প্রেরণ করে, চর্ম্মের ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই সোমকে অভিব্যব করে, ঐ (সোমায়ক) মধু তিন স্থানে থাকে এবং শত্রুগণের প্রতিবন্ধকতা করে।

৯। অবধ্য ধেনুগণ এই বালক সোমকে ইন্দ্রের পানার্থে ছুঁদের দ্বারা সংস্কৃত করে।

১০। শূর ইন্দ্র এই সোমপানে মত্ত হইয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ করেন এবং যজমানগণকে ধন দান করেন।

২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। মেধাতিথি ঋষি।

১। হে সোম! তুমি দেবতাভিলাষী হইয়া বেগে পবিত্রভাবে ক্ষরিত হও, হে অতীতবর্ষী ইন্দ্র! তুমি সোম মধ্যে প্রবেশ কর।

২। হে সোম! তুমি মহান্, অতীতবর্ষী, অত্যন্ত যশস্বী এবং ধারক, তুমি পানীর প্রেরণ কর, স্বস্থানে উপবেশন কর।

৩। অতিমুত, অতিলম্বিতপ্রদ সোমের দ্বারা প্রিয় মধু মোহন করে, সুকর্ণী সোম জল আচ্ছাদন করে।

৪। যখন তুমি গব্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হও, তখন হে মহান্ সোম! তোমার অতিমুখে ক্ষরণশীল মহৎজল গমন করে।

৫। সোম হইতে (রস) উৎপন্ন হয়, তিনি স্বর্ণ ধারণ করেন, তিনি জগৎ স্তম্ভিত করেন, তিনি আমাদের কামনা করেন এবং জল মধ্যে সংস্কৃত হন।

৬। অতীতবর্ষী, হরিতবর্ণ, মহান্ এবং মিত্রের ন্যায় দর্শনীয় সোম শস্য করেন এবং পূর্ব্যের সহিত প্রদীপ্ত হন।

৭। হে ইন্দ্র! মত্ততার জন্য তুমি খাৎখার দ্বারা অলঙ্কৃত হও, সেই কর্ম্মস্বাস্থ্যদ্বীপ স্তুতি তোমার বলপ্রভাবে সংশোধিত হয়।

৮ । তোমার প্রশংসা মহতী, তুমি শক্রবর্ষণশীল (যজ্ঞমানের) জন্য উত্তমলোক স্থিতি করিয়া থাক, আমরা তোমার নিকট নততা যাত্রা করি ।

৯ । হে ইন্দু তুমি ইক্ষ্ণাভিষী হইয়া বর্ষণশীল মেঘের ন্যায় মধুধারাতে আমাদের অভিযুখে করিত হও ।

১০ । হে ইন্দু ! তুমি যজ্ঞের পুরাতন আত্মা, তুমি গো, পুত্র, অশ্ব ও অন্ন দান কর ।

৩ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । শুভঃশেক ঋষি ।

১ । মরণরহিত এই সোমদেব যোগকলসাত্মক উপবিষ্ট হইবার জন্য পক্ষীর ন্যায় গমন করিতেছেন ।

২ । অকুলিঙ্গার অভিযুত এই সোমদেব করিত ও অভিযুত হইয়া গমন করেন ।

৩ । যজ্ঞাভিলাষী স্তোতাগণ করণশীল এই সোমদেবকে অশ্বের ন্যায় সংগ্রামার্থে অলঙ্কৃত করেন ।

৪ । করণশীল এই বীর সোম অবলে গমনকারীর ন্যায় সমস্ত ধন বিভাগ করিতে ইচ্ছা করেন ।

৫ । এই করণশীল সোমদেব রথ কামনা করেন, অভিলাষ প্রদান করেন এবং শব্দ করেন ।

৬ । মেধাবীগণ এই সোমের স্তব করিলে, ইনি হব্যদাতাকে বৃত্তমান করতঃ জল মধ্যে প্রবেশ করেন ।

৭ । করণশীল এই সোম শব্দ করিয়া ও লোকসমূহকে পরাভূত করিয়া স্বর্গে গমন করেন ।

৮ । করণশীল এই সোম সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ও অহিংসিত হইয়া লোকসমূহকে পরাভূত করতঃ স্বর্গে গমন করেন ।

৯। হরিৎবর্ণ এই সোমদেব পুরাতন জন্মদ্বারা দেবার্থে অভিযুত হইয়া দশাপবিত্রে গমন করেন।

১০। এই বলুকর্মা সোমই জাতমাত্রে অন্ন উৎপাদন করিয়া ও অভিযুত হইয়া ধারারূপে ক্ষরিত হন।

৪ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অগ্নিরাহুলোৎপন্ন হিরণ্যস্থপ ঋষি।

১। হে মহৎ অন্নভূত, পবমান সোম! ভজনা কর, অন্ন কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

২। হে সোম! জ্যোতিঃ দান কর, স্বর্গ দান কর এবং সমস্ত সৌভাগ্য দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৩। হে সোম! বল এবং কর্ম দান কর, হিংসকগণকে বধ কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৪। হে সোম! ভিষবকারীগণ! তোমরা ইন্দ্রের পানার্থে সোম অভিষব কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৫। (হে সোম)! তুমি তোমার কর্ম ও রক্ষাদ্বারা আমাদের সকলকে সুর্য্য লাভ করিও, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৬। আমরা তোমার কর্ম এবং রক্ষাদ্বারা চিরকাল সুর্য্য দর্শন করিব, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৭। হে শোভনাল্পবিশিষ্ট সোম! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে হৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৮। সংগ্রামে তুমি নিজে আহত হও না, (শক্রগণকে) অভিষব করিও, তুমি ধন দান কর, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

৯। হে ক্ষরণশীল সোম! (যজমানগণ) বিধারণার্থে তোমাকে বহু বর্দ্ধিত করে, অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

১০। হে ইন্দু! তুমি আমাদের সকলকে নানাবিধ অশ্ববান, সর্ষপাদি ধন দান কর।

৫ বৃক্ষ ।

অগ্নী দেবতা । কশ্যপগোত্রোৎপন্ন অসিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১ । সমিক্ত, সকলের পতি, অভীষ্টবর্ষী, পবমান(১) সোম শব্দ করি-
য়াও (দেবগণকে) প্রীত করিয়া বিরাজিত হন ।

২ । জলের পোত্র পবমান সোম উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হইয়াও অন্ত-
রীক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া গমন করেন ।

৩ । স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টদাতা, দীপ্তিমান, পবমান সোম মধুধারার
সহিত তেজোবলে বিরাজিত হন ।

৪ । হরিতবর্ণ সোমদেব যজ্ঞ পূর্ক্সত্র বর্হি বিস্তার করতঃ তেজো-
বলে আগমন করেন ।

৫ । হিরণ্যুরী দ্বারদেবীগণ পবমান সোমের সহিত স্তুত হইয়া রূহৎ
দিক্‌সমূহে উদগমন করেন ।

৬ । সম্প্রতি পবমান সোম সুরূপা, রূহতী, মহতী, দর্শনীরা, দিব
রাত্রিকে কামনা করিতেছেন ।

৭ । মনুষ্যগণের দর্শক, দেবগণের হোতা, দেবদ্বয়কে আহ্বান করি
পবমান সোম ইন্দ্র(২) এবং অভীষ্টবর্ষী ।

৮ । ভারতী, সরস্বতী এবং মহতী ইলানামক তিনজন সুরূপা দেবী
আমাদের এই সোমযজ্ঞে আগমন ককন ।

৯ । অগ্রজাত, প্রজাপালক, পারোগাবী ত্রুতীকে আহ্বান করি, হরিৎ-
বর্ণ পবমান সোম ইন্দ্র, কামবর্ষী এবং প্রজাপতি ।

১০ । হে পবমান সোম ! হরিৎবর্ণ, হিরণ্যবর্ণ, দীপ্তিমান, সহস্রাংখ্য-
বিশিষ্ট বসন্তাতিকে মধুধারাদ্বারা সংস্কৃত কর ।

১১ । হে বিশ্বদেবগণ ! বায়ু, রূহস্পতি, সূর্য্য, অগ্নি, এবং ইন্দ্র তোমরা
সকলে মিলিত হইয়া সোমের স্বাচ্ছন্দ্যের নিকট আগমন কর ।

(১) করণশীল ।

(২) দীপ্ত ।

৬ সূক্ত ।

পবমান দেবতা । কশ্যপগোত্রোৎপন্ন জলিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১। হে সোম ! তুমি অতীর্ষবর্ষী ও দেবাজিলাষী, তুমি আমাদেরকে অভিলাষ করিয়া থাক । তুমি আমাদের রক্ষা কর এবং দশাপবিত্রে মধু-ধারায় ক্ষরিত হও ।

২। হে সোম ! যেহেতু তুমি স্বামী, অতএব মদকর সোম বর্ষণ কর, বলবানু অশ্ব প্রদান কর ।

৩। তুমি অভিষূত হইয়া সেই পুরাতন মদকর রস দশাপবিত্রে প্রেরণ কর, বল এবং অন্ন প্রেরণ কর ।

৪। জল যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ দ্রুতগতি, ক্ষরণশীল শোম ইন্দ্রের অনুসরণ করে এবং তাঁহাকে ব্যাপ্ত করে ।

৫। দশ (অঙ্গুলিরূপ) স্ত্রীগণ দশাপবিত্রকে অতিক্রম করিয়া অরণ্যে ক্রীড়াকারী বলবানু অশ্বের ন্যায় যে সোমের পরিচর্যা করে ।

৬। দেবগণ পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া অভিষূত এবং অতীর্ষ-বর্ষী সেই সোমরসে সংগ্রামার্থে গব্য মিশ্রিত কর ।

৭। ইন্দ্রদেবের জন্য অভিষূত সোমদেব ধারারূপে ক্ষরিত হন, যেহেতু ইহার পয়ঃ আপ্যায়িত করে ।

৮। যজ্ঞের আত্মা অভিষূত সোম অভিলাষ প্রদান করিয়া বেগে ক্ষরিত হন এবং পুরাতন কবিত্ত রক্ষা করেন ।

৯। হে মদকর সোম ! তুমি ইন্দ্রাজিলাষী হইয়া তাঁহার পানার্থে ক্ষরিত হইয়া বজ্রশালার শব্দ উৎপন্ন কর ।

৭ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। সুন্দর জীবিশিষ্ট সোমের সম্বন্ধবিশেষ সোমসমূহ যজ্ঞে সত্য পথে
সৃষ্ট হইতেছেন।

২। সোম হব্যের মধ্যে স্তুতিযোগ্য হব্য, তিনি মহৎ জলে বিগাহন
করিতেছেন, সেই সোমের শ্রেষ্ঠ ধারাসমূহ পণ্ডিত হইতেছে।

৩। অভীষ্টবর্ষী, সত্যভূত, হিংসাবর্জিত, প্রধান সোম যজ্ঞগৃহাভি-
মুখে জলযুক্ত শব্দ করিতেছেন।

৪। কবি সোম ধন গ্রহণ করতঃ যখন স্তোত্র অবগত হন, তখন স্বর্গে
বলবান্ (ইন্দ্র) বল প্রকাশ করেন।

৫। যখন কর্মকর্তাগণ এই সোম প্রেরণ করেন, তখন পবমান সোম
রাজার ন্যায় যজ্ঞবিস্বকারী মনুষ্যাগণের অভিমুখে গমন করে।

৬। হরিদ্রণ প্রিয় সোম জল সম্পৃক্ত হইয়া মেঘ লোমোপরি উপবেশন
করেন এবং শব্দ করতঃ স্তুতি সেবা করেন।

৭। যে এই সোমের কর্মে প্রীত হয়, সে মনমত্ত বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বি-
দ্বয়কে প্রাপ্ত হয়।

৮। (যাহাদের) সোমের তরঙ্গ মিত্র ও বকণ ও ভগদেবের অভিমুখে
করিত হয়, (তাহারা) এই সোমকে বিদিত হইয়া সুখ লাভ করে।

৯। হে দ্যাংপৃথিবী! তোমরা মদকর (সোমরূপ) অন্ন লাভার্থে
আমাদিগকে ধন, অন্ন ও বস্তু দান কর।



৮ সূক্ত ।

পবমান লোম দেবতা । অসিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১ । এই সোমসমূহ ইন্দ্রের বীৰ্য্য বর্জিত করিয়া তাঁহার অভিনবনীয় ও শ্রীতিকর রস বর্ষণ করেন ।

২ । সেই সোম অভিযুত হইতেছে, চমক মধ্যে আচ্ছাদন করিতেছে এবং বায়ুও অশ্বিনয়ের নিকট গমন করিতেছেন । উহা আমাদিগকে সুবীৰ্য্য দান করুন ।

৩ । হে সোম ! তুমি অভিযুত ও মনোজ্ঞ হইয়া ইন্দ্রের আরাধনার্থে যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর এবং (ইন্দ্রকে) প্রেরণ কর ।

৪ । দশ অঙ্গুলি তোমার পরিচর্যা করে, সাত জন হোতা তোমাকে শ্রীত করে, মেধাবীগণ তোমাকে প্রমত্ত করে ।

৫ । তুমি মেঘ লোম ও উদকে স্রষ্ট হইয়া থাক, আমরা দেবগণের মদার্থে তোমাকে গব্যদ্বারা মিশ্রিত করিব ।

৬ । অভিযুত ও কলস মধ্যে নিষিক্ত দীপ্তিমান হরিৎবর্ণ সোম বস্ত্রের দ্বারা গব্যসমূহকে আচ্ছাদিত করিতেছে ।

৭ । হে সোম ! আমরা ধনবান, তুমি আমাদের অভিযুখে ক্ষরিত হও, সমস্ত শত্রুর বিনাশ কর, সখা (ইন্দ্রকে) লাভ কর ।

৮ । হে সোম ! তুমি স্থালোক হইতে পৃথিবীর উপরে রুষ্টি বর্ষণ কর, (ধন) উৎপাদন কর, সংগ্রামে আমাদের বাস দান কর ।

৯ । তুমি মেতাগণের দর্শক এবং সর্বজ্ঞ, ইন্দ্র পান করিলে আমরা তোনায় (পান করি), আমরা যেন সম্ভান ও অন্ন লাভ করি ।

৯ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । অগিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১। কবিশ্রাস্তদর্শী সোম অভিবৰণ প্রস্তরে নিহিত এবং অভিবৃত হইয়া
দ্রালোকের অভ্যন্ত প্রিয় পক্ষীগণের নিকট গমন করেন ।

২। তুমি তোমার নিবাসভূত, দ্রোহরহিত, স্তুতিকারী, মনুষ্যের
ভক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত, তুমি অন্নবিশিষ্ট ধারাদ্বারা আগমন কর ।

৩। জাতবিশুদ্ধ, মহান্ সেই পুত্র মহতী ও যজ্ঞের বর্দ্ধিরত্নী ও জন-
য়ত্রী ও মাতৃভূতা (ম্যাংবাপৃথিবীকে) প্রদীপ্ত করেন ।

৪। নদীগণ একমাত্র যে সোমকে অক্ষীগরূপে বর্দ্ধিত করে, সেই সোম
অঙ্গুলিদ্বারা নিহিত হইয়া দ্রোহরহিত সপ্তনদীকে প্রীত করেন ।

৫। হে ইন্দ্র ! তোমার কৰ্ম্ম সেই (অঙ্গুলিগণ) অহিংসিত, বিদ্যা-
মান্ সোমকে মহৎ কৰ্ম্মের জন্য ধারণ করে ।

৬। বাহক, মরণরহিত দেবগণের তৃপ্তিকর সোম সপ্ত (নদী) দর্শন
করেন, তিনি কুপরূপে পরিপূর্ণ হইয়া নদীগণকে তৃপ্ত করেন ।

৭। হে পুরুষ সোম ! কল্পনীয় দিবসে আমাদিগকে রক্ষা কর,
হে পবমান সোম ! যে সকল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, তাহাদিগকে
বিনাশ কর ।

৮। হে সোম ! তুমি নব্য ও স্তুতিযোগ্য পুস্ত্রের জন্য শীঘ্র যজ্ঞ-
পথে আগমন কর এবং পুস্ত্রের ন্যায় দীপ্তি প্রকাশ কর ।

৯। হে শোধানকালীন সোম ! তুমি পুস্ত্রযুক্ত, মহৎ অন্ন, গাভী ও
অশ্ব আমাদিগকে দান করিয়া থাক, তুমি দান কর, আমাদের অভিলাষ
প্রদান কর ।

১০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। রথের এবং অশ্বের ন্যায় শব্দকারী সোম অন্ন ইচ্ছা করতঃ যজ্ঞ-মানের ধনের জন্য আগমন করিয়াছেন।

২। সোম রথের ন্যায় যজ্ঞাভিমুখে গমন করেন, ভারবাহী যেরূপ (বাহুতে) ভার ধারণ করে, সেই রূপ (ঋত্বিকগণ) বাহুতে তাঁহাকে ধারণ করেন।

৩। স্তুতিদ্বারা রাজা যেরূপ ভূষ্ঠ হয়েন এবং সপ্ত হোতা দ্বারা যজ্ঞ যেরূপ সংস্কৃত হয়, সেইরূপ গব্যের দ্বারা সোম সংস্কৃত হয়।

৪। অভিষুত সোম মহতী স্তুতিদ্বারা অভিষুত হইয়া মত্ত করিবার জন্য ধারারূপে গমন করেন।

৫। ইন্ড্রের আপানভূত, উষার ভাগ্য উৎপাদনকারী সুর সোম শব্দ করিতেছেন।

৬। স্তুতিকারী, পুরাতন, অভীষ্টবর্ষী সোমের আহারকারী মনুষ্যগণ যজ্ঞের দ্বার উদঘাটন করিতেছেন।

৭। সমীচীন সপ্তবন্ধুসদৃশ একমাত্র সোমের স্থান পূরণকারী সপ্ত-হোতা (যজ্ঞে) উপবেশন করেন।

৮। আমি যজ্ঞের নাতিভূত, (সোমকে) আমাদের নাতিদেশে গ্রহণ করি, চক্ষু সুর্য্যো সঙ্গত হয়। আমি কবি (সোমের) অংশ আপুরিত করিব।

৯। গমনশীল, দীপ্ত (ইন্ড্র) আপনার প্রিয় পদার্থ ছদয়ে নিহিত (সোমকেও) চক্ষে দেখিতে পান।

১১ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । অসিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১। হে নেতাগণ! এই করুণশীল সোম দেবগণকে যাগ করিতে অভিলষী, ইহার উদ্দেশে গান কর ।

২। (হে সোম) ! অথর্বা (ঋষিগণ) তোমার দীপ্তিবিশিষ্ট দেবাভিলাষী রসকে ইন্দ্র দেবের জন্য গোদুগ্ধে সংকৃত করিয়াছেন ।

৩। হে রাজা! তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে করিত হও, পুত্রাদির জন্য সুখে করিত হও, অশ্বের জন্য সুখে করিত হও, ওষধিগণের জন্য সুখে করিত হও ।

৪। তোমরা, বক্রবর্ণ, স্ববলভূত, অকণবর্ণ, স্বর্ণস্পৃক্ সোমের উদ্দেশে শীত্ৰ গাথা উচ্চারণ কর ।

৫। হস্তস্থিত অভিবব প্রান্তরদ্বারা অভিযুত সোম পুত কর, মদকর সোমে গোদুগ্ধ প্রক্ষেপ কর ।

৬। নমস্কারের সহিত তাঁহার নিকট গমন কর, দধিমিশ্রিত কর, ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদান কর ।

৭। হে সোম! তুমি শত্রুবিনাশক, বিচক্ষণ ও দেবগণের অভিল্য-প্রদ, তুমি আমাদের গাভীর জন্য সুখে করিত হও ।

৮। হে সোম! তুমি মনোজ্ঞ ও মনের দৈবর, ইন্দ্র পান করিয়া মত্ত হইবেম বলিয়া তুমি পরিষিক্ত হইয়া থাক ।

৯। হে ক্লেশবিশিষ্ট পবমান সোম! তুমি ইন্দ্রের সহিত আমাদিগকে সুন্দর বীর্ঘ্যযুক্ত ধন দান কর ।

১২ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। অগ্নিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। অভিষুত, অত্যন্ত মধুর সোম ইন্দ্রের অন্য বজ্রগৃহে প্রস্তুত হইতেছে।

২। মাতা গাভীগণ যেরূপ বৎসের অভিমুখে শব্দ করে, সেইরূপ মেধাবীগণ সোম পানের জন্য ইন্দ্রের অভিমুখে শব্দ করে।

৩। মদস্রাবী সোম নদীতরঙ্গ স্থলে বাস করেন, বিদ্বান সোম মাধ্যমিক বাক্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৪। সুকর্ণা, কবি, বিচকণ সোম, অন্তরীক্ষের নাভিস্বরূপ মেঘলোমে পূজিত হন।

৫। যে সোম কুন্তে আছেন এবং দশাপবিত্র মধ্যে নিহিত আছেন, সেই সোম মধ্যে সোমদেব প্রবেশ করেন।

৬। সোম মদস্রাবী মেঘকে প্রীত করতঃ অন্তরীক্ষের স্তম্ভনকর স্থানে বাক্য উচ্চারণ করেন।

৭। নিত্য স্তোত্রবিশিষ্ট, ক্ষীর প্রসবকারী বনস্পতি (সোম মনুষ্য) গণের জন্য একদিন কর্ম্মমধ্যে প্রীতভাবে (বাস করেন)।

৮। কবি সোম ছালোক হইতে প্রেরিত হইয়া মেধাবীগণের ধারারূপে প্রিয় স্থানে গমন করেন।

৯। হে পবমান সোম! তুমি আমাদিগকে বহু দীপ্তিবিশিষ্ট, সুন্দর গৃহবিশিষ্টধন দান কর।

অষ্টম অধ্যায় ।

১৩ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অসিভ, অথবা দেবল ঋষি ।

১। অপরিমিত, ধারাবিশিষ্ট, পাবক সোম দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া বায়ুও ইন্দ্রের পানার্থ সংস্কৃত পাত্রে গমন করিতেছে ।

২। হে রক্ষাভিলাষীগণ ! তোমরা পবমান বিপ্র এবং দেবগণের পানার্থ অভিযুত সোমের উদ্দেশে গমন কর ।

৩। বহু বলপ্রদ, সুস্বাদু সোম যজ্ঞসিদ্ধি ও অন্ন লাভের জন্য ক্রুরিত হইতেছে ।

৪। হে সোম ! আমাদের অন্ন লাভের জন্য দীপ্তিমতী এবং সুবীৰ্য্য সম্পন্ন মহতী রসধারা বর্ষণ কর ।

৫। সেই অভিযুত সোমদেব আমাদের সহস্র সংখ্যক ধন ও সুবীৰ্য্য দান করুন ।

৬। সংগ্রামে প্রেরিত অশ্বের ন্যায় প্রেরকগণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শীঘ্রগামী সোম অন্ন লাভের জন্য দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ।

৭। ধেমুগণ যেরূপ শব্দ করিয়া গাতীর অভিযুখে গমন করে, সোম সেইরূপ শব্দ করিয়া (পাত্রে) অভিযুখে গমন করেন । (ঋত্বিক্গণ) হস্তে উহা গ্রহণ করেন ।

৮। সোম ইন্দ্রের প্রিয় ও মদকর । হে পবমান সোম ! তুমি শব্দ করিয়া সমস্ত শত্রু বিনাশ কর ।

৯। হে পবমান, (অদ্যতাগণের) হিংসক, সর্বদর্শী সোমগণ ! তোমরা যজ্ঞস্থানে উপবেশন কর ।

১৪ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অসিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১। নদীতরঙ্গে, অধিমিশ্রিত কবি সোম অনেকের স্পৃহণীয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া করিত হইতেছেন ।

২। বজ্রভূত পঞ্চ জনপদের মনুষ্য কর্ম্মাভিলাষে যখন ধারক সোমকে স্তুতি দ্বারা অলঙ্কৃত করে ।

৩। তখন সোম গো দুগ্ধে মিশ্রিত হইলে সমস্ত দেবগণ বলবান্ সোমরসে প্রমত্ত হয় ।

৪। সোম দশাপবিত্র বস্ত্রেরদ্বার পরিত্যাগ করিয়া অধোদেশে ধাবিত হন, এই যজ্ঞে সখা (ইন্ড্রের) সহিত সঙ্গতন ।

৫। যুবা অশ্বিকে যেরূপ মার্জিত করে, সেইরূপ সোম গব্যের সহিত আপন শরীর মিশ্রিত করতঃ পরিচর্যাকারী পৌত্রস্থানীয় অঙ্গুলিসমূহদ্বারা মার্জিত হইতেছেন ।

৬। অঙ্গুলিদ্বারা অভিযুত সোম গব্যের সহিত মিশ্রিত হইবার জন্য তদভিমুখে গমন করিতেছেন এবং শব্দ করিতেছেন । আমি উহাকে লাভ করিব ।

৭। অঙ্গুলিসকল মার্জনা করতঃ অন্নপতি সোমের সহিত মিলিত হইতেছে । এবং বলবান্ সোমের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল ।

৮। হে সোম ! তুমি স্বর্গীয় ও পার্থিব সমস্ত ধন গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে কামনা করিয়া গমন কর ।

১৫ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অসিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১। এই বিক্রান্ত সোম অঙ্গুলিদ্বারা অভিযুত হইয়া কর্ম্মবলে শীঘ্র-গামী রথের সাহায্যে ইন্ড্রের নির্মিত (স্বর্ণ স্থানে) গমন করিতেছেন ।

২। যে হইং যজ্ঞে দেবগণ বাস করেন, সেই যজ্ঞে সোম বহুল কর্ম্ম ইচ্ছা করেন ।

৩ । এই সোম (হবির্ধান) আহিত হইয়া, নীত হইয়া (আহ্ননীর-দেশে) যখন মধ্যবস্ত্রী শৌভাযুক্ত পথে প্রদত্ত হইলেন, তখন অধ্বার্যগণও নীত হইল ।

৪ । এই সোম শূজ কল্পিত করেন । উইঁার শূজযুগপতি রূষভের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ইনি বলপ্রযুক্ত আমাদের জন্য ধন ধারণ করেন ।

৫ । এই বেগবান্ শুভ্র লতাবিশিষ্ট সোম সান্দমান রসের পতি হইয় গমন করেন ।

৬ । এই সোম আচ্ছাদক, পীড়িত রাক্ষসগণকে পর্বতদ্বারা অতিক্রম করতঃ তাহাদিগকে অবগত হইতেছেন ।

৭ । যযুধ্যগণ এই মার্জ্জিনীয় সোমকে দ্রোণকলসে নিম্পীড়িত করিতেছে, ইনি প্রচুতরস প্রদান করিতেছেন ।

৮ । দশটী অঙ্গুলি ও সাত জন ঋত্বিক উত্তম অস্ত্রবিশিষ্ট ও মদক সোমকে মার্জ্জিত করিতেছে ।

১৬ বৃক ।

সোম দেবতা । অসিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১ । হে সোম ! অভিশাপকারীগণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে শক্রপরাভব-কর মত্ততার জন্য উৎপাদিত হইয়া অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছে ।

২ । আমরা বলেরনেতা, জলের আচ্ছাদক, অশ্বের সহিত বর্ধমান সোমকে কর্মের দ্বারা অঙ্গুলিসমূহে মিলিত করিতেছি ।

৩ । শক্রগণকর্তৃক অপ্রাপ্ত, অন্তরীক্ষে বর্ধমান, অন্যের অমতিভবনীয় সোমকে দশাপবিদ্রে নিক্ষেপ কর, ইজের পার্শ্ব শোষিত কর ।

৪ । স্তুতিদ্বারা পুতপদার্থসমূহের মধ্যে সোম দশাপবিদ্রে গমন করিতেছেন ও পরে কর্মবলে দ্রোণকলসে উপবেশন করিতেছেন ।

৫ । হে ইজ ! নগন্ধারযুক্ত স্তোত্রের সহিত সোম সকল বলকর হইয়া মহাসংগ্রামার্থ তোমার নিকট গমন করিতেছেন ।

৬। যে লোমযুক্ত বস্ত্রে শোধিত, সমস্ত শোভাযুক্ত গোসমূহ লাভার্থ-সাম বীরের আয় বর্ধমান রহিয়াছেন।

৭। অন্তরীক্ষ হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত (জল যেরূপ নিম্নে পতিত হয়) সেইরূপ বলকারক অভিযুত সোমের ক্ষীতধারা পবিত্রে পতিত হইতেছে।

৮। হে সোম! তুমি পণ্ডিত স্তোতাকে মনুষ্যগণের মধ্যে রক্ষা কর, তুমি বস্ত্রের দ্বারা শোধিত হইয়া মেঘলোমের প্রতি ধাবমান হও।

১৭ সূক্ত ।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। নদীগণ যেরূপ নিম্নপ্রদেশে গমন করে, সেইরূপ শত্রুবিনাশক, শীত্ৰগামী ব্যাপ্ত সোম দ্রোণকলসের অভিমুখে গমন করিতেছেন।

২। অভিযুত সোম, রুচি যেরূপ পৃথিবীতে পতিত হয়, সেইরূপ ইন্দের প্রীতির জন্য ক্ষরিত হইতেছেন।

৩। অত্যন্ত প্রবুদ্ধ, মদকর, মদাত্মক সোম, রাক্ষস সকলকে বিনাশ করতঃ দেবাত্মিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করিতেছে।

৪। সোম কলসে যাইতেছেন, পবিত্রে সিক্ত হইতেছেন এবং উকৃথ-মন্ত্রদ্বারা বর্জিত হইতেছেন।

৫। হে সোম! তুমি লোকত্রয় অতিক্রম করিয়া উষ্ণিষ্য স্বর্গকে প্রকাশিত করিতেছ এবং গমনশীল হইয়া সূর্য্যকে প্রেরিত করিতেছ।

৬। মেধাবীগণ পরিচর্য্যাকারী ও সোমের প্রিয়কারী হইয়া যজ্ঞের মন্তকে (সোমের) স্তব করিতেছেন।

৭। হে সোম! নেতা মেধাবীগণ অন্নাভিলাষী হইয়া কৰ্ম্মদ্বারা যজ্ঞার্থ সেই ভোমাকেই শোধিত করিতেছেন।

৮। হে সোম! তুমি মধুর ধারাতিযুখে প্রবাহিত হও, তীব্র হইয়া অতিথব স্থানে উপবেশন কর এবং মনোহর হইয়া যজ্ঞে পানার্থ (উপবেশন কর)।

১৮ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অনিড, অথবা দেবল ঋষি ।

১। এই সোম সবনকালে প্রস্তুত অবস্থিত । তিনি পবিত্রে ক্ষুণ্ণ হন । তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ।

২। হে সোম ! তুমি মেধাবী, তুমি কবি, তুমি অন্ন হইতে সঞ্জাত মধুররস প্রদান কর । তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ।

৩। সমস্ত দেবগণ সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাকে পান করেন, তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ।

৪। তিনি সমস্ত বরণীয় ধন হস্তদ্বারা ধারণ করেন । তুমি মাদক-পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ।

৫। তিনি মাতৃদেয়ের ন্যায় মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে দোহন করেন । তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ।

৬। তিনি অন্নদ্বারা তৎক্ষণাৎ উভয় পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন । তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ।

৭। তিনি বলবানু, তিনি শোধিত হইবার সময় কলসের মধ্যে শব্দ করেন । তুমি মাদক পদার্থের মধ্যে সকলের ধারক ।

১৯ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অনিড, অথবা দেবল ঋষি ।

১। যে কিছু স্তুতিযোগ্য, পার্থিব ও স্বর্গীয় বিচিত্র ধন আছে, তুমি শোধিত হইবার সময় আমাদের জন্য তাহা আনয়ন কর ।

২। হে সোম ! তুমি ও ইন্দ্র সকলের স্বামী, গোসমূহের পালকও ঈশ্বর হইয়াছ । তোমরা আমাদের কৰ্ম বর্দ্ধিত কর ।

৩। অভিল্যপ্ত সোম শোধিত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে শব্দ করতঃ কুশোপরি হরিৎবর্ণ আপনার স্থানে উপবেশন করিতেছেন ।

৪। পুত্রহানীর সোমের মাতৃহানীর (বসতীরবী প্রভৃতি) সোমকর্তৃক পীত হইয়া অভিলাষপ্রদ সোমের সারবস্তার কামনা করিতেছে ।

৫। মিশ্রিত হইবার সময় সোম অভিলাম্বিনী বসতীরবী প্রভৃতিগণের গর্ত উৎপাদন করেন, এই জল সকল হইতে দীপ্ত দুগ্ধ দোহন করেন ।

৬। হে পবমান সোম ! যাহারা দূরে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে সমীপবর্তী কর, শক্রগণের ভয় উৎপাদন কর, তাহাদের ধন অবগত হও ।

৭। হে সোম ! তুমি দূরেই থাক, বা নিকটেই থাক, শত্রুর বর্ষণকর বল বিনাশ কর, তাহাদের অন্ন বিনাশ কর, তাহাদের শোষক ভেজ বিনাশ কর ।

২০ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অসিভ, অথবা দেবল ঋষি ।

১। কবি সোম দেবগণের পানার্থ মেঘলোমের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতেছেন, শক্রগণের অভিভবকর সোম সমস্ত স্পর্ধাকারীকে বিনাশ করন ।

২। সেই পবমান সোম স্তোতাগণকে গোযুক্ত সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান করেন ।

৩। হে সোম ! তুমি আপন মনে সমস্ত ধন প্রদান কর, হে সোম ! সেই তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর ।

৪। হে সোম ! তুমি মহাকীর্তি প্রেরণ কর, তুমি হব্যদায়ীগণকে ধুবধন প্রদান কর, তুমি স্তোতাগণকে অন্ন প্রদান কর ।

৫। হে সোম ! তুমি শুর্য্য, তুমি শোধিত হইয়া রাজার ন্যায় আমাদের স্তুতি স্বীকার কর । তুমি অদ্ভুত ও তুমি বাহক ।

৬। সেই সোম বাহক, অস্তরীকে বর্তমান ও দুস্তর ইস্তদারা মার্জিত হইয়া পাঁজে অবস্থান করিতেছেন ।

৭। হে সোম ! তুমি ক্রীড়নশীল ও দানেচ্ছুক, তুমি স্তুতিকারীকে সুবীৰ্য্য দান করিয়া দানের ন্যায় পবিত্রে গমন করিতেছে ।

২১ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অসিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১। এই ক্লেদকর, দীপ্ত, অভিভবশীল, মদকর, লোকপালক সোম সকল ইন্দের অভিযুগে গমন করিতেছেন ।

২। ইহারা (অভিবকারীকে) বিশেষরূপে ভজনা করেন, সকলের সহিত মিলিত হন, অভিভবকারীকে ধন প্রদান করেন এবং স্তোতাকে অন্ন দান করেন ।

৩। অনারাসে ক্রীড়াকারী সোমসকল একমাত্র দ্রোণকলসে ক্ষণিত হইতেছেন, সিন্ধুর উর্ধ্বের ন্যায় ক্ষণিত হইতেছেন ।

৪। এই সোম সংশোধিত ইহারা রথে স্থাপিত অশ্বগণের ন্যায় সমস্ত বরণীয় ধন ব্যাপ্ত করেন ।

৫। হে সোমগণ! ইহার লানারূপ কামনা পূরণার্থ (ধন) প্রদান কর, ইনি আমাদের দানের সময় নিঃশব্দে দান করেন ।

৬। ঋতু যেরূপ রথবাহক, স্তুতিযোগ্য সারথীকে প্রজ্ঞা দান করেন, সেইরূপ তোমরা এই যজমানের প্রজ্ঞা প্রদান কর । হে সোম! কেবল জলদ্বারা পরিকৃত হও ।

৭। সেই এই সোম সকল যজ্ঞে কামনা করেন, বলবানু সোম সকল যজমানের বুদ্ধি প্রেরণ করেন ।

২২ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অসিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১। এই সোম সকল যুদ্ধে প্রেরিত অশ্বের ও রথের ন্যায় সমীপে গমন করেন ।

২। এই সোম সকল মহাবাহুর ন্যায়, মেঘের হস্তির ন্যায়, অগ্নির শিখার ন্যায় সমস্ত ব্যাপ্ত করেন ।

৩। এই সোম সকল শুদ্ধ, প্রাজ্ঞ ও দধিযুক্ত ইহারা প্রজ্ঞানবলে আমাদের ব্যাপ্ত করিতেছেন ।

৪। এই সোম সকল শোধিত ও মরণরহিত, ইহারা গমনকালে ও পথে লোকসমূহে ভ্রমণ করিতে ক্লান্ত হন না।

৫। এই সোম সকল দ্যাবাপৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বিবিধ প্রকারে বিচরণ করিয়া বাণ্ড হন। আরও এই উত্তম দ্যুলোকে ব্যাণ্ড করেন।

৬। নদী সকল যজ্ঞবিস্তারকারী উৎকৃষ্ট সোমকে ব্যাণ্ড করেন, আরও এই কর্ম সোমের দ্বারা উৎকৃষ্ট করিয়া লওয়া হয়।

৭। হে সোম! তুমি পণিগণের নিকট হইতে গোসমূহের হিতকর ধন ধারণ কর, যজ্ঞ যাহাতে বিস্তীর্ণ হয়, সেইরূপে শব্দ কর।

২৩ সূক্ত।

সোম দেবতা। অসিত, অথবা দেবল ঋষি।

১। মধুর মদের দ্বারায় শীতপ্রগামী সোম সমস্ত স্তোত্রকালে স্ফুট হয়েন।

২। কোন পুরাণ অথ নূতন পদ অনুসরণ করে, সূর্যকে দীপ্ত করে(১)।

৩। হে শোধিত সোম! যে হব্যপ্রদান করে না, তাহার গৃহ আমাদেবের জন্য প্রদান কর। আমাদিগকে প্রজাবিশিষ্ট ধন দান কর।

৪। গমনশীল সোম সকল মদকররস ফরণ করেন এবং মধুস্রাবী-কোশও উৎপাদন করেন।

৫। জগতের দারক সোম ইন্দ্রিয় বর্দ্ধনকর রস ধারণ করতঃ উত্তম বীরযুক্ত ও হিংসা হইতে ত্রাণপ্রদ হইয়াছেন।

৬। হে সোম! তুমি যজ্ঞাহ, তুমি ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের জন্য ক্ষরিত হইতেছ এবং আমাদিগকে অন্ন দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ।

৭। মদকর পদার্থসমূহের মধ্যে অত্যন্ত মদকর এই সোমকে পান করিয়া অমৃতভিবর্ষী ইন্দ্র শক্রগণকে হনন করিয়াছেন এবং এখনও হনন করিতেছেন।

(১) সাধারণ বলেন এখানে রূপকদ্বারা সোমেরই স্তুতি হইতেছে।

২৪ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অসিত, অথবা দেবল ঋষি ।

১। সোমসকল শোধিত ও দীপ্ত হইয়া গমন করিতেছেন এবং মিশ্রিত হইয়া জলমধ্যে মার্জিত হইতেছেন ।

২। গমনশীল সোম সকল নিম্নাভিমুখ গামী জলসমূহের ন্যায় গমন করিতেছেন এবং পরে ইস্রকে ব্যাপ্ত করিতেছেন ।

৩। হে শোধিত সোম ! মনুষ্যাগণ তোমাকে যেখান হইতে লইয়া যাইতেছে, তুমি সেই খান হইতে ইস্রের পার্ণাৰ্থ গমন করিতেছ ।

৪। হে সোম ! তুমি মনুষ্যাগণের মদকর । হে শক্রগণের অভিভবকারী সোম ! তুমি ইস্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হও । তুমিও স্তুতিযোগ্য ।

৫। হে সোম ! তুমি যখন প্রান্তরদ্বারা অভিষূত হইয়া পবিত্রের অভিযুখে ধাবিত হও, তখন ইস্রের উদরের জন্য পর্যাপ্ত হও ।

৬। হে সর্কোপেক্ষা রত্নহা ! তুমি ক্ষরিত হও, তুমি উৎকৃষ্টমন্ত্রদ্বারা স্তুতিযোগ্য, শুদ্ধ, শোধক ও অরুত ।

৭। অভিষূত মদকর সোম শুদ্ধ ও শোধক বলিয়া উক্ত হন, তিনি দেবগণের প্রীতিকর এবং শক্রগণের বিনাশক ।

২৫ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । অগস্ত্যর পুত্র দৃঢ়চ্যুত ঋষি ।

১। হে হরিৎবর্ণ সোম ! তুমি মদকর, তুমি দেবগণের, মরুৎগণের ও বায়ুর পার্ণাৰ্থ ক্ষরিত হও ।

২। হে শোধনকালীন সোম ! আমাদের কর্মদ্বারা ধৃত হইয়া শয়ন করতঃ স্বস্থানে প্রবেশ কর, কর্মদ্বারা বায়ুতে প্রবেশ কর ।

৩। এই সোম আপন স্থানে অধিষ্ঠিত, অভিলাষপ্রদ, কবি, প্রিয়, রত্নহা এবং অত্যন্ত দেবাভিলাষী হইয়া গোভিত হইতেছেন ।

৪। শোধিত, কমনীয় সোম সমস্তরূপ মধ্যে প্রবেশ করতঃ যে স্থলে
অমৃতগণ বাস করে সেই স্থানে গমন করিতেছে ।

৫। শোভমান সোম শব্দ উৎপাদন করতঃ করিত হইতেছেন, নিকট-
বর্তী ইন্দের নিকট গমন করিয়া প্রজ্ঞাবিশিষ্ট হইতেছেন ।

৬। হে সর্বাপেক্ষা মদপ্রদ কবি সোম ! তুমি অচেনীয় ইন্দের স্থান
প্রাপ্ত হইবার জন্য পবিত্র অতিক্রম করিয়া ধারাক্রমে প্রবাহিত হও ।

২৬ সূক্ত ।

সোম দেবতা । দৃঢ়হৃত ঋষির পুত্র ইন্দ্রবার্হ ঋষি ।

১। পৃথিবীর কোড়মুণ্ডে সেই বেগবান্ সোমকে মেধাবীগণ অঙ্গুলি-
দ্বারা এবং স্তুতিদ্বারা মার্জিত করিতেছেন ।

২। স্তুতি সকল সহস্রধারা বিশিষ্ট, দীপ্ত, স্বর্গের ধারক সোমকে স্তুতি
করিতেছে ।

৩। সকলের ধারক ও বহু কার্য্যকারী, সকলের বিধাতা সেই সোমকে
প্রজ্ঞাদ্বারা স্বর্গের প্রতি প্রেরণ করিতেছেন ।

৪। সোম পাণ্ড্রে অবস্থিত, স্তুতির পতি ও অহিংসনীয় । পরিচর্যা-
কারীগণ বালুদ্রয়ের ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছেন ।

৫। অঙ্গুলি সকল সেই হরিৎবর্ণ সোমকে উন্নত প্রদেশে প্রেরণ করিতে-
ছেন, তিনি কমনীয় ও বহুদ্রব্য ।

৬। হে শোধনকারী সোম ! তোমাকে ইন্দের উদ্দেশে প্রেরণ করি-
তেছে, তুমি স্তুতিদ্বারা বর্জিত, দীপ্ত ও মদকর ।

২৭ সূক্ত ।

পবমান সোম দেবতা । অজিরার পুত্র নৃমেধ ঋষি ।

১। এই সোম কবি ও চারিদিক্ হইতে স্তুত, ইনি দশাপবিত্র অতিক্রম
করিয়া গমন করিতেছেন, ইনি শোধিত হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছে

২। এই সোম সকলের জেতা, ইনি বলকারী, ইজ্ঞ ও বায়ুর উদ্দেশে ইহাকে পবিত্রে সেক করা হইতেছে ।

৩। এই সোম মনুষ্যগণকর্তৃক নানা প্রকারে নিহিত হইতেছেন, ইনি ছ্যালোকের মন্তক, অভিবৃত মনোহর পাণ্ড্রে অবস্থিত হইয়া সকল অবগত আছেন ।

৪। এই সোম আমাদের গো, হিরণ্য ইচ্ছা করতঃ দীপ্ত ও মহাশক্তির জেতা এবং অয়ং অহিংসনীয় হইয়া শব্দ করিতেছেন ।

৫। এই শোধনকালীন সোম সূর্য্যকর্তৃক পবিত্র ছ্যালোতে পরিভ্যক্ত হন, সোম অভ্যস্ত মদকর ।

৬। এই বলবান্ সোম, অন্তরীক্ষে গমন করিতেছেন, ইনি অভিলাষ-প্রদ, পবিত্রকারী এবং দীপ্ত ইজ্ঞের অভিमुखে গমন করিতেছেন ।

২৮ সূক্ত ।

সোম দেবতা । প্রিয়দেব ঋষি ।

১। এই সোম বেগবান্ পাণ্ড্রে স্থাপিত, সৰ্ব্বজ্ঞ এবং সকলের পতি, ইনি মেঘলোমে গমন করিতেছেন ।

২। এই সোম দেবগণের জন্য অভিবৃত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য পবিত্রে ক্ষরিত হইতেছে ।

৩। এই মরণরহিত, রূদ্রহা, দেবাভিলাষী সোম আপনার স্থানে শোভা পাইতেছেন ।

৪। এই অভিলাষপ্রদ, শব্দকারী, অঙ্কুলিবারা ধৃত সোম জ্যোৎস্নাভিমুখে গমন করিতেছেন ।

৫। শোধনকালীন সৰ্ব্বদর্শী, সৰ্ব্বজ্ঞ সোম সূর্য্যকে এবং সমস্ত তেজঃপদার্থকে শোধিত করিতেছেন ।

৬। এই শোধনকালীন সোম বলবান্, অহিংসনীয় দেবগণের বন্ধুর এবং অমঙ্গলবাদিদিগের বিনাশক । ইনি গমন করিতেছেন ।

২৯ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অজিরাগ পুত্র সূমেষ ঋষি ।

১। বর্ষনকারী, এই অভিবৃত সোমের ধারা দেবগণের উপর স্বসামর্থ্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্ষরিত হইতেছেন ।

২। স্তুতিকারী, বিধাতা, কর্মকর্তা (অধ্বর্যুগণ) দীপ্তিমান প্রব্রজ স্তুতি-যোগ্য, অশ্বসদৃশ সোমকে মার্জিত করিতেছেন ।

৩। হে প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোম ! শোধনকালে তোমার সেই তেজঃ সকল অত্যন্ত অভিভবপর হয়, অতএব তুমি সমুদ্রসদৃশ স্তুতিযোগ্য স্রোণ কলসকে পূর্ণ কর ।

৪। হে সোম ! সমস্ত ধন জয় করতঃ ধারা প্রবাহে ক্ষরিত হও এবং সমস্ত শত্রুগণকে এক যোগে দূরদেশে প্রেরণ কর ।

৫। হে সোম ! যাঁহারা দান করে না, তাঁহাদিগের এবং অন্যান্য নিন্দক সকলের অপবাদ ইহাতে আত্মাদিগকে রক্ষা কর, আমরা যেন মুক্ত হইতে পারি ।

৬। হে সোম ! তুমি ধারারূপে ক্ষরিত হও, পার্থিব এবং স্বর্গীয় ধন ও দীপ্তিযুক্ত বল আহরণ কর ।

৩০ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অজিরাগ পুত্র বিন্দু ঋষি ।

১। বলবান্ এই সোমের ধারা অনায়াসে ক্ষরিত হইতেছে, শোধন-কালে ইনি স্বীয় ধনি প্রেরণ করিতেছেন ।

২। এই সোম অভিষেককারীগণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া শোধনকালে শব্দ করতঃ ইন্দ্র সম্বন্ধীয় শব্দ প্রেরণ করিতেছেন ।

৩। হে সোম ! তুমি ধারা প্রবাহে ক্ষরিত হও এবং তুম্বারা মনুষ্য-গণের অভিভবকর বীরযুক্ত অনেকের স্পৃহনীয় বল লাভ হউক ।

৪। এই সোম শোধনকালে ধারা প্রবাহে জ্রোণকলসে উপস্থিত
হইবার জন্য (পবিত্রকে) অতিক্রম করিয়া করিত হইতেছে।

৫। হে সোম! জনমধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা মধুর ও হরিৎবর্ণ।
ইন্দ্রের পানার্থ তোমাকে প্রস্তরদ্বারা পেষণ করিতেছে।

৬। (হে ঋত্বিকৃগণ!) তোমরা! অত্যন্ত মধুররসবিশিষ্ট, মনোহর
মদকর সোমকে আমাদের বলার্থে ঐ ইন্দ্রের পানার্থে অভিষেক কর।

৩১ সূক্ত।

সোম দেবতা। রুহগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। উত্তম কৰ্ম্মবিশিষ্ট, শোধনকালীন সোম গমন করিতেছেন,
এবং আমাদেরকে চেতন ধন প্রদান করিতেছেন।

২। হে সোম! তুমি অম্বের পতি, তুমি দ্যাবপৃথিবীর দ্ব্যতিযুক্ত
পদার্থের বর্জক হও।

৩। হে সোম! বায়ু সকল তোমার তৃপ্তিপ্রদ হউক, নদী সকল
তোমার উদ্দেশে গমন ককক, তাহারা তোমার মহত্ত্ব বর্জন ককক।

৪। হে সোম! তুমি বায়ু ও জলেরদ্বারা প্ররুদ্ধ হও, বর্ষণযোগ্য
বল চারিদিক হইতে তোমাতে সঙ্গত হউক। তুমি সংগ্রামে অম্বের প্রাপক
হও।

৫। হে পিঙ্গলবর্ণ সোম! গোসমূহ তোমার জন্য স্নাত এবং অক্ষীণ-
দুগ্ধ দোহন করিতেছে, তুমি উন্নত প্রদেশে অবস্থিত রহিয়াছ।

৬। হে ভুবনের পতি সোম! আমরা তোমার সঞ্চিত কামনা করি-
তেছি, তুমি উৎকৃষ্ট আশ্বধবিশিষ্ট।

৩২ সূক্ত ।

সোম দেবতা । অত্রি গোত্রোৎপন্ন শ্যাবাংশ ঋষি ।

১। সোমসমূহ অভিষুত ও মদস্রাবী হইয়া যজ্ঞে হব্যদায়ীরা অর্ঘ্য গমন করিতেছেন ।

২। ইন্দ্র পাশ করিতে পারেন এই উদ্দেশে এই হরিৎবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল প্রস্তরদ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছে ।

৩। হংস যেমন জলমধ্যে প্রবেশ করে এই, সোম সেইরূপ সমস্ত স্তোতাগণের মনকে বশ করে । এই সোম গব্যদ্বারা স্নিগ্ধ হয় ।

৪। হে সোম ! তুমি যজ্ঞের স্থান আশ্রয় করতঃ মিশ্রিত হইয়া মৃগের ন্যায় দ্যাংবা পৃথিবীকে অবলোকন কর ।

৫। রমণী যেমন জারকে স্তুতি করে, সেইরূপ হে সোম ! শব্দগণ তোমার স্তুতি করিতেছে ।

৬। সেই সোম নিজের ন্যায় যুদ্ধে গমন করেন, হে সোম ! আমাদিগকে দীপ্তিযুক্ত অন্ন প্রদান কর । হব্যদায়ীকে দান কর এবং আমাকেও দান কর, বন, মেধা এবং কীৰ্ত্তি দান কর ।

৩৩ সূক্ত ।

সোম দেবতা । ত্রিত ঋষি ।

১। বিপশিৎ সোমসকল জলের তরঙ্গের ন্যায় গমন করিতেছেন, মহিবগণ ঘেরণ বসে গমন করে, সেইরূপ গমন করেন ।

২। পিশঙ্গবর্ণ, দীপ্ত, সোমসকল অমৃতের ধারাকারে গোবিশিষ্ট অন্ন প্রদান করতঃ দ্রোণকলসে সঞ্চিত হইতেছেন ।

৩। অভিষুতসোম সকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মকংগণ ও বিষ্ণুর অভিষুখে গমন করিতেছেন ।

৪। ভিন বাক্য উদীরিত হইতেছে, প্রীতিদায়ক গো সকল শব্দ করিতেছে, হরিভবর্ণ (সোম) শব্দ করিয়া গমন করিতেছেন ।

৫। সোতাকর্ষক প্রেরিত, যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ, বহু স্তুতি উচ্চারিত হইতেছে এবং দ্যুলোকের শিশুসদৃশ সোম মার্জিত হইতেছেন ।

৬। হে সোম! ধনসম্বন্ধীয় চারটি সমুদ্রকে চারিদিক হইতে আমাদের নিকট আনয়ন কর এবং অপরিমিত অভিলাষসমূহকেও আনয়ন কর ।

৩৪ সূক্ত ।

সোম দেবতা। দ্বিত্ব ঋষি ।

১। অভিমুত সোম প্রেরিত হইয়া ধারা প্রবাহের পবিত্রে গমন করিতেছেন এবং দৃঢ় শক্রপুত্রী সকলকেও বিলম্ব করিতেছেন ।

২। অভিমুত সোম সকল ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মকংগণ ও বিষ্ণুর অভিযুখে গমন করিতেছেন ।

৩। রসের সেস্তা নিয়ত সোমকে বর্ষণ কর, প্রস্তরদ্বারা অভিষেক করিতেছে, কর্মবলে সোমরস হইতে দুগ্ধ দোহন করিতেছে ।

৪। ত্রিত ঋষির মনকর সোম তাঁহার নিজের জন্য শুদ্ধ হইয়াছে, সেই সোম আপন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

৫। পৃথিবীর পুত্র মকংগণ যজ্ঞাশ্রয়, প্রিয়তম, মনোহর, সোমসাধন সোমকে দোহন করিতেছেন ।

৬। অকুটিল বাক্য সকল উচ্চারিত হইয়া ইহার সহিত মিশ্রিত হইতেছে । সোমও শব্দ করতঃ প্রীতিকর স্তুতি কামনা করিতেছেন ।

৩৫ সূক্ত ।

সোম দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র প্রভুবহু ঋষি ।

১। হে শোধনকালীন সোম! তুমি ধারা প্রবাহে ক্ষরিত হও, বিস্তীর্ণ ধন এবং দ্যুতিমান যজ্ঞ আমাদিগকে প্রদান কর ।

২। হে সোম! হে জলশ্বেতক! হে শক্রগণের কক্ষোৎপাদক! তুমি আপন বলে আমাদের ধনের ধারক হও ।

৩। হে বীর সোম! তোমার বলে আমরা সংগ্রামাভিলাষী শক্রগণকে অভিভব করিব। আমাদের অভিযুগে বরণীয় ধন প্রেরণ কর।

৪। যজমানদিগের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করতঃ অন্নদাতা, সর্বদর্শী, কর্মজ্ঞ ও আয়ুধজ্ঞ সোম অন্ন প্রেরণ করেন।

৫। সেই সোমকে স্তুতিবাক্যদ্বারা স্তব করিতেছি, স্তুতির প্রেরক পবিত্র সোমকে বাসিত করিব। এই সোম গোসমূহের পালক।

৬। সকল মনুষ্য কর্মপতি, পবিত্র, প্রভূত ধনবিশিষ্ট সোমের ব্রতে মন ধারণ করিতেছেন।

৩৬ সূক্ত।

সোম-দেবতা। প্রভুবন্ত ঋষি।

১। রথযোজিত অশ্বেরন্যায় চমূদয়ে অভিযুত সোম স্থাপিত হইলেন, বেগবান্ সোম সংগ্রামে বিচরণ করিতেছেন।

২। হে সোম! তুমি বাহনকারী, জাগরক, দেবতাভিলাষী, তুমি মধু-দ্রাবী (দশাপবিত্রকে) অতিক্রম করিয়া ক্ষরিত হও।

৩। হে পুরাণ শোধনকালীন সোম! আমাদের স্বর্গীয় স্থান সকল প্রকাশিত কর এবং যজ্ঞ ও বলার্থে আমাদের প্রেরণ কর।

৪। যজ্ঞভিলাষী, (ঋত্বিক্গণকর্তৃক) অলঙ্কৃত, তাহাদের হস্তদ্বারা মার্জিত সোম মেঘলোমময় (দশাপবিত্রে) শোধিত হইতেছে।

৫। সেই অভিযুত সোম হব্যদাতাকে দ্ব্যলোক, ত্র্যলোক ও অন্তরীক্ষে সমস্ত ধন ধারণ ককন।

৬। হে বলপতি সোম! তুমি স্তোতাগণের অশ্বাভিলাষী, গবাভিলাষী ও বীরাভিলাষী হইয়া স্বর্গের পৃষ্ঠে আরোহণ কর।

৩৭ সূক্ত ।

সোম দেবতা । রহুগণ ঋষি ।

১। (ইক্ষাদির) পানার্থ অভিষুত সোম অভিশাষপ্রদ, রাক্ষসবিনাশক এবং দেবাত্মিলাষী হইয়া পবিত্রে গমন করেন ।

২। সেই সোম সর্বদর্শী, হরিংবর্ণ, সকলের ধারক । তিনি পবিত্রে ধৃত হইলেন এবং পরে শব্দ করতঃ স্রোণকালসে গমন করেন ।

৩। বেগবানু, স্বর্গের দীপ্তিপ্রদ, গোপদনকালীন সোম রাক্ষসগণের হস্তা হইয়া মেঘলোমময় দশাপবিত্র অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতেছেন ।

৪। সেই সোম ত্রিতের উন্নত যজ্ঞে পূত হইয়া বজ্রগণের সহিত সূর্য্যকে প্রকাশিত করিয়াছেন ।

৫। (অগ্নি যেরূপ) সংগ্রামে গমন করে, সেইরূপ রত্নঘাতী অভিশাষ-প্রদ, অভিষুত, অহিংসনীয় সোম কলসে গমন করিতেছেন ।

৬। সেই মহান, ক্রোধযুক্ত, কবিকর্তৃক প্রেরিত সোম ইন্দ্রের অন্য স্রোণমধ্যে ধাবিত হইতেছেন ।

৩৮ সূক্ত ।

সোম দেবতা । রহুগণ ঋষি ।

১। সেই সোম অভিশাষপ্রদ ও রথস্বরূপ হইয়া যজমানকে সহস্র অন্ন দান করিবার জন্য দশাপবিত্রদ্বারা স্রোণে গমন করিতেছেন ।

২। এই ক্রোধযুক্ত হরিংবর্ণ সোমকে ত্রিতের অঙ্গুলি সকল ইন্দ্রের পানার্থ প্রস্তরদ্বারা পিষ্ট করিতেছেন ।

৩। দশগী হরিংবর্ণ অঙ্গুলি কন্দ্বাভিশাষী হইয়া এই সোমকে মার্জিত করিতেছে । সোম ইহাদের সাহায্যে ইন্দ্রের মদের জন্য শোভিত হইতেছে ।

৪। এই সোম মনুষ্য প্রজাগণের মধ্যে শ্যোনগন্ধীর ন্যায় উপবেশন করিতেছেন, উপগন্ধীর নিকট যেরূপ উপগতি গমন করে সেইরূপ গমন করিতেছেন ।

৫। এই মদ্যরস সকল পদার্থ দর্শন করিতেছে। তিনি স্বর্গের শিশু, এই সোম দশাপবিত্রে প্রবেশ করিতেছেন।

৬। পানার্থ অভিযুত ও সকলের ধারক, হরিংবর্ণ, সোম শব্দ করতঃ শ্রিয় স্থানে গমন করিতেছেন।

৩৯ সূক্ত ।

সোম দেবতা। অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন ব্রহ্মমতি ঋষি ।

১। হে মহামতি সোম! দেবগণের শ্রিয়তম শরীরযুক্ত হইয়া শীঘ্র গমন কর, দেবগণ কোথায় বলিতে থাক।

২। অসংস্কৃত স্থানকে সংস্কৃত করতঃ এবং যাগকারীকে অন্ন প্রদান করতঃ অন্তরীক্ষ হইতে রুষ্টি ক্ষরিত কর।

৩। অভিযুত সোম দীপ্তি ধারণ করতঃ এবং সমস্ত পদার্থকে দর্শন ও দীপ্ত করতঃ শীঘ্র বেগে দশাপবিত্রে গমন করিতেছেন।

৪। এই সোম দশাপবিত্রে ন্যস্ত হইয়া সিঙ্গুর উর্দ্ধিতে ক্ষরিত হইতেছেন, ইনি স্বর্গের উপরে শীঘ্র গমন করিয়া থাকেন।

৫। দূরস্থ এবং অন্তিকস্থ দেবগণের পরিচর্যার্থ অভিযুত সোম ইন্দ্রের জন্য মধুসেক করিতেছেন।

৬। সম্যক মিলিত স্তোত্র সকল শুভ করিতেছেন, হরিংবর্ণ সোমকে প্রস্তর সাহায্যে গ্রহণ করিতেছেন, (অতএব হে দেবগণ) ! যজ্ঞস্থানে নিষন্ন হও।

৪০ সূক্ত ।

সোম দেবতা। ব্রহ্মমতি ঋষি ।

১। সর্বদর্শী সোম গোধনকালে সমস্ত হিংসকদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে কর্মদ্বারা সকলে গোভিত করিতেছেন।

২। অকণবর্ণ সোম জ্রোণকনসে আরোহণ করিতেছেন, পরে অভিলাষ-প্রদ ও অভিযুত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন করিতেছেন এবং ধ্রুবস্থানে উপ-বিষ্ট হইতেছেন।

৩। হে সোম! হে ইন্দ্র! তুমি অভিযুত হইয়া আমাদের উদ্দেশে শীঘ্র মহান্‌ সহস্রসংখ্যক ধন চারিদিক্‌ হইতে করিত কর ।

৪। হে শোধনকালীন সোম! হে ইন্দ্র! তুমি বহুবিশ ধন আহরণ কর এবং সহস্রসংখ্যক অন্ন প্রদান কর ।

৫। হে সোম! তুমি অভিষবকালে আমাদের জন্য উত্তম বীৰ্য্যযুক্ত আহরণ কর এবং স্তোতার স্তুতি বদ্ধিত কর ।

৬। হে ইন্দ্র! হে সোম! তুমি শোধনকালে আমাদের জন্য দাবা-পৃথিবীতে পরিহৃত ধন আহরণ কর । হে বর্ষক ইন্দ্র! আমাদের গকে স্তুতি-যোগ্য ধন প্রদান কর ।

৪১ সূক্ত ।

সোম দেবতা । কণ্ঠগোষ্ঠীর যেখ্যাতিধি ঋষি ।

১। যে সোম সকল জলের ন্যায় শীঘ্র দীপ্তিযুক্ত ও গমনশীল হইয়া কৃষ্ণভূকদিগকে হনন করিয়া বিচরণ করেন(১), তাহাদিগকে (স্তব কর) ।

২। ত্রৈতরহিত দশ্যকে অভিষব করিয়া আমরা সুন্দর সোমের রাক্ষস-বন্ধন ও রাক্ষস-হনন ইচ্ছায় স্তব করিব ।

৩। অভিষবকালে বলবান্‌ সোমের দীপ্তি সকল অন্তরীক্ষে বিচরণ করে এবং হৃষ্টির ন্যায় তাহার শব্দ শ্রুতিগোচর হয় ।

৪। হে সোম! তুমি অভিযুত হইয়া গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং বলযুক্ত মহা অন্ন আমাদের অভিযুখে প্রেরণ কর ।

৫। হে সর্বদর্শী সোম! তুমি করিত হও, আপন রসের দ্বারা, সূর্য্য যেমন রশ্মিদ্বারা দিম সকলকে পূর্ণ করেন, সেইরূপ দাবাপৃথিবীকে পূর্ণ কর ।

৬। হে সোম! আমাদের মুখকর ধারাদ্বারা নদী যেরূপ ভূমণ্ডলে গমন করে, সেইরূপ চারিদিকে গমন কর ।

(১) কৃষ্ণবর্ণ অশ্বাদিগের উল্লেখ । ✓

৪২ সূক্ত ।

সোম দেবতা । মেধাতিথি ঋষি ।

১। এই হরিংবর্ণ সোম দ্ব্যলোক সমাক্রীয় জ্যোতিঃ এবং অন্তরীক্ষে
সূর্য্যকে উৎপন্ন করতঃ অধোগামী জলসমূহে আরুত হইয়া গমন করিতেছেন ।

২। এই সোম পুরাতন স্তোত্রযুক্ত ও বিশদ হইয়া দেবগণের অভিযু-
ধাক্রমে গমন করিতেছেন ।

৩। বর্জমান অন্ন সীমিত হইবার জন্য অপরিমিত বলবিশিষ্ট সোম
সকল পরিপূর্ণ হইতেছেন ।

৪। পূর্বাধ বসবিশিষ্ট সোম পবিত্রে সিন্ত হইতেছেন, এবং শব্দ করতঃ
দেবগণকে উপাধীন হইতেছেন ।

৫। এই সোম আভবকালে সমস্ত বরগীয় ধন ও যজ্ঞবর্জক দেবগণের
অভিযুখে গমন করে ।

৬। হে সোম ! তুমি অভিযুত হইয়া আমাদিগকে গোযুক্ত, অশ্বযুক্ত,
বীরযুক্ত, সংগ্রামযুক্ত ধন এবং প্রভূত অন্ন প্রদান কর ।

৪৩ সূক্ত ।

সোম দেবতা । মেধাতিথি ঋষি ।

১। যে সোম অশ্বের ন্যায় দেবগণের মন্ততার জন্য গব্যদ্বারা মিশ্রিত
হন, যিনি কমনীয়, সেই সোমকে স্তুতিদ্বারা প্রসন্ন করি ।

২। সমস্ত রক্ষাভিলাষী স্তুতি সকল পূর্ব্ব কালের ন্যায় এই সোমকে
ইন্দ্রের পানার্থ দীপ্ত করিতেছে ।

৩। কমনীয় সোম বিপ্র মেধাতিথির জন্য শোধনকালে স্তুতিদ্বারা
অলঙ্কৃত হইয়া কলসের প্রতি ধাবমান হইতেছেন ।

৪। হে শোধনকালীন ইন্দু ! আমাদিগকে উত্তম দীপ্তিযুক্ত ও বহু
শ্রীযুক্ত ধন প্রদান কর ।

৫। যুদ্ধগামী অশ্বেরন্যায় সোম পবিত্রে শব্দ করিতেছেন, যখন
দেবাভিলাষী করেন, তখন শব্দ করেন ।

৬। হে সোম ! আমাদের অন্ন দানার্থ এবং স্তোতা মেধাবী বর্জনার্থ
করিত হও, হে সোম ! সুন্দর বীর্ঘযুক্ত পুত্রও দান কর ।